পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com
কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 212 Thursday, 3 July, 2025 ✻ ৩০ বর্ষ, ২১২ সংখ্যা ✻ ১৮ আষাঢ় ১৪৩২, বৃহস্পতিবার, ৩ জুলাই ২০২৫ ✻ আজ ৮ পাতা ✻ মূল্য– ৩ টাকা

২১ জুলাই উত্তরকন্যা, ৯ আগস্ট নবান্ন অভিযানের ডাক শুভেন্দুর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ জুলাইঃ ২১ জুলাই প্রতি বছরই ধর্মতলায় শহিদ সমাবেশের আয়োজন করে তৃণমূল। এবার তৃণমূলের 'শহিদ দিবস'-এর দিনেই উত্তরকন্যা অভিযানের ডাক দিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। কসবা গণধর্ষণ-কাণ্ডের প্রতিবাদে এদিন যুব মোর্চার কর্মসূচিতে দাঁড়িয়ে শুভেন্দু জানালেন, ২১ জুলাই উত্তরবঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর প্রশাসনিক সদর দফতর, উত্তরকন্যার উদ্দেশ্যে অভিযান চালাবে বিজেপি যুব মোর্চা। পাশাপাশি, ৯ আগস্ট 'নবান্ন অভিযান'-এর ঘোষণাও করলেন তিনি। গত বছর ৯ আগস্টই আরজি কর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয়েছিল সেই ডাক্তারি পড়ুয়ার, যিনি ধর্ষণ ও নৃশংসভাবে হত্যার শিকার হন বলে অভিযোগ। সেই স্মরণেই এবার 'নবান্ন অভিযান'। শুভেন্দুর কথায়, ''অভয়ার চোখ দিয়ে জল নয়, রক্ত বেরিয়েছে। হাঁসখালি থেকে বগটুই-

এই সরকার ও তার বাহিনী ধর্ষকদের রক্ষাকারী। তাই এদের সরাতেই হবে।'' বৃষ্টির মধ্যেই বক্তব্যে বিরোধী দলনেতা বলেন, ''বৃষ্টি তো দূরের কথা, এই সরকারকে সরাতে গুলি খেতেও রাজি আছি। আমাদের লড়াই চলবে। ২১ জুলাই ওরা কলকাতায় ডিমভাত খাবে, আমরা উত্তরকন্যায় যাব। কর্মীদের বলছি- নিজের খরচে যাবেন, ভাল করে লড়তে হবে।'' শুভেন্দু আরও জানান, নবান্ন অভিযানের আগে তাঁরা যাবেন নির্যাতিতার বাবা-মায়ের কাছে অনুমতি নিতে। তাঁর কথায়, আমরা পতাকা ছাড়াই আন্দোলনে যাব। অভয়ার স্মৃতিকে সম্মান জানিয়ে এই প্রতিবাদ। ৯ আগস্ট নবান্ন অভিযানে মমতার সরকারের পতন ঘটানোর ডাক থাকবে। একইসঙ্গে শুভেন্দু এদিন মঞ্চ থেকে ইঙ্গিত দেন, বিজেপির নতুন রাজ্য সভাপতির নাম খুব শীঘ্রই ঘোষণা হতে চলেছে। তিনি বলেন, ''আগামীকালই নতুন সভাপতিকে স্বাগত জানাব। নতুন নেতৃত্বের হাত ধরে আসবে নতুন লড়াইয়ের কর্মসূচি।'' শেষে তিনি বলেন, ''আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী সভা এখানেই শেষ করছি। তবে এটুকু জানবেন- এই শেষ নয়, এ ওদের শেষের শুরু।'' বিরোধী দলনেতা বলেন, ''৫ তারিখে পানিহাটিতে উল্টো রথে যাব। ওইদিন আমি অনুমতি নিয়ে অভয়ার বাবা-মার কাছে যাব। আর বাবাকে বলব, পতাকা ছাড়া ৯ আগস্ট অভয়ার ধর্ষণ-খুনের বর্ষপূর্তিতে নবান্ন অভিযান করতে হবে।''

কসবা কলেজে ধর্ষণ

পুলিশেই আস্থা! সিবিআই চায় না নির্যাতিতার পরিবার, হাইকোর্টের দ্বারস্থ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ জুলাইঃ কসবা আইন কলেজের ধর্ষণকাণ্ডে সিবিআই তদন্তে আপত্তি জানিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে দ্বারস্থ হলেন নির্যাতিতার পরিবার। তাঁরা চান, কলকাতা পুলিশ যেভাবে তদন্ত করছে সেভাবেই যেন তদন্ত চালিয়ে যাক। বুধবার আদালতে এসে তাঁরা আইনজীবী নিযুক্ত করেছেন। পাশাপাশি, কসবা কাণ্ডে দায়ের হওয়া তিনটি জনস্বার্থ মামলায় তাঁরা যুক্ত হওয়ার আবেদনও জানিয়েছেন। পরিবারের পক্ষের আইনজীবীরা জানান, তাঁরা চান না তদন্তের রাশ কলকাতা পুলিশের হাত থেকে চলে যাক। পুলিশের বিশেষ তদন্তকারী দল যে গতিতে ও গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে, তা নিয়েই সন্তুষ্ট নির্যাতিতার পরিবার। তাঁদের দাবি, এখনই তদন্ত সংস্থা বদল হলে তদন্তের গতি ব্যাহত হতে পারে। সেই কারণেই সিবিআই তদন্ত নয়, কলকাতা পুলিশকেই দায়িত্বে রাখার আর্জি জানিয়ে হাইকোর্টে

আবেদন জানানো হয়েছে। এর আগে কসবা কাণ্ডে সিবিআই তদন্ত চেয়ে একাধিক জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টে। তবে নির্যাতিতার পরিবারের এই অবস্থান মামলাটিকে নতুন মোড় দিতে পারে বলে মনে করছেন আইনি মহলের একাংশ। ইতিমধ্যে এও জানা গেছে, গণধর্ষণের ঘটনার তদন্তভার গেছে গোয়েন্দা বিভাগের হাতে। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে নতুন ধারাও যোগ করা হয়েছে। এই ঘটনায় চারজন গ্রেফতার হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে মূলত গণধর্ষণের অভিযোগ তো রয়েছেই, এবার অপহরণ এবং অস্ত্র দিয়ে আঘাতের ধারাও সংযোজন করা হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে ২৫ জুন রাতে, কিন্তু তা প্রকাশ্যে আসে ২৭ জুন। ওইদিনই মূল অভিযুক্ত মনোজিৎ মিশ্র, জেইব আহমেদ এবং প্রমিত মুখোপাধ্যায়কে গ্রেফতার করা হয়। পরে কলেজের নিরাপত্তারক্ষীকেও গ্রেফতার করে পুলিশ।

'অতিসক্রিয় পুলিশ', কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়ে বললেন সুকান্ত

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ জুলাইঃ ডায়মন্ড হারবারে হামলার অভিযোগ এবং কসবায় প্রতিবাদ মিছিলে বাধা - দুই ঘটনাকেই সামনে এনে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। বুধবার নিজে হাজির হয়ে মামলা দায়ের করলেন তিনি। গত ১৯ জুন ডায়মন্ড হারবারে দলের এক জখম কর্মীকে দেখতে গিয়ে আক্রান্ত হওয়ার অভিযোগ তোলেন সুকান্ত। তাঁর দাবি, কনভয় ঘিরে ইট-পাটকেল ছোড়া হয়, গাড়ি ভাঙচুর করা হয়। অভিযোগের কেন্দ্রে ডায়মন্ড হারবারের পুলিশ সুপার। সুকান্তর কথায়, তিনি ঘটনাস্থলে ছিলেন, অথচ কোনও পদক্ষেপ নেননি। প্রাণনাশের আশঙ্কা করে এরপর তিনি রাজ্যের মুখ্যসচিব, পুলিশ ডিজি এবং লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লাকে চিঠি লেখেন। এরপর কসবায় নির্যাতনের ঘটনায় প্রতিবাদ জানাতে সুকান্ত নেতৃত্ব দেন গড়িয়াহাট থেকে কসবা থানার উদ্দেশ্যে মিছিলে। তবে পুলিশি বাধায় মাঝপথেই তাঁকে ও অন্যান্য বিজেপি নেতাদের গ্রেফতার করে লালবাজারে নিয়ে যাওয়া হয়। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এ দিন কলকাতা হাইকোর্টে মামলা করেন তিনি। আদালতের বাইরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সুকান্ত বলেন, ''গত মাসে আমাকে বিভিন্ন স্থান থেকে তিনবার আটক করা হয়েছে। ১২ জুন, আমাকে কালীঘাটে আটক করা হয়েছিল, ২০ জুন, যখন আমি একজন ব্যক্তির বাড়িতে যাচ্ছিলাম এবং ২৮ জুন, গণতান্ত্রিক আন্দোলন করার জন্য। এটি একজন ব্যক্তির মৌলিক অধিকারের লঙ্ঘন। আমি আমার গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার জন্য কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছি।'' এদিকে আবার সুকান্ত মজুমদারের ওপর 'হামলা'র ঘটনা নিয়ে সরাসরি হস্তক্ষেপ করেছে লোকসভার সচিবালয়। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রককে চিঠি পাঠিয়ে বলা হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছ থেকে ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তথ্য চাইতে। আগামী ১৫ দিনের মধ্যে এই

সংক্রান্ত রিপোর্ট পাঠাতে হবে। এই ইস্যুতে রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ ও রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমারকে পাঠানো হয়েছে চিঠির অনুলিপিও।

রাজ্য নির্বাচন দফতর বিজেপি- তৃণমূলের দলদাস। সেলিম

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ জুলাইঃ রাজ্য নির্বাচন দফতর একইসঙ্গে শাসক ও বিরোধী দলের 'দলদাস'। এমনই বলেছেন সিপিআইএম রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম। উল্লেখ্য এ রাজ্যের পূর্বতন শাসকপক্ষ বামফ্রন্টের আমলেও নির্বাচন ব্যবস্থার প্রতি ভুরিভুরি অভিযোগ করেছিলেন তকালীন বিরোধী নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, তিনি বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী। সম্প্রতি নদিয়ার কালীগঞ্জ বিধানসভার উপনির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস জয়ী হয়েছে। এই আসনে কংগ্রেস প্রার্থীকে সমর্থন দেয় সিপিআইএম। সংখ্যালঘু মুসলিম ভোটার অধ্যুষিত কালীগঞ্জে তৃণমূল বনাম কংগ্রেস জোটের মধ্যে মূল ভোট লড়াই হবে বলে বিশ্লেষণে উঠে আসছিল। গণনার পর দেখা যায় বিজেপির সঙ্গেই তৃণমূল ভোট লড়াই হয়েছে। তৃতীয় স্থানে আছে জোট। কালীগঞ্জ উপনির্বাচনের ফল ঘোষণার পরেই তৃণমূলের বিজয় মিছিল থেকে বাম সমর্থকদের বাড়িতে বোমা মারা হয় বলে অভিযোগ। বোমা ফেটে নিহত হয় ছাত্রী তামান্না খাতুন। তার পরিবার সিপিআইএমের সমর্থক। তামান্নার মৃত্যুর জেরে কালীগঞ্জে প্রবল ক্ষোভ। সিপিআইএমের তরফে এলাকায় বিরাট জমায়েত করা হয়। সিপিআইএম রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম বলেছেন, ''তামান্নাকে যে ভাবে খুন করা হলো। ভোটের আগে যে ভাবে মানুষকে শাসানো হয়। চারিদিকে ড্রাম ড্রাম বোমা উদ্ধার হচ্ছে, অথচ পুলিশ এখনো সেরকম

ভাবে কিছুই উদ্ধার করতে পারেনি। রাজ্যে সিপিআই(এম) করলে তৃণমূলের শাসানি দেখেছে গ্রামবাসীরা। সাধারণ মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নিয়েছে তৃণমূল। অথচ যারা এই নির্বাচন পরিচালনা করবেন সেই কেন্দ্রীয় ও রাজ্য নির্বাচন দপ্তর বিজেপি ও তৃণমূলের দলদাসে পরিণত হয়েছে।'' রাজ্য বিধানসভায় প্রধান বিরোধী দল বিজেপি। গেরুয়া শিবিরের সঙ্গে শাসকদল তৃণমূলের সেটিং চলেছে বলে আগেও অভিযোগ করেছে সিপিআইএম। এবার দলটির রাজ্য সম্পাদকের কটাক্ষ, নির্বাচন দফতর শাসক ও বিরোধীদের দলদাসে পরিণত হয়েছে। আসন্ন ২০২৬ বিধানসভা নির্বাচ। তার আগেই সুষ্ঠু ভোট হওয়া নিয়ে সংসয় প্রকাশ করেছেন মহম্মদ সেলিম।

শমীকই এবার বঙ্গ বিজেপির মুখ!

দিল্লি থেকে ফিরে সভাপতির মনোনয়ন জমা দিলেন রাজ্যসভার সাংসদ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ জুলাইঃ রাজ্য রাজনীতির কেন্দ্রে এখন একটাই প্রশ্ন-কে হচ্ছেন আগামী রাজ্য বিজেপি সভাপতি? নাম ঘিরে জল্পনা চলছিল বেশ কিছু দিন ধরেই। আজ, সেই সম্ভাব্য জল্পনার অবসান হয়ে গেল বলে মনে করছেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা। দিল্লি থেকে ফিরে এদিন বঙ্গ বিজেপির সভাপতি পদের জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে মনোনয়ন জমা দিলেন রাজ্যসভার সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য। দলের অন্দরমহলের খবর, বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডার নির্দেশেই এই পদক্ষেপ নিয়েছেন শমীক। বিজেপির রাজ্য নেতৃত্বে পরিবর্তনের ইঙ্গিত মিলছিল গত কয়েক মাস ধরেই। সূত্রের খবর, দলের অন্দরেও অনেকেই চাইছিলেন একজন ভারসাম্যপূর্ণ, সাংগঠনিকভাবে অভিজ্ঞ মুখকে। শমীক ভট্টাচার্য সেই দৌড়ে বহু দিন ধরেই অন্যতম দাবিদার বলে মনে করা হচ্ছিল। দীর্ঘ দিন দলের মুখপাত্রের দায়িত্ব সামলেছেন, পাশাপাশি সাংসদ হিসেবেও দলের প্রতিনিধিত্ব করছেন রাজ্যসভায়। দলের অন্দরমহলে কানাঘুষো-যদি কোনও বড় গোলমাল না হয়, তবে শমীক ভট্টাচার্যর নামেই এবার সিলমোহর পড়ে যেতে চলেছে। যদিও দল এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু ঘোষণা করেনি, তবে মনে করা হচ্ছে, বৃহস্পতিবারেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেওয়া হতে পারে। রাজ্য বিজেপির অন্দমহলে এখন সাজোসাজো রব। পুরনো নেতৃত্বকে সরিয়ে শমীক ভট্টাচার্যর নেতৃত্বে দল কি নতুন করে সংগঠন মজবুত করার পথে হাঁটবে? বিধানসভা ভোটের আগে যেভাবে রাজ্যে দল সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শমীকবাবু বলেন, ''একটা রাজনৈতিক দল নির্দিষ্ট মতাদর্শের ওপর ভিত্তি করে তাদের কর্মসূচি তৈরি করে। এভাবেই একটি প্রান্তিক শক্তি হিসাবে শুরু করে আজ এই

সাংগঠনিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে শমীককেই কি নতুন ঘুঁটি হিসেবে তুলে আনছে দিল্লি? তবে সব জল্পনার অবসান ঘটবে দলীয় ঘোষণার পরেই। আপাতত রাজনীতির অলিন্দে ঘুরছে একটাই নাম-শমীক ভট্টাচার্য। এদিন মুরলিধর সেন স্ট্রিটের দফতরের সামনে চায়ের দোকানে বারবরের মতো চা খান শমীক ভট্টাচার্য। এর পর দফতরের ভিতরে কর্মীদের সঙ্গে সৌজন্য বিনিময় করেন। পর্যন্ত পৌঁছতে পেরেছি। এখানে সভাপতি খুব বেশি প্রাসঙ্গিক নয়। পুরোটাই একটা টিম গেম। এবারের নির্বাচনে কোনও রাজনৈতিক দলের হাতে লাগাম নেই। মানুষ ঠিক করে নিয়েছে তারা তৃণমূলকে বিসর্জন দেবে। তাই লক্ষ্য একটাই ২০২৬-এর নির্বাচন, তৃণমূলের বিসর্জন। বিজেপিতে গোষ্ঠী বলে কিছু নেই, আমি তো অনেক খুঁজেছি। অন্য কোনও গোষ্ঠীর দফতর খুঁজে পাইনি।''

কাচের বোতল, রড দিয়ে মারধর! কলকাতায় যুব তৃণমূলের গোষ্ঠী সংঘর্ষে রক্তাক্ত এক যুবক

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ জুলাইঃ তৃণমূলের দলীয় কোন্দলের জেরে ফের উত্তপ্ত কলকাতা। বড়তলা থানার অন্তর্গত বিডন স্ট্রিট সংলগ্ন এলাকায় যুব তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষ ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল। গোষ্ঠী দ্বন্দ্বের জেরে যুব তৃণমূল কর্মী সন্তু হালদারকে খুনের চেষ্টার অভিযোগ উঠল। স্থানীয় সূত্রে খবর, সন্তুর উপর হামলা চালায় তৃণমূলেরই এক যুব নেতা রাহুল ঝা এবং তাঁর অনুগামীরা। রড, কাচের বোতল ও ইট দিয়ে সন্তুকে পেটানো হয় বলে অভিযোগ। রাস্তাতেই রক্তাক্ত অবস্থায় লুটিয়ে পড়েন তিনি। পরে স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করেন। মুখ ও মাথায় গুরুতর আঘাত লেগেছে সন্তুর। মোট ৩৯টি সেলাই পড়েছে বলে খবর। সন্তু যুব তৃণমূলের এক গোষ্ঠীর হয়ে কাজ করতেন, অন্যদিকে রাহুল ঝা রাজ্যের এক প্রভাবশালী মন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত বলে স্থানীয়দের একাংশের দাবি। দীর্ঘদিন ধরেই দু'জনের মধ্যে রাজনৈতিক বিবাদ চলছিল। সেই বিবাদের জেরেই মঙ্গলবার সন্ধেয় এই হামলা বলে মনে করা হচ্ছে। ঘটনার পর বড়তলা থানায় রাহুল ঝা-সহ একাধিক জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হয়েছে। ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ। এখনও পর্যন্ত এই বিষয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। তবে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে তৃণমূলের গোষ্ঠীকোন্দল নতুন নয়। শীর্ষ নেতৃত্ব বারবার সতর্ক করলেও দলীয় কোন্দলের ছবি ফের সামনে এল বিডন স্ট্রিট কাণ্ডে। বিশ্লেষকদের মতে, এই ঘটনা ফের প্রমাণ করে, ঘরোয়া সংঘাত থামছে না শাসক শিবিরে।

'কারোর বাড়ির কন্যা আর নিরাপদ নন' ঝাঁটা- লণ্ঠন হাতে রাস্তায় বিজেপি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ জুলাইঃ রাসবিহারী মোড় থেকে কসবা পর্যন্ত মিছিল। কসবার সাউথ ক্যালকাটা আইন কলেজে গণধর্ষণের প্রতিবাদে বিজেপির মিছিল। কন্যা বাঁচাও, মমতা হঠাও, ধর্ষকদের চামড়া, তুলে নেব আমরা এই স্লোগান তুলে মিছিলে শামিল হন বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারী। বিজেপির মহিলা মোর্চার অনেকেই এই মিছিলে ছিলেন। সেই সঙ্গেই যুব মোর্চার নেতারাও হাজির ছিলেন মিছিলে। উই ওয়ান্ট জাস্টিস স্লোগান তোলেন শুভেন্দু। বিজেপি নেতৃত্বের দাবি, প্রচুর সাধারণ মানুষ এই মিছিলে শামিল হয়েছেন। শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে এই মিছিল রাসবিহারী মোড় থেকে শুরু হয়ে কসবার আইন কলেজের দিকে এগিয়ে যায়। ঝাঁটা হাতে মিছিলে শামিল হন মহিলা মোর্চার নেত্রীরা। এদিকে পুলিশ জানায়, হাইকোর্টের নির্দেশকে মানতে হবে। তার যাতে কোনও এদিক ওদিক না হয় সেটা দেখা দরকার। রাজ্য মহিলা কমিশনের

অফিসের সামনেও লণ্ঠন হাতে বুধবার দেখা যায় বিজেপির নেতা কর্মীদের। তাঁদের দাবি কসবার আইন কলেজে আইনের ছাত্রীকে কলেজের মধ্যে ধর্ষণের ঘটনা হল। অথচ রাজ্যের মহিলা কমিশন কোনও উচ্চবাচ্য করছে না। সেকারণেই মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সনকে লণ্ঠন হাতে খুঁজছেন বিজেপির যুব মোর্চার কর্মীরা। তবে সূত্রের খবর, রাজ্য মহিলা কমিশন ইতিমধ্যেই নির্যাতিতা ছাত্রীর সঙ্গে কথা বলেছে। শুভেন্দু বলেন, ''সাধারণ মানুষ কন্যা বাঁচাতে এই মিছিলে শামিল হয়েছেন। কারোর বাড়ির কন্যা আর সেফ নয়। কন্যা রত্ন বাঁচাও, কন্যা লক্ষ্মী বাঁচাও। মমতা হঠাও।'' কসবার আইন কলেজের মধ্যেই এক ছাত্রীকে ধর্ষণ করা হয়েছে বলে অভিযোগ। তৃণমূল ছাত্র পরিষদের এক প্রাক্তন নেতার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ উঠেছে। পুলিশ ইতিমধ্যেই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে। তার দুজন সঙ্গীকেও গ্রেফতার করা হয়েছে। এক নিরাপত্তারক্ষীকেও গ্রেফতার করা হয়েছে। তদন্তে নেমেছে কলকাতা পুলিশ। তবে গোটা ঘটনায় অস্বস্তি একেবারে চরমে উঠেছে। বিশেষ আরজিকরের ঘটনার পরে ফের বড়সর অস্বস্তিতে পড়েছে শাসকদল তৃণমূল। এবার একেবারে তাদের ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিই এই ধর্ষণের সঙ্গে যুক্ত বলে অভিযোগ উঠেছে।

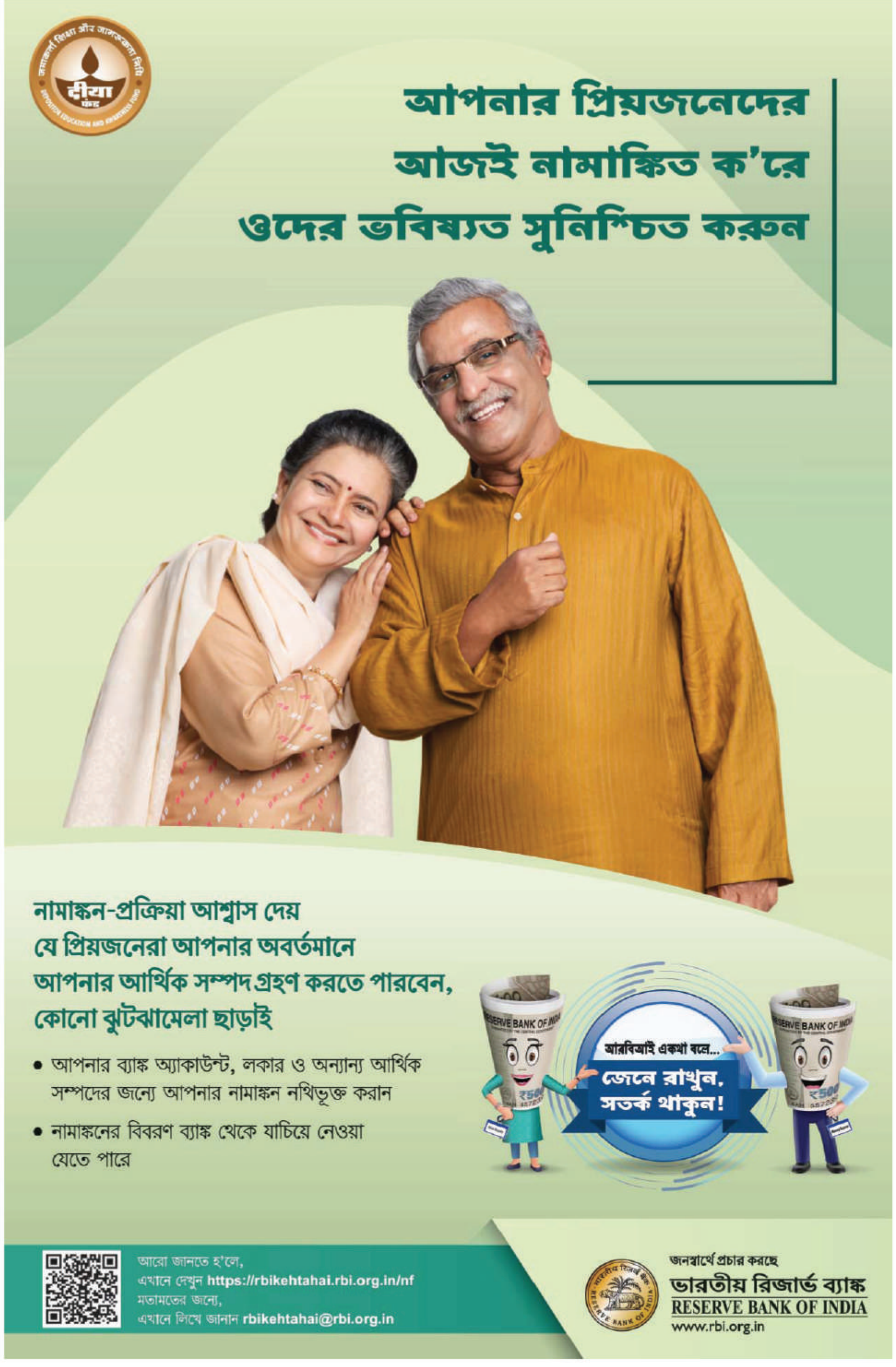

উঠল সোনার দাম, রুপো ছুঁল এক লক্ষ দশ হাজার

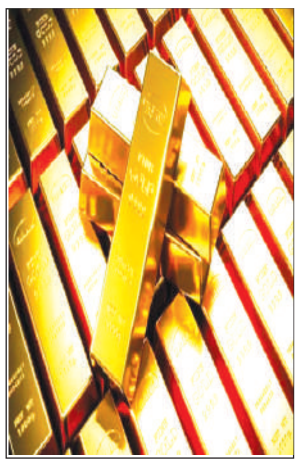

নয়াদিল্লি, ২ জুলাইঃসোনার দাম বিশ্বের বাজারে বেশ কয়েকদিন ধরেই কমেই চলেছে। ইরান-ইজরায়েল উত্তেজনা ধীরে ধীরে প্রশমিত হওয়ার পর নামছিল সোনার দাম। তবে বুধবার দেশের বাজারে সেভাবে সোনার দামে কোনও বদল হয়নি।টানা কিছু দিনের টালমাটাল অবস্থার পর বুধবার ফের চাঙ্গা হল দেশের সোনার বাজার। ২৪ ক্যারাট সোনার দাম এক লাফে ৯২০ টাকা থেকে ১ হাজার টাকা পর্যন্ত বেড়ে গিয়েছে। একই সঙ্গে রুপোর দরেও দেখা গেল রেকর্ড উত্থান। এক দিনে দাম বেড়ে দাঁড়াল ১ লক্ষ ১০ হাজার ৭০০ টাকা প্রতি কেজিতে। দেশের নানা শহরে বুধবার সোনার দর এই রকম ছিল।দিল্লিতে ২৪ ক্যারাট সোনা প্রতি ১০ গ্রামে ৯৮,৫৬০ টাকা ও ২২ ক্যারাট সোনা ৯০,৩৬০ টাকা।মুম্বইযে.যথাক্রমে ৯৮,৪১০ টাকা ও ৯০,২১০ টাকা। চেন্নাই ও কলকাতাতেও দাম ছিল একই রকম।কলকাতায ২৪ ক্যারাট সোনা বিক্রি হয়েছে ৯৮,৪১০ টাকায় ও ২২ ক্যারাট সোনা ৯০,২১০ টাকা।রুপোর ক্ষেত্রেও রেকর্ড। বুধবার দিল্লির বাজারে রুপো প্রতি কেজিতে ৩ হাজার টাকা বেড়ে পৌঁছেছে ১ লক্ষ ১০ হাজার ৭০০ টাকায়। মুম্বই, কলকাতা, পাটনা, আহমেদাবাদ-সহ অন্যান্য শহরেও একই হারে দাম বেড়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, আন্তর্জাতিক বাজারে মূল্যের ঊর্ধ্বগতি, মুদ্রাস্ফীতির আশঙ্কা এবং কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলির সোনার মজুত বৃদ্ধির জেরে দেশীয় বাজারেও এই দামবৃদ্ধি ঘটেছে।

মার্কিন উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিও মেধা টানার প্রতিযোগিতায়

নিউ ইয়র্ক, ২ জুলাই ঃসেরা উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিরিখে এক নম্বরে আছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। কিন্তু ওদেশের কোন শহরের নানা প্রতিষ্ঠান বিদেশি পড়ুয়াদের কাছে স্বর্গের সামিল, জানা আছে?স্টুডেন্ট অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ ভিজিটর ইনফরমেশন সিস্টেম (এসইভি আইএস, বা সেভিস)-এর সদ্য প্রকাশিত তথ্যে প্রকাশ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নথিভূক্ত বিদেশি পড়ুয়াদের প্রায় ৯০ শতাংশ এশিয়ার। সংখ্যার হিসাবে ১৪ লক্ষ ৩০ হাজারের মত। ওঁদের ওদেশে সবচেয়ে পছন্দের প্রতিষ্ঠান ক্যালিফোর্নিয়ায়, ২ লক্ষ ৩০ হাজারের মত। এর পরেই নিউ ইয়র্ক- প্রায় ১ লক্ষ ৭০ হাজার। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বিদেশি পড়ুয়াদের দেওয়া হয় এফ১ ভিসা। ২০২৪-এ এদিক থেকে সবচেয়ে ওপর নিউ ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়- ২৫ হাজার ৬১৭। এর পরের তিনটি প্রতিষ্ঠান হল যথাক্রমে নর্থইস্টার্ন ইউনিভার্সিটি (২৪ হাজার ৯৬৮), নিউ ইয়র্কের কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি (২৪ হাজার ৯৬৮) ও ইউনিভার্সিটি অফ সাদার্ন ক্যালিফোর্নিয়া (২০ হাজার ৫৬২)।

ইজরায়েলি বিমান হানায় নিহত সাংবাদিক ইসমাইল আবু হাতাব

গাজা, ২ জুলাই ঃ গাজায় আল-বাকা কাফেতে ইজরায়েলি বিমান হানায় নিহত হলেন প্যালেস্টাইনি সাংবাদিক তথা চলচ্চিত্র নির্মাতা বছর ৩২-এর ইসমাইল আবু হাতাব।জানা গেছে, পশ্চিম গাজায় সমুদ্রমুখী আল-বাকা কাফেটিতে ইন্টারনেট সংযোগ থাকায়, সংবাদমাধ্যমের কর্মীরা প্রায়শই সেখানে যেতেন। সেখানেই হামলা চালায় ইজরায়েল। হামলায় আবু হাতার-সহ অন্তত ২৪ জন নিহত হয়েছেন।

পাঁচ দেশের সফরে রওনা প্রধানমন্ত্রী মোদী, ৩০ বছর পর ঘানায় পা রাখছেন কোনও ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী

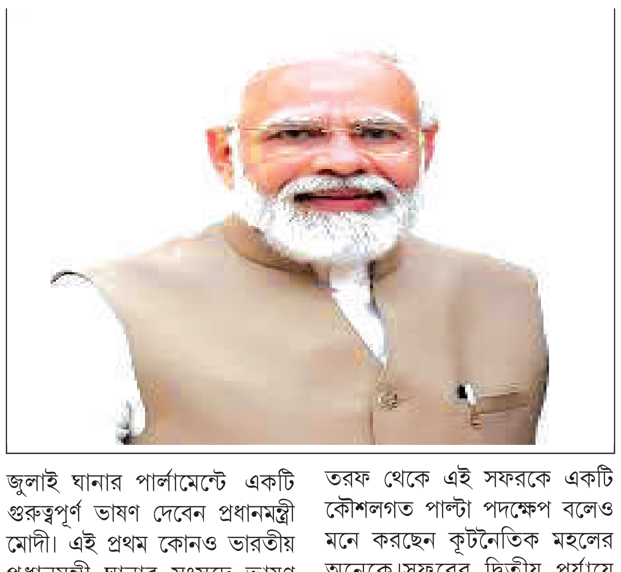

নয়াদিল্লি, ২ জুলাইঃপাঁচ দেশজুড়ে আট দিনের এক ঐতিহাসিক কূটনৈতিক সফরে মঙ্গলবার রাতে রওনা দিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই সফরের সূচনা হচ্ছে পশ্চিম আফ্রিকার দেশ ঘানায়। এর পরে মোদী যাবেন ত্রিনিদাদ ও টোব্যাগো, আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল এবং নামিবিয়া। ২ জুলাই থেকে শুরু হয়ে এই সফর শেষ হবে আগামী ৯ জুলাই।প্রধানমন্ত্রীর এই সফর রাজনৈতিক, কূটনৈতিক এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে আন্তর্জাতিক মহল। বিশেষত ঘানা সফর-যা ৩০ বছরের মধ্যে কোনও ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রথম ঘানা সফর-তা নিঃসন্দেহে এক ঐতিহাসিক মুহূর্ত।প্রথম দুই দিন, অর্থাৎ ২ এবং ৩ জুলাই, প্রধানমন্ত্রী থাকবেন ঘানায়। জানা গিয়েছে, সেদেশের রাষ্ট্রপতি নানা আডো ডানকওয়া আকুফো-আদোর সঙ্গে বৈঠকে বসবেন মোদী। বৈঠকে আলোচনার বিষয়বস্তু হিসেবে থাকছে দ্বিপাক্ষিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক, জ্বালানি ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতা, প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে পার্টনারশিপ এবং উন্নয়নমূলক বিনিয়োগ ও প্রকল্প।এছাড়াও ৩ জুলাই ঘানার পার্লামেন্টে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দেবেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। এই প্রথম কোনও ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ঘানার সংসদে ভাষণ দেবেন। এ প্রসঙ্গে মোদী বলেছেন, ঘানার সংসদে বক্তৃতা দেওয়ার সুযোগ পাওয়া আমার জন্য এক বিরল সম্মান। ভারত-ঘানা সম্পর্কের গভীরতা এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধার নিদর্শন এটি।বিশেষজ্ঞদের মতে, এই সফরের মাধ্যমে ভারত আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার সঙ্গে সম্পর্ক আরও দৃঢ় করতে চায়। আফ্রিকার বুকে চীনের প্রভাব ক্রমেই বাড়ছে, এই প্রেক্ষাপটে ভারতের তরফ থেকে এই সফরকে একটি কৌশলগত পাল্টা পদক্ষেপ বলেও মনে করছেন কূটনৈতিক মহলের অনেকে।সফরের দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রধানমন্ত্রী যাবেন ক্যারিবিয় দ্বীপ রাষ্ট্র ত্রিনিদাদ ও টোব্যাগোয়, যেখানে ভারতীয় বংশোদ্ভূত জনগোষ্ঠীর সংখ্যাই সবচেয়ে বেশি। তারপরে দক্ষিণ আমেরিকার দুই গুরুত্বপূর্ণ দেশ-আর্জেন্টিনা এবং ব্রাজিল সফর করবেন তিনি। সফরের শেষ পর্বে মোদী পৌঁছাবেন দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার দেশ নামিবিয়ায়, যেখানে ভারত একাধিক উন্নয়নমূলক প্রকল্পে জড়িত।প্রধানমন্ত্রীর এই সফরের মূল উদ্দেশ্য হল ভারতের বহির্বাণিজ্য প্রসার, বিনিয়োগের নতুন ক্ষেত্র খোঁজা এবং জলবায়ু পরিবর্তন, পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি ও প্রযুক্তিগত সহযোগিতা নিয়ে দেশগুলির সঙ্গে আরও গভীর স্তরে আলোচনা। পাশাপাশি, এই সফরে নন-আলাযন্ড তথা গ্লোবাল সাউথের নেতৃত্বেও ভারতের ভূমিকা স্পষ্ট করতে চাইছে মোদী সরকার।সরকারি সূত্রে জানানো হয়েছে, প্রতিটি দেশেই প্রধানমন্ত্রী স্থানীয় ভারতীয় সম্প্রদায়ের সঙ্গে দেখা করবেন এবং তাঁদের অভিজ্ঞতা শোনার পাশাপাশি ভারত সরকারের ' ভাবনার প্রচার করবেন।মোদীর এই সফর শুধু কূটনৈতিক সৌজন্যের সীমায় আটকে না থেকে এক নতুন বৈশ্বিক দৃষ্টিভঙ্গি ও নেতৃত্বের বার্তাও বহন করছে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা। যার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে-উন্নয়ন, সহযোগিতা ও একত্রে এগিয়ে চলার বার্তা।এই সফর শেষ হওয়ার পর মোদী সরকারের বিদেশনীতি যে আরও জোরালো ভিত্তি পাবে এবং ভারতের আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক অবস্থান আরও মজবুত হবে, তা বলাই বাহুল্য।

পটনা ও আসানসোলের মাঝে অসংরক্ষিত 'শ্রাবণী মেলা স্পেশাল'চালনোর কথা ঘোষণা করেছে

কলকাতা, ২ জুলাই ঃ আসানসোল- পটনা- আসানসোল অসংরক্ষিত ' শ্রাবণী মেলা স্পেশাল' চালানোর কথা ঘোষণা করেছে রেল।রেলের প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, শ্রাবণী মেলা একটি পবিত্র তীর্থযাত্রা। এটি দূর-দূরান্ত থেকে অসংখ্য ভক্তকে আকর্ষণ করে। ভগবান শিবের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য পবিত্র শ্রাবণ মাসে অনুষ্ঠিত এই বিশাল সমাবেশ। এই পবিত্র অনুষ্ঠানের তাৎপর্য উপলব্ধি করে এবং ভক্তদের অতিরিক্ত ভিড় কমাতে, রেল কর্তৃপক্ষ ০৩৫১১০৩৫১২ আসানসোল - পটনা - আসানসোল অসংরক্ষিত ' মেলা স্পেশাল' চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে।আগামী ১১ জুলাই থেকে ৯ আগস্ট পর্যন্ত ০৩৫১১ আসানসোল - পটনা শ্রাবণী মেলা স্পেশাল ট্রেন আসানসোল থেকে প্রতি শুক্র, শনিবার, সোমবার, মঙ্গলবার এবং বুধবার মোট ২২টি ট্রিপ দেবে। এর মধ্যে বিকাল ৫টায় টায় ছেড়ে পরের দিন দেড়টায় পটনা পৌঁছাবে।আগামী ১২ জুলাই থেকে ১০ আগস্ট পর্যন্ত প্রতি শনিবার, রবিবার, মঙ্গলবার, বুধবার এবং বৃহস্পতিবার ২২টি ট্রিপ চলবে ০৩৫১২ পটনা - আসানসোল শ্রাবণী মেলা বিশেষ ট্রেনের। পটনা থেকে রাত ২টো ৫০-এ ছাড়বে। আসানসোল পৌঁছানোর কথা একই দিনে বেলা সাড়ে ১০টায়।ট্রেনটি চিত্তরঞ্জন, মধুপুর, জাসিডিহ, ঝাঝা, জামুই, কিউল, লুকিসারাই, মানকাথা, বাড়িযা, হাতিদাহ, মোকামা, বার, বখতিযারপুর, খুসরোপুর, ফতুহা, পটনা সাহেব এবং রাজেন্দ্র নগর স্টেশনে উভয় দিকেই থামবে। ট্রেনটিতে সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণীর থাকার ব্যবস্থা থাকবে।

জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়কে সাময়িক বাধার পর ফের স্বাভাবিক হয়েছে

জম্মু, ২ জুলাইঃজম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়কে সাময়িক বাধার পর ফের স্বাভাবিক হয়েছে যান চলাচল। গত সকাল থেকে ওই রাস্তায় ছোট থেকে বড় সমস্ত যানবাহনের চলাচল নিয়মমাফিক শুরু হয়েছে। জম্মু ও কাশ্মীরের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই ২৭০ কিলোমিটার দীর্ঘ হাইওয়ে কেবল উপত্যকার মানুষের জীবনযাপনেই নয়, দেশের নিরাপত্তা ও অর্থনীতিতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর ফের এই পথে যান চলাচল শুরু হওয়ায় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে পণ্যবাহী গাড়ির চালকরা।ট্রাফিক বিভাগের এক আধিকারিক জানান, বর্তমানে ছোট গাড়িগুলিকে দুই দিক থেকেই যাতাযাতের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। অর্থা জম্মু থেকে শ্রীনগর এবং শ্রীনগর থেকে জম্মু- দুই দিকেই ছোট যানবাহন চলতে পারবে। তবে বড় ও ভারী যানবাহনের ক্ষেত্রে কিছু নিয়মকানুন এখনও বহাল রয়েছে। আপাতত বড় গাড়িগুলিকে কেবলমাত্র শ্রীনগর থেকে জম্মুর দিকে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এই পদক্ষেপ মূলত যানজট এবং দুর্ঘটনা রোধ করতেই নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি।তিনি আরও বলেন, জাতীয় সড়কে যান চলাচল সম্পূর্ণ নিয়মমাফিক চলছে। ছোট গাড়িগুলিকে নির্দিষ্ট লেনে চলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এর পাশাপাশি গাড়ির গতি সীমিত রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে এবং ওভারটেক না করার অনুরোধ জানানো হয়েছে, যাতে রাস্তার উপর কোনও জটের সৃষ্টি না হয় এবং গাড়িগুলি নির্বিঘ্নে চলাচল করতে পারে।এই নির্দেশিকাগুলি বিশেষ করে বাণিজ্যিক গাড়ির চালকদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ পাহাড়ি পথে গতি নিয়ন্ত্রণ এবং লেন ডিসিপ্লিন বজায় রাখা না হলে গুরুতর দুর্ঘটনার সম্ভাবনা থাকে। চলতি বর্ষা মরশুমে অতিবৃষ্টির কারণে একাধিকবার এই জাতীয় সড়কে ধস নেমেছিল, যার ফলে দিনের পর দিন যান চলাচল বন্ধ ছিল। ফলে জম্মু ও কাশ্মীরের বিভিন্ন জেলায় পণ্য পৌঁছাতে দেরি হচ্ছিল, সাধারণ মানুষ পড়ছিলেন দুর্ভোগে।ট্রাফিক বিভাগের আধিকারিকদের মতে, আবহাওয়া বর্তমানে অনুকূলে থাকায় এবং রাস্তায় কোনও বড় ধসের ঘটনা না থাকায় আবারও ধীরে ধীরে পুরোপুরি সচল করে তোলা হচ্ছে এই গুরুত্বপূর্ণ সড়কটি। তবে, পরিস্থিতি যাতে আবার হাতের বাইরে না যায়, সেজন্য ট্রাফিক পুলিশ ও উদ্ধারকারী দলগুলিকে প্রস্তুত রাখা হয়েছে। জরুরি পরিস্থিতির মোকাবিলায় রাস্তার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে মোতায়েন করা হয়েছে মোবাইল প্যাট্রোলিং ইউনিট।অন্যদিকে, আজ রাজৌরি ও পুঞ্চ জেলাকে দক্ষিণ কাশ্মীরের শোপিয়ানের সঙ্গে সংযুক্ত করা মুঘল রোডও যান চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে। এই রাস্তাটি শ্রীনগর ও জম্মুর বিকল্প পথ হিসেবে ব্যবহৃত হয় এবং পর্যটন ক্ষেত্রেও এর তাৎপর্য অনেক। এই পথ বন্ধ থাকলে রাজৌরি, পুঞ্চ ও শোপিয়ানের মধ্যে যোগাযোগ বিঘ্নিত হয়। ফলে এই রাস্তায় পুনরায় যান চলাচল শুরু হওয়ায় সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের বাসিন্দারা অনেকটাই স্বস্তি পেয়েছেন।পর্যটকদের জন্যও এই খবর স্বস্তির, কারণ বর্তমানে কাশ্মীরে গ্রীষ্মকালীন পর্যটনের মরসুম চলছে। জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়ক এবং মুঘল রোড- দুই পথই উপত্যকার সৌন্দর্য উপভোগ করতে আসা পর্যটকদের অন্যতম পছন্দের রুট। রাস্তা খুলে যাওয়ায়.তাদের যাত্রাও এবার সহজতর হবে।সড়ক পরিবহন দপ্তরের এক সূত্র জানায়, সরকার সড়ক মেরামতির কাজে জোর দিয়েছে। বর্ষার আগে একাধিক প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে যাতে ধসের পরিমাণ কমে এবং রাস্তাগুলি অধিক সুরক্ষিত থাকে। বর্তমানে ডাম্পিং জোন তৈরি, রাস্তার পাঁশে ঢালু বাঁধ নির্মাণ এবং প্রবল বৃষ্টির সময় জল বেরিয়ে যাওয়ার জন্য ড্রেন নির্মাণের কাজ চলছে।সবমিলিযে, জম্মু-শ্রীনগর হাইওয়ে এবং মুঘল রোড আবারও সচল হওয়ায় যে রাজ্যের অর্থনীতি ও সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রায় নতুন গতি আসবে, তা বলাই যায়। তবে প্রশাসনের পক্ষ থেকে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, পরিবহন চালক এবং যাত্রীদের সাবধানতা অবলম্বন করতেই হবে। রাস্তা খুলে গেলেও প্রকৃতির প্রতিকূলতা যে কোনও সময় পরিস্থিতি বদলে দিতে পারে। তাই নিয়ম মেনে পথচলা এবং সরকারি নির্দেশিকা পালনই আপাতত সবার জন্য শ্রেয়।

এসএসসি নিয়োগে ওবিসি শ্রেণি বাদ যাওয়া নিয়ে বিতর্ক, প্রশ্নের মুখে নিয়োগের স্বচ্ছতা

নয়াদিল্লিঃসম্প্রতি কেন্দ্রীয় কর্মচারি বাছাই কমিশনের এক নিযাগে প্রক্রিয়া ঘিরে সৃষ্টি হয়েছে তীব্র বিতর্ক। অভিযোগ উঠেছে, অনলাইনে আবেদন প্রক্রিয়ায়.ওবিসি (অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণি) প্রার্থীদের জন্য নির্দিষ্ট বিভাগ হঠাৎ করেই বাদ পড়েছে বা অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে, যার ফলে বহু আবেদনকারী বিপাকে পড়েছেন। সামাজিক ন্যায় এবং সংরক্ষণের নীতি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে এই ঘটনা।ঘটনাটি সামনে আসতেই সামাজিক মাধ্যমে ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। অসংখ্য চাকরি প্রার্থী দাবি করেছেন, এসএসসি-র অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে অনলাইনে ফর্ম পূরণের সময় ' অপশনে ওবিসি বিভাগটি দেখা যায়নি বা নির্বাচন করা যায়নি। ফলে বাধ্য হয়ে অনেকেই জেনারেল ক্যাটেগরিতে আবেদন করতে বাধ্য হন। এর ফলে একদিকে যেমন সংরক্ষণের সুবিধা থেকে তারা বঞ্চিত হলেন, অন্যদিকে পরবর্তী পর্যায়ে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অসুবিধার মুখোমুখি হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন ও সামাজিক সংগঠন প্রতিবাদে শামিল হয়েছে। তাঁদের প্রশ্ন, একদিকে সরকার ওবিসি শ্রেণির জন্য সংরক্ষণের নীতি নিয়ে গর্ব করে, অন্যদিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রীয় নিয়োগ পরীক্ষায় প্রযুক্তিগত অজুহাতে বা অসতর্কতায় এই শ্রেণির প্রার্থীদের বাইরে রাখা হল। এটি কেবল অবহেলার প্রশ্ন নয়, বরং একে সংবিধানস্বীকৃত অধিকার লঙ্ঘন বলেই মনে করছেন অনেকে।এসএসসি-র তরফে এখনও পর্যন্ত এ বিষয়ে স্পষ্ট কোনো বিবৃতি দেওয়া হয়নি। তবে কমিশনের কিছু অভ্যন্তরীণ সূত্র থেকে জানা যাচ্ছে, এটি হযতো প্রযুক্তিগত ত্রুটির ফল, যেটি সংশোধনের জন্য কাজ চলছে। যদিও এই যুক্তি প্রার্থীদের ক্ষোভ প্রশমিত করতে পারেনি। তাঁদের বক্তব্য, এত গুরুত্বপূর্ণ একটি নিযাগে পরীক্ষার ক্ষেত্রে এমন টেকনিক্যাল গ্লিচ অগ্রহণযোগ্য। বিশেষজ্ঞ মহলের একাংশ বলছেন, এটি নিছক কোনো প্রযুক্তিগত ত্রুটি না-ও হতে পারে। কারণ গত কযেক বছরে একাধিক সরকারি নিযাগে ওবিসি প্রার্থীদের অংশগ্রহণ ও বঞ্চনার অভিযোগ সামনে এসেছে। কখনও নিযাগের বিজ্ঞপ্তিতে ওবিসি কোটা ঘোষণা না করে, কখনও বা ডকুমেন্ট যাচাইয়ের সময় নানান অজুহাতে ওবিসি প্রার্থীদের বাতিল করা হয়েছে। এই প্রবণতা যদি চলতে থাকে, তবে তা দেশের সংবিধান ও সামাজিক ন্যায়বোধের পরিপন্থী। বিশেষত গ্রামীণ ও পিছিয়ে পড়া অঞ্চলের বহু ওবিসি প্রার্থী এই নিয়োগ প্রক্রিয়ার উপর নির্ভর করে থাকেন। তাঁদের অনেকেই আর্থিক ভাবে দুর্বল, এবং সরকারি চাকরি তাঁদের জীবনে স্থিতিশীলতার একমাত্র আশ্রয়। সেই প্রার্থীদের সংরক্ষণের আওতা থেকে বাইরে রাখা মানে, তাঁদের বিরুদ্ধে এক প্রকার কাঠামোগত বৈষম্য চাপিয়ে দেওয়া।এদিকে, দেশের বিভিন্ন প্রান্তে এই নিয়ে ছাত্র বিক্ষোভ শুরু হয়েছে। দিল্লি, পাটনা, লক্ষ্ণৌ, ভোপাল ও কলকাতার বিভিন্ন কোচিং সেন্টার ও ছাত্র সংগঠনের তরফে এসএসসি কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করা হযেছে। অনেকে সরাসরি মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন। সামাজিক মাধ্যমেও নামে ট্রেন্ড শুরু হযেছে।বিশিষ্ট আইনজীবী ও সংরক্ষণ নীতির সমর্থকরা বলছেন, এই ঘটনা শুধু নির্বাচন সংক্রান্ত একটি ত্রুটি নয়, বরং এর পেছনে রাজনৈতিক উদাসীনতাও কাজ করছে। যদি ভুল হয়ে থাকে, তবে তার দ্রুত সংশোধন ও ক্ষতিপূরণের প্রক্রিয়া জরুরি। না হলে এটি ভবিষ্যতে আদালতের দ্বারস্থ হওয়ার মতো পরিস্থিতি তৈরি করতে পারে।তথ্য জানাচ্ছে, বর্তমানে কেন্দ্রের অধীনস্থ বিভিন্ন নিয়োগ পরীক্ষায় ওবিসি শ্রেণির জন্য ২৭ সংরক্ষণ প্রযোজ্য। এই প্রেক্ষিতে, এসএসসি-র মতো বৃহ নিয়োগকারী সংস্থার ওয়েবসাইটে ওবিসি বিভাগ বাদ পড়ে যাওয়া নিছক অসতর্কতা হিসাবে দেখলে তা সমস্যার গভীরতাকে অস্বীকার করা হবে।বিশেষজ্ঞদের মতে, ভারতীয় সংবিধানের ১৫(৪) ও ১৬(৪) অনুচ্ছেদে পরিস্কার বলা হয়েছে, সামাজিক ও শিক্ষাগত ভাবে অনগ্রসর শ্রেণির জন্য রাষ্ট্র সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে পারবে। সেই আইনি অধিকারের ভিত্তিতেই ওবিসি শ্রেণির মানুষ সরকারি চাকরি, শিক্ষা এবং সুযোগ-সুবিধায় একটি সুনির্দিষ্ট স্থান পেয়ে থাকেন। এই অধিকারকে প্রযুক্তিগত ত্রুটির নামে ক্ষুণ্ণ করা হলে তা আদালতের চোখে ' ও সংবেদনশীল শ্রেণির প্রতি অবিচার' হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।এই প্রেক্ষিতে বিশ্লেষকরা পরামর্শ দিচ্ছেন, শুধুমাত্র প্রযুক্তিগত ত্রুটি সংশোধনের আশ্বাস দিয়ে চুপ করে থাকলে চলবে না। এসএসসি-র উচিত অবিলম্বে একটি আনুষ্ঠানিক বিবৃতি দিয়ে সমস্ত আবেদনকারীদের উদ্দেশে জানানো যে, ওবিসি শ্রেণির প্রতি কোনো অবিচার হবে না এবং যাঁরা ইতিমধ্যেই ভুল ক্যাটেগরিতে আবেদন করেছেন তাঁদের জন্য সংশোধনের সুযোগ রাখা হবে।এছাড়াও এই ধরনের ভুল ভবিষ্যতে যাতে না ঘটে, তার জন্য স্বতন্ত্র নিরীক্ষা ব্যবস্থা এবং আবেদন পদ্ধতির উপর বিশেষ পর্যালোচনা জরুরি। সমস্ত জাতিগোষ্ঠীর প্রতি সমান সুযোগ নিশ্চিত করাই যে কোনও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মৌলিক কর্তব্য।এই ঘটনার ফলে প্রশাসনকে বুঝতে হবে-সংরক্ষণ কেবল একটি সংখ্যা নয়, এটি বহু মানুষের ন্যায্য অধিকার। এবং সেই অধিকারের প্রতি সামান্য অবহেলা গণরোষ ও সাংবিধানিক জবাবদিহির মুখে পড়তে পারে।পরিস্থিতি এখনো নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব, যদি দ্রুততার সঙ্গে পদক্ষেপ নেওয়া হয়। ওবিসি প্রার্থীদের সঙ্গে বিচার না হলে শুধু সরকার নয়, গোটা নিয়োগ ব্যবস্থার উপর মানুষের আস্থা তলানিতে এসে ঠেকবে। সংরক্ষণ শুধু সামাজিক পুনর্বাসনের নীতি নয়, এটি ভারতের ঐতিহাসিক সামাজিক বৈষম্যের প্রতিকার। এবং সেই নীতিকে অবজ্ঞা করে কোনো নিয়োগই গণতান্ত্রিক আদর্শের অংশ হতে পারে না।

সেবার মধ্যেই নেতৃত্বের আসল মানে-লরেটো কলেজে ' ইনভেস্টিচার সেরেমনি'তে বার্তা দিলেন আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ২ জুলাইঃমধ্য আষাঢ়ের দিন। কখনও রোদ, কখনও ঝিরঝিরে বৃষ্টি। প্রকৃতির খামখেয়াল সেদিন যেন থেমে গিয়েছিল লরেটো কলেজ চত্বরে। কারণ, কলকাতার এই ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অনুষ্ঠিত হল এক গর্বের দিন-স্টুডেন্ট কাউন্সিলের ' ইনভেস্টিচার সেরেমনি'। কলেজের কনসার্ট হলে দাঁড়িয়ে এক বিশেষ শপথ নিলেন ৪১ জন ছাত্রী, যাঁরা এবার কলেজের ছাত্র সংসদ পরিচালনার গুরুদায়িত্ব সামলাবেন।শুধু একটি আনুষ্ঠানিকতা নয়, বরং নেতৃত্ব, দায়িত্ববোধ, এবং সামাজিক অংশগ্রহণের পাঠ শেখানোর এক জাগ্রত বার্তা ছিল এই 'ইনভেস্টিচার শতবর্ষ প্রাচীন লরেটো কলেজে বহুদিন ধরেই এই অনুষ্ঠানের চল রয়েছে। এ যেন প্রতিষ্ঠানের ঐতিহ্যের এক অপরিহার্য অঙ্গ।এবছরের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর মুখ্য উপদেষ্টা আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর উপস্থিতি যেমন অনুষ্ঠানের গুরুত্বকে বহুগুণে বাড়িয়ে তোলে, তেমনই তাঁর বক্তব্য শিক্ষার্থীদের জন্য এক মূল্যবান দিশা দেখায়।সাথে উপস্থিত ছিলেন লরেটো পরিবারের একাধিক বিশিষ্ট সদস্য-বিশেষ অতিথি সিস্টার সাবরিনা এডওয়ার্ডস, টিচার ইন চার্জ সিস্টার ডঃ এ নির্মলা, কলেজের আইকিউএসি কো-অর্ডিনেটর ডঃ অমৃতা দাশগুপ্ত, লরেটো হাউসের মাদার সুপিরিয়র সিস্টার এ এরোকিয়া পাওলিন, লরেটো এডুকেশন বোর্ডের অধিকর্তা নন্দিনী ভট্টাচার্য, বিশিষ্ট আইনজীবী দেবযানী মিত্র নিয়োগী এবং শ্রী শিক্ষায়তন কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ তানিয়া চক্রবর্তী। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন অধ্যাপক ডঃ অনিন্দিতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও ডঃ দেবশ্রী সিনহা।অনুষ্ঠানের সূচনা হয় ঐতিহ্যবাহী প্রদীপ প্রজ্বালন এবং সংস্কৃত মন্ত্রোচ্চারণের মাধ্যমে। মঞ্চের একপাশে ছিল একটি শিল্পরূপে তৈরি বিশাল বৃক্ষের প্রতিকৃতি। তার ডালে ডালে লেখা-সংহতি, ধৈর্য, সহানুভূতি, সহমর্মিতা ইত্যাদি শব্দ। তা যেন প্রমাণ করে দিচ্ছিল, এদিনের আসল বার্তা শুধুই নেতৃত্ব নেওয়া নয়, নেতৃত্বের অর্থকে উপলব্ধি করাও-আর তা হল ' Lead is to Serve', অর্থাৎ সেবার মাধ্যমে নেতৃত্ব।নিজের বক্তব্যে আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায় এই ভাবনাকে সাদরে স্বীকৃতি দেন। তিনি বলেন, এই বার্তাটি শুধু আধুনিক সময়ের প্রাসঙ্গিক নয়, বরং নতুন প্রজন্মের জন্য এক অনন্য শিক্ষা। যে সমাজে আত্মপ্রচার ও প্রতিযোগিতামূলক মানসিকতা বাড়ছে, সেখানে নেতৃত্বের সঙ্গে সেবার সংযোগ ঘটানো এক অভিনব ও মূল্যবান উদ্যোগ। তিনি কলেজ কর্তৃপক্ষের এই উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং জানান, বাংলার প্রেক্ষাপটে এমন অরাজনৈতিক ছাত্র সংসদ শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান বিরল ও অনুকরণীয় উদাহরণ।এদিন কলেজের পক্ষ থেকে জানানো হয়, নবগঠিত স্টুডেন্ট কাউন্সিলে এবার পাঠ্যক্রম বহির্ভূত সোসাইটিগুলির সঙ্গে নতুনভাবে যুক্ত হয়েছে বিভিন্ন কমিটি ও সেল। উদ্দেশ্য একটাই-শিক্ষক ও ছাত্রীর যৌথ অংশগ্রহণে কলেজ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ। এর ফলে শুধু ছাত্রীরা নয়, গোটা কলেজ পরিবার আরও বেশি করে যুক্ত হতে পারবে নীতি নির্ধারণ প্রক্রিয়ায়।আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায় এই উদ্যোগকে দেখছেন ভবিষ্যতের দায়িত্ববান নাগরিক গঠনের একটি বৃহত্তর সামাজিক দায়িত্ব রূপে। তিনি বলেন, এইসব মেয়েরা একদিন সমাজে নানা পেশায়. নেতৃত্ব দেবে। আজ যদি ওরা কলেজ পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অংশীদার হতে শেখে, তবে আগামী দিনে দেশ ও সমাজ গঠনের বড় ভূমিকা নিতে পারবে।সারা অনুষ্ঠান জুড়ে যে সৌম্য, পরিশীলিত এবং গভীর চিন্তাভাবনায় ভরা পরিবেশ ছিল, তা উপস্থিত অভিভাবক, আমন্ত্রিত অতিথি এবং পড়ুয়াদের স্পষ্ট ভাবে ছুঁয়ে যায়। অনুষ্ঠানটি যেন এক নতুন শিক্ষার দরজা খুলে দিল, যেখানে নেতৃত্ব আর শাসনের নয়, বরং সহানুভূতি ও সেবার প্রতিচ্ছবি।লরেটো কলেজের এই শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান একবার নয়, বারবার প্রমাণ করে দেয় যে শিক্ষা শুধু ডিগ্রি পাওয়ার পথ নয়, বরং মানবিক গুণাবলি অর্জনের এক পবিত্র যাত্রা। এই যাত্রার সঙ্গী হতে পেরে গর্বিত প্রত্যেক পড়ুয়া এবং শিক্ষক-অভিভাবক।এ যেন শুধু একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অনুষ্ঠান নয়, একটি সমাজের আত্মিক বিকাশের ইঙ্গিত। আর সেই ইঙ্গিতই যেন আজকের তরুণ সমাজের হাতে তুলে দিল লরেটো কলেজ।

সংসদ কক্ষে তাণ্ডব, অভিযুক্ত দুজনকে জামিন দিল্লি হাইকোর্টের

নয়াদিল্লি, ২ জুলাইঃ সংসদ হামলার ২২ বছর পূর্তির দিনেই কড়া নিরাপত্তা বেষ্টনীকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে সংসদ কক্ষের ভিতর তাণ্ডব চালিয়েছিলেন দুই ব্যক্তি। ২০২৩ সালের ১৩ ডিসেম্বর ঘটা সেই ঘটনায় অভিযুক্ত নীলম আজাদ এবং মহেশ কুমায়াতের জামিন মঞ্জুর করল দিল্লি হাইকোর্ট। বুধবার এই মামলার শুনানিতে শর্তসাপেক্ষে দুই অভিযুক্তের জামিন মঞ্জুর করেছে আদালত।উল্লেখ্য, ২০২৩ সালের ১৩ ডিসেম্বর সংসদ ভবনের দর্শক আসনের গ্যালারি থেকে নীচে ঝাঁপ দেন দুই যুবক। লোকসভার অধিবেশন চলাকালীন গ্যালারি থেকে চেম্বারে ঝাঁপ দেন সাগর শর্মা এবং মনোরঞ্জন ডি নামে দুই যুবক। ' স্টোক ক্র্যাকার' বা রংবোমা ছিল তাঁদের কাছে। তা দিয়ে সভাকক্ষের চারদিকে ছড়িয়ে দেন হলুদ ধোঁয়া। সঙ্গে ' খামখেয়ালিপানা চলবে না' বলে স্লোগানও দিচ্ছিলেন। তাঁদের গ্রেফতার করা হয়। ওই একই সময়ে সংসদের বাইরে থেকে গ্রেফতার হন নীলম আজাদ এবং অমল শিন্ডে। তাঁরাও রংবোমা দিয়ে ধোঁয়া ছড়াচ্ছিলেন এবং স্লোগান দিচ্ছিলেন। একদিন পরে এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত ললিত ঝা দিল্লি পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করেন। তার দুদিন পর ধরা পড়েন আরও এক অভিযুক্ত। তাঁর নাম মহেশ কুনাওয়াত।

'নেই চাকরি',বারাণসীতে কুরিয়ার কোম্পানির ম্যানেজারকে লক্ষ্য করে গুলি চালানোর অভিযোগ

বারাণসী, ২ জুলাই ঃ চাকরি না পেয়ে ক্ষোভে ফেটে পড়ল উত্তর প্রদেশের এক যুবক। জানা গেছে ,বারাণসীর চিতইপুর থানা এলাকার সুশবাহিতে মঙ্গলবার সন্ধ্যায.এক কুরিয়ার সংস্থার ম্যানেজারকে গুলি চালিয়ে জখম করল এক যুবক। আশঙ্কাজনক অবস্থায় ম্যানেজারকে ভর্তি করা হয়েছে হাসপাতালে। হামলার এই ঘটনা ক্যামেরাবন্দি হয়েছে সিসিটিভিতে, ঘটনার পর থেকে পলাতক অভিযুক্তের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ।ঘটনাটি ঘটে সুশবাহি এলাকার প্রজ্ঞা নগর কলোনিতে অবস্থিত একটি কুরিয়ার সংস্থার গুদামে। সংস্থার ম্যানেজার বিকাশ তিওয়ারি মঙ্গলবার সন্ধ্যায় কর্মীদের ডেলিভারি বিলি করার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। সেই সময় এক অচেনা যুবক সেখানে এসে চাকরি চাইতে শুরু করে। বিকাশ তাঁকে জানিয়ে দেন যে আপাতত কোনও শূন্যপদ নেই। একাধিকবার অনুরোধ সত্ত্বেও চাকরি না পেয়ে, বিকাশ তাঁকে পরে আসতে বলেন এবং খানিক ধমকও দেন। প্রথমে যুবকটি চলে গেলেও, প্রায় দু'ঘণ্টা পর ফের ফিরে এসে আবার চাকরি চাইতে শুরু করে।

রাশিফল

মেষঃ আজকের দিনে কর্মক্ষেত্রে আপনার প্রচেষ্টা স্বীকৃতি পাবে এবং সহকর্মীদের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক আরও ভাল হবে। আপনার মানসিক শক্তি ব্যবহার করার চেষ্টা করুন, যাতে আপনি নেতিবাচকতা থেকে দূরে থাকতে পারেন।

বৃষঃআপনার বন্ধুদের বা পরিবারের সাথে আনন্দদায়ক সফর আপনাকে ভারমুক্ত করবে। আপনি যদি বিদেশের কোনও জমিতে বিনিয়োগ করে থাকেন তবে আজ এটি একটি ভাল দামে বিক্রি করা যেতে পারে।

মিথুনঃআজকের দিনটি আপনার জন্য চ্যালেঞ্জিং হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে চাপ বা.বে। ব্যক্তিগত জীবনে শান্তি বজায় রাখতে চেষ্টা করুন। স্বাস্থ্যের দিকে খেয়াল রাখুন। বাবা-মায়ের শরীর ভালো যাবে না। পরিবারে কারও সঙ্গে মতানৈক্য ঘটতে পারে।

কর্কটঃ আজকের দিনে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সময় কাটানোর সুযোগ পাবেন, যা আপনার সম্পর্ককে আরও শক্তিশালী করবে।

সিংহঃআপনার সাংসারিক জীবনকে নতুন রূপে সাজানোর জন্য আপনি হয়তো ব্যক্তিগত স্তরে নতুন কোনও কাজে দক্ষ হয়ে উঠতে চাইবেন।

কন্যাঃ আপনার প্রিয়তমের সঙ্গে গল্প ও বিভিন্ন মতামত নিয়ে আলোচনা করার ফলে আপনার দিগন্ত প্রসারিত হবে। আজকের দিনে একটি রোমান্টিক সন্ধ্যা আপনার জন্য অপেক্ষা করছে, আপনার জীবনসঙ্গীর সঙ্গে আপনার অসাধারণ সময় কাটবে।

তুলাঃআপনার ও আপনার প্রিয়তমের মানসিক উত্তেজনা একই মাত্রায় থাকবে, ফলে রোমান্স উচ্চতার শিখরে পৌঁছবে। সামাজিকতার জন্য আজকের দিনটি ভালো, আপনি হয়তো কোনও পার্টি দেবেন ও বন্ধুদের সঙ্গে কাটানো সময় উপভোগ করবেন।।

বৃশ্চিকঃ সমালোচনার ফলে আপনার সম্পর্কে হালকা চি। ধরবে ও সম্ভবত আপনি আপনার প্রিয়তমের সঙ্গে ঝগড়ায় জড়িয়ে পড়বেন। আক্রমণাত্মক হয়ে পড়বেন না ও সম্পর্ককে জিইয়ে রাখার জন্য বিষয়গুলি সাবধানে সামলান।

ধনুঃ ভালোবাসা ও সম্পর্কের জন্য এটি একটি আনন্দদায়ক ও রমণীয় দিন। আপনি হয়তো আপনার প্রিয়তমের কাছে আপনার ভালোবাসার কথা প্রকাশ করবেন। আপনার প্রিয় মানুষের সঙ্গে উত্তেজনাপূর্ণ ও রোমাঞ্চকর কিছু মুহূর্ত কাটতে পারে। ।।

মকরঃ ভালোবাসা ও সম্পর্কের জন্য এটি একটি আনন্দদায়ক ও রমণীয় দিন। আপনি হয়তো আপনার প্রিয়তমের কাছে আপনার ভালোবাসার কথা প্রকাশ করবেন। আপনার প্রিয় মানুষের সঙ্গে উত্তেজনাপূর্ণ ও রোমাঞ্চকর কিছু মুহূর্ত কাটতে পারে।

কুম্ভঃ আজকে উফুল্ল মেজাজের কারণে দিনটি ভালো হয়ে উঠবে। আপনার প্রিয়তমের সঙ্গে আপনি গাড়ি করে ঘুরতে বেরোবেন, যা আপনার সম্পর্কে ভালোবাসা ও উষ্ণতা বাড়িয়ে তুলবে। আপনার আর্থিক পরিস্থিতি নিয়ে চিন্তায় আপনি মগ্ন থাকবেন। যাই হোক, বেশি চিন্তা করে আজকে কোনওই সাহায্য হবে না। পেশার দিক থেকে এটি মুনাফা অর্জনের দিন।

মীনঃআজকের দিনে আপনার কঠোর পরিশ্রম এবং নিষ্ঠা আপনাকে সাফল্যের নতুন উচ্চতায.পৌঁছতে সাহায্য করবে। দলের সঙ্গে সহযোগিতা করলে গুরুত্বপূর্ণ লাভ হবে সবার সাহায্যে আপনি আপনার লক্ষ্যগুলি আরও দ্রুত অর্জন করতে সক্ষম হবেন। ব্যক্তিগত জীবনে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সম্প্রীতি এবং ভালবাসার পরিবেশ তৈরি হবে। পারস্পরিক বোঝাপড়া বৃদ্ধি পাবে এবং সম্পর্ক উষ্ণ হয়ে উঠবে।

আবহাওয়া

বৃষ্টির দাপট কিছুটা বাড়তে পারে। এদিন হাওড়া, হুগলি, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, দুই মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া এবং পশ্চিম বর্ধমানে বৃষ্টি হতে পারে। এই জেলাগুলির পাশাপাশি শুক্রবার পর্যন্ত ভারী বৃষ্টি চলবে দুই বর্ধমান এবং বীরভূমেও। বৃহস্পতিবার উপকূলীয় অঞ্চলে ঘণ্টায় ৩৫ থেকে ৪৫ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। ওই দু'দিন সমুদ্র উত্তাল থাকবে বলে জানিয়েছে হাওয়া অফিস। সে সময় মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যাওয়ার ক্ষেত্রে সতর্কতা জারি করা হয়েছে। দক্ষিণবঙ্গে বর্ষা ঢুকলেও বৃষ্টি সেভাবে ঝোড়ো ব্যাটিং করেনি এখনও। জেলায় জেলায় মাঝারি বৃষ্টি হয়েছে গত কয়েকদিনে। আবহাওয়া দফতর সূত্রে জানা গেছে, কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গে আগামী পাঁচ দিন হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে।

জোয়ার-সকাল ০৬টা ৫০মিনিট এবং রাত ১০টা ৫০মনিট। ভাটা-সকাল ১১টা ৫৪মনিট এবং রাত ১০টা ৫২মনিট। সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৪টা ৫৮মিনিটে এবং অস্ত যাবে আজ ৬টা ১৫মিনিটে হবেই।

হারানো মানিব্যাগ উদ্ধার করে যাত্রীদের কাছে ফেরত পাঠানো হয়েছে

কলকাতা, ২ জুলাইঃ পার্ক স্ট্রিট স্টেশন, কর্তব্যরত একজন আরপিএফ কর্মী নিয়মিত তল্লাশির সময় ওয়াশরুম এলাকার কাছে একটি মানিব্যাগ খুঁজে পান। এই মানিব্যাগের কোনও দাবিদার না পেয়ে তিনি সাবধানে তল্লাশির পর এটি স্টেশন মাস্টারের অফিসে জমা দেন।এরপর, স্টেশন মাস্টার বারবার ঘোষণা করে মানিব্যাগের মালিককে স্টেশন মাস্টারের অফিস থেকে এটি সংগ্রহ করার জন্য অনুরোধ করেন এবং সমস্ত স্টেশনে একটি নিয়ন্ত্রণ বার্তাও পাঠানো হয়। মানিব্যাগটি খোলার পর, এতে কিছু মূল্যবান জিনিসপত্র পাওয়া যায়।কিছুক্ষণ পর, একজন যাত্রী স্টেশন মাস্টারের অফিসে এসে মানিব্যাগটির মালিকানা দাবি করেন। যথাযথ যাচাই-বাছাই এবং সমস্ত আনুষ্ঠানিকতা মেনে চলার পর, উদ্ধার করা মানিব্যাগটি তার কাছে হস্তান্তর করা হয়।হারানো মানিব্যাগটি উদ্ধারে সহায়তা করার জন্য তিনি মেট্রো রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

আন্তর্জাতিক প্লাস্টিক ব্যাগ মুক্ত দিবসে সচেতনতার বার্তা সন্দেশখালিতে

দুরন্ত বার্তা,সন্দেশখালি, ২ জুলাইঃ প্লাস্টিক দূষণের গুরুতর প্রভাব সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে এবং একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক ব্যাগ পরিহার করতে সাধারণ মানুষকে উৎসাহিত করতে ৩ রা জুলাই বিশ্ব প্লাস্টিক ব্যাগ মুক্ত দিবস হিসাবে পালিত হয়। প্লাস্টিক ব্যাগ মুক্ত দিবস উদযাপন উপলক্ষে রাজ্যের পঞ্চায়েত দপ্তরের পক্ষ থেকে ১লা থেকে ৩ রা জুলাই পর্যন্ত বিশেষ সচেতনতামূলক কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। রাজ্যের বিভিন্ন ব্লকে, বিশেষ করে পর্যটন কেন্দ্র, ধর্মীয় স্থান, বাজার ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে চলছে প্রচার কর্মসূচি। বুধবার সকাল দশটা নাগাদ উত্তর ২৪ পরগনার সন্দেশখালি ২ নম্বর ব্লকে ব্লক প্রশাসন, পঞ্চায়েত সমিতি ও গ্রাম পঞ্চায়েতের যৌথ উদ্যোগে এই বিশেষ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। প্লাস্টিক বর্জনের বার্তা নিয়ে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন সন্দেশখালির বিডিও, পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য সঞ্জয়, সহ-সভাপতি সহ অন্যান্যরা।

কালীগঞ্জের নবনির্বাচিত তৃণমূল কংগ্রেস বিধায়ক আলিফা আহমেদকে আজ শপথ বাক্য পাঠ করালেন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা মাননীয় অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। ছবি সুবল সাহা

বিজয়গড় কলেজে কৃষি,প্রাণী পালন ও গ্রামীন সাংবাদিকতা বিষয়ে আলোচনা

বেবী সরদার ঃ কৃষি নিয়ে রেডিওতে নিয়মিত অনুষ্ঠান সম্প্রচারিত হয় রেডিও কলকাতায় , অনুষ্ঠানের নাম চাষবাস উদ্যোক্তা বিজয়গড় জ্যোতিষ রায় কলেজের ইনোভেশন সেন্টার ।সম্প্রতি এই কলেজে আয়োজিত হয়েছিল রেডিও প্রডাকশনের উপর ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রাম।এতে অংশ নিয়েছিলেন বিভিন্ন কলেজের ছাত্র ছাত্রীরা রেডিওতে কি করে প্যানেল আলোচনা করতে হয় , কি করে বিশেষজ্ঞদের সাক্ষাৎকার নিতে হয় তা হাতে কলমে শেখানো হয়েছিল এই ইন্টার্নশিপে , সেজন্য বিশেষজ্ঞদের এনে প্যানেল আলোচনার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।এই প্যানেল আলোচনায় লাইভ ফোন ইন প্রোগ্রাম কিভাবে করতে হয় , শ্রোতাদের হোয়াটসঅ্যাপের , এসএম এসের উত্তর কিভাবে দিতে হয় তা হাতে কলমে শেখানো হয়েছিল।এই ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রামের একদিনের আলোচনার বিষয় ছিল কৃষি কাজ নিয়ে রেডিও প্রডাকশন।এই আলোচনায়, কৃষিকাজ , প্রাণী পালন ইত্যাদি বিষয় নিয়ে যেমন কথা হয়েছে তেমনি এই সমস্থ বিষয় নিয়ে কিভাবে উচ্চ শিক্ষায় পড়া যায় তা নিয়েও আলোচনা হয়েছে।প্যানেল আলোচনায় উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী ও মৎস্য বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণী চিকিৎসা ও প্রাণিবিজ্ঞান অনুষদের অন্তর্গত প্রাণী উৎপাদন ও প্রতিপালন বিভাগের, বিভাগীয় প্রধান ও অধ্যাপক , ড. শান্তনু বেরা, এবং রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম , নরে ঃ দ্রপুরেরকৃষি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের , অধ্যাপকড. সৌরেন্দ্র নাথ দাস।কৃষি গানের গীতিকার ও সুরকার পূর্ণ চন্দ্র সামন্ত , সঙ্গীত শিল্পী পূর্বাশা সামন্ত , রেডিও কলকাতার কৃষি প্রতিবেদক পবিত্র কুমার মন্ডল,রেডিও কলকাতার চাষবাস অনুষ্ঠানের প্রযোজক রাজ্যেশ্বর সাহা , প্যানেল আলোচনাটি সঞ্চালনা করেন আকাশবাণী ও দূরদর্শনের উপস্থাপক সৌম্যদেব বন্দোপাধ্যায়।এই অনুষ্ঠানে ড. শান্তনু বেরাসুসংহত চাষ ব্যবস্থার মাধ্যমে কিভাবে কম খরচে বেশি উৎপাদন এবং পরিবেশবান্ধব প্রাণী পালন করা সম্ভব তা নিয়ে আলোচনা করেন । অধ্যাপক বেরা কৃষি , প্রাণী পালন , প্রাণী চিকিৎসা , ইত্যাদি বিষয়ে কি কি ধরনের কোর্স আছে এবং তা কিভাবে পড়া যায় তা নিয়ে আলোচনা করেন। ড. সৌরেন্দ্র নাথ দাস , জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে কৃষি কিভাবে প্রভাবিত হচ্ছে তার নিয়ে আলোচনা করেন। ড. দাস , কৃষিতে আধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োগ কতটা জরুরী সে বিষয়টি তাঁর বক্তব্যের মধ্যে তুলে ধরেন।একজন কৃষি প্রতিবেদক কিভাবে দূর্গম এলাকায় গিয়ে কাজ করেন এবিষয়ে কথা বলেন কৃষি প্রতিবেদক পবিত্র কুমার মন্ডল।চাষবাস অনুষ্ঠানের নানান অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরেন অনুষ্ঠান প্রযোজক রাজ্যেশ্বর সাহা।প্যানেল আলোচনার মাঝে কৃষি গান পরিবেশন করেন শিল্পী পূর্ণ চন্দ্র সামন্ত ও পূর্বাশা সামন্ত।প্যানেল আলোচনার শেষে বিশেষজ্ঞদের উপস্থিতিতে মিডিয়া কনফারেন্স বা প্রেস কনফারেন্স কিভাবে করতে হয় তা শেখান সাংবাদিক অনিন্দ সিনহা চৌধুরী।এই অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে গ্রামীন সাংবাদিকতা নিয়ে আলোচনা করেন সাংবাদিক তাপস পাল। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন বিজয়গড় জ্যোতিষ রায় কলেজের ইন্টারনেট রেডিও ষ্টেশন রেডিও কলকাতার অধিকর্তা ড. অর্ণব কুমার বন্দোপাধ্যায়।চাষী ভাইদের নিয়ে গান বেঁধেছিলেন পূর্ণ চন্দ্র সামন্ত। পূর্বাশা সামন্ত ও পূর্ণ চন্দ্র সামন্তের এই গানের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি ঘটে।

রজতপূর্তি এম এন এম কলেজের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ জুলাই ঃ পশ্চিম দিকে মেদিনীপুরের বিখ্যাত শিক্ষাকেন্দ্র এম এন এম গ্রুপ অফ এডুকেশনের রজত জয়ন্তী উদযাপন হয়ে গেল বিধান রায়ের জন্ম দিনেই। প্রধান অতিথি হিসাবে ছিলেন পশ্চিম বঙ্গ সরকারের কলেজ পরিদর্শক অমিত কুমার ঘোষ সাহ এম এন এম গ্রুপের শিক্ষক এবং শিক্ষক, সমিতির বিশিষ্ঠরা। আগামীতে এই প্রতিষ্ঠান আরও অনেক বিষয়ে গুরুত্ব দিয়ে শিক্ষার প্রসার ঘটাতে চাইছেন জানলেন সংস্থার প্রধান সামসুল মির্জা হোসেন।এদিন উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীরা নাচ গান কবিতায় ভরিয়ে দিল বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ।এই শিক্ষাঙ্গন থেকে সর্বোচ্চ নাম্বার প্রাপ্ত অর্ঘ্যদীপ বেরাকে বিশেষ সম্মানিত করা হয়।

টার্গেট ২৬ এর বিধানসভা ভোট, ভাঙড়ে বাড়ি বাড়ি ঘুরছেন সওকাত মোল্লা

দুরন্ত বার্তা, ভাঙড়, ২ জুলাই ঃ বাড়ির টাকা পেয়েছেন? তৃণমূলের নেতারা এসে টাকা চায়নি তো! আপনাদের খোঁজ খবর নেওয়ার জন্য নেতারা বাঁড়ি আসে? বিপদ আপদে পাশে থাকে? ভাঙড় বিধানসভা এলাকায় বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলে ঠিক এই প্রশ্ন গুলোর উত্তর খোঁজার চেষ্টা করছেন ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক তথা ভাঙড় বিধানসভার পর্যবেক্ষক সওকাত মোল্লা। জনসংযোগ না ড্যামেজ কন্ট্রোল! উঠছে প্রশ্ন?

ভোট বড় বালাই। আর ২৬ এর বিধানসভা নির্বাচনে ভাঙড়ে যে তৃণমূল কংগ্রেসকে আরও একবার করা টক্করের মুখোমুখি হতে হবে আইএসএফের তা বুঝেছেন সওকাত। আর সেই কারণে নির্বাচনের কয়েকমাস আগে থেকেই জনসংযোগের মাধ্যমে নিজেদের জায়গা মজবুত করার চেষ্টা শুরু করেছেন সওকাত মোল্লা। ইতিমধ্যেই ভাঙড় বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকী জনসংযোগ কর্মসূচি পালন করেছেন বেশ কিছু জায়গায়। এবার জনসংযোগ কর্মসূচি পালন করলেন ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক সওকাত মোল্লা। বিধানসভা ভোটকে সামনে রেখে ভাঙড়ের জাগুলগাছি অঞ্চলে বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে কথা বললেন সওকাত। সরকারি পরিষেবা পাচ্ছেন কি না জিজ্ঞাসা করছেন। হ্যাঁ - না এর উত্তর মিলতেই করে নিচ্ছেন নোট। কখনো বা সরাসরি বিডিও কে ফোন করে সমাধানের কথা বলছেন। তো কখনও সরাসরি দিদিকে বলো নম্বরে ফোন করে সাধারণ মানুষের সমাধানের কথা জানাচ্ছেন। নেতাদের নির্দেশ দিচ্ছেন সমাধানের জন্য। কিন্তু অভিযোগতো বিস্তর। কেউ বলছেন বাড়ি পাইনি, কেউ বলছেন বার্ধক্য ভাতা পাইনি, কারোর আবার কৃষক বন্ধুর টাকা ঢোকে না। কেউ কেউ আবার আবেদনের পর আবেদন করেছেন কিন্তু তাতেও কোন সুরাহা হয়নি। বিধানসভা ভোটের আগে সাধারণ মানুষের আস্থা বিশ্বাস পেতে জনসংযোগ রাজনীতি শুরু ভাঙড়ে! উঠছে প্রশ্ন! নওশাদের জনসংযোগ আসলে ভাঁওতা দাবি তৃণমূলের। তাহলে তৃণমূলের সওকাত মোল্লার জনসংযোগ কি সেই প্রশ্ন ভাঙড় জুড়ে।

পুলিশের অতিসক্রিয়তার বিরুদ্ধে মামলা সুকান্ত মজুমদারের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ জুলাই ঃ পুলিশের অতিসক্রিয়তার বিরুদ্ধে এবং পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী রাজনৈতিক দলের সাংবিধানিক অধিকার কেড়ে নেওয়ার বিরুদ্ধে বুধবার কলকাতা হাইকোর্টে মামলা করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা রাজ্য বিজেপি-র সভাপতি ড. সুকান্ত মজুমদার। বিজেপি-র প্রেস বিবৃতিতে এদিন জানানো হয়েছে, সুকান্ত মজুমদারকে বারবার পুলিশি হেনস্থার সম্মুখীন হতে হয়েছে। এটার বিরুদ্ধে তিনি একটা চিঠি লিখেছিলেন কলকাতা পুলিশের কমিশনারকে কিন্তু কলকাতা পুলিশ কমিশনার দলের রাজ্য সভাপতিকে উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন মনে করেননি। ঘটনার সূত্রপাত গত শনিবার। ওইদিন কসবা আইন কলেজে গণধর্ষণের ঘটনার প্রতিবাদে গড়িয়াহাট মোড়ে বিক্ষোভ কর্মসূচি ছিল বিজেপির। সেই সময় সুকান্ত-সহ আরও অনেককে আটক করে লালবাজারে নিয়ে যাওয়া হয়। রাতভর আটকে ছিলেন তাঁরা। সকালে তাঁদের ছেড়ে দেয় পুলিশ। এরপর বাইরে বেরিয়ে পুলিশের বিরুদ্ধে তোপ দেগেছিলেন সুকান্ত মজুমদার। শুধু এই ঘটনা নয়, একাধিকবার নানাভাবে পুলিশি হেনস্তার মুখোমুখি হতে হয়েছে তাঁকে।

উদ্ধার ব্যবসায়ী

উত্তর ২৪ পরগনা, ২ জুলাই ঃ রিয়েল এস্টেটের ব্যবসায়ীকে অপহরণ করে মুক্তিপণ চাওয়া হয়েছিল। অভিযোগ পাওয়ার দু'ঘণ্টার মধ্যে উদ্ধার করা হল ওই ব্যবসায়ীকে। গ্রেফতার করা হয়েছে ছয় অপহরণকারীকে। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি নিউ ব্যারাকপুর থানা এলাকায়। অপহৃত ওই ব্যবসায়ীর নাম সৌমিত্র রায়।

কামালপুর-মধুসূদনপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড

রেজিঃ নং-৯ (হুগলী) ০৯ / ০৬ / ১৯৭৫

অফিসঃ-কামালপুর পোঃ- কানানদী জেলা- হুগলী।পিন-৭১২৩০২

Ref No. ______ Date ______

বিশেষ সাধারন সভার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা কামালপুর-মধুসূদনপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেডের সমস্ত সদস্য / সদস্যাগনকে জানানো হচ্ছে যে, আগামী ইংরাজী ২৭/০৭/২০২৫ (রবিবার) সকাল ১১টা থেকে বেলা ৩টা পর্যন্ত কামালপুর-মধুসূদনপুর সমবায়ের অফিস প্রাঙ্গনে আলোচ্যসূচী অনুযায়ী (সমিতির পরিচালক মন্ডলীর সদস্য নির্বাচন) বিশেষ সাধারন সভা অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত বিশেষ সাধারন সভায় পরিচালক মন্ডলীর সদস্য নির্বাচনে সমিতির সকল নির্বাচক সদস্যকে উপস্থিত থেকে প ঃ বঃ সমবায় আইন ২০০৬, প ঃ বঃ সমবায় আইন ২০১১ ও ওয়েস্ট বেঙ্গল কো-অপারেটিভইলেকশান কমিশান রেগুলেসান ২০১২ অনুসরন করে পরিচালক মন্ডলীর ১২ (বারো) জন সদস্য (তন্মধ্যে ২ (দুই) টি মহিলাদের এবং ১ (এক) টি আসন তপশিলি জাতি / তপশিলি উপজাতি সম্প্রদায়ের জন্য সংরক্ষিত) নির্বাচন করতে তথা বিশেষ সাধারন সভায় অংশ গ্রহন করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। নির্বাচন সংক্রান্ত নিয়মাবলী ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় সমূহ, অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসারের স্বাক্ষরে এই বিজ্ঞপ্তির অংশ হিসাবে নিম্নে সংযোজিত হল।

আলোচ্যসূচিঃ **পরিচালক মন্ডলীর সদস্য নির্বাচন**

তারিখঃ ৩০/ ০৬/২০২৫

স্থানঃ কামালপুর

সম্পাদক

কামালপুর-মধুসূদনপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড

পরিচালক মন্ডলীর সদস্য নির্বাচন সংক্রান্ত নিয়মাবলী ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় সমূহঃ

১. পরিচালক মন্ডলীর সদস্য সংখ্যা ইত্যাদি সম্পর্কিত তথ্য (উপবিধিতে উল্লিখিত ধারা অনুযায়ী) সমিতির সমস্ত নির্বাচক সদস্য যথোপযুক্ত যোগ্যতা থাকলে সমিতির পরিচালক মন্ডলীর ১২ টি পদের জন্য (তন্মধ্যে ২ (দুই) টি মহিলাদের এবং ১ (এক) টি আসন তপশিলি জাতি / তপশিলি উপজাতি সম্প্রদায়ের জন্য সংরক্ষিত) প্রার্থী হতে পারবেন এবং ভোটদান করতে পারবেন।

২. নির্বাচন সূচী

ক্রম	বিষয়	তারিখ	স্থান	সময়	দায়িত্বপ্রাপ্ত পদাধিকারীর পরিচিতি
১.	মনোনয়ন বিতরণ ও গ্রহণ	১১.০৭.২০২৫ ১২.০৭.২০২৫	সমিতির কার্য্যালয়	সকাল ১১.৩০টা হইতে বেলা ২টা পর্যন্ত	এ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার অথবা আর দ্বারা দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি
২.	মনোনয়নপত্র পরীক্ষা	১৪.০৭.২০২৫	সমিতির কার্য্যালয়	সকাল ১১.৩০টা থেকে পরীক্ষা না হওয়া পর্যন্ত	এ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার
৩.	মননোয়নপত্র পরীক্ষা পরবর্তী বৈধ মনোনয়নের তালিকা প্রকাশ	১৪.০৭.২০২৫	সমিতির কার্য্যালয়	মনোনয়ন পরীক্ষা শেষ হবার অব্যবহিত পর	এ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার
৪.	মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার	মননোয়নপত্র জমা দেবার পর থেকে ইং ১৫.৭.২০২৫ (মঙ্গলবার) বিকাল ৩টা পর্যন্ত	সমিতির কার্য্যালয়	মননোয়নপত্র জমা দেবার পর থেকে ইং ১৫.৭.২০২৫ (মঙ্গলবার) বিকাল ৩টা পর্যন্ত	এ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার
৫.	মনোনয়ন প্রতাাহার পরবর্তী চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ	১৫.০৭.২০২৫	সমিতির কার্য্যালয়	বিকাল ৩.০০টার পর	এ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার
৬.	নির্বাচনের তারিখ, স্থান ও সময়	২৭.০৭.২০২৫	সমিতির কার্য্যালয়	সকাল ১১টা হইতে বেলা ৩টার পর্যন্ত	এ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার এর নেতৃত্বে অন্যান্য আধিকারিক দ্বারা
৭.	ভোট গণনা	২৭.০৭.২০২৫	সমিতির কার্য্যালয়	ভোটগ্রহণ শেষ হবার অব্যহতির পর	এ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার এর নেতৃত্বে অন্যান্য আধিকারিক দ্বারা
৮.	ভোটের ফল প্রকাশ	২৭.০৭.২০২৫	সমিতির কার্য্যালয়	ভোটগ্রহণ শেষ হবার অব্যহতির পর	এ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার এর নেতৃত্বে অন্যান্য আধিকারিক দ্বারা

৩. সমিতির পরিচালক মন্ডলীর সদস্য নির্বাচনে যোগদানে ইচ্ছুক প্রার্থীর বয়স অন্তত ১৯ বছর হতে হবে এবং তার সমিতিতে সদস্যপদের বয়স অন্তত এক বছর হতে হবে। সমিতির কোন ঋণ খেলাপি সদস্য প্রার্থী হতে পারবেন না। এছাড়া তাকে প ঃ বঃ সমবায় আইন ২০০৬ এর ৩২(৭) এবং ১৩৮সি (১০) ও নিয়মাবলী, ২০১১-র নিয়ম ৪২ (সংশোধিনী সহ) এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল কো-অপারেটিভ ইলেকশান কমিশান রেগুলেশান ২০১২ এর বিভিন্ন ধারায় বর্ণিত যোগ্যতাসমূহ থাকতে হবে।

৪. মনোনয়ন গ্রহন, পেশ, প্রত্যাহার কিংবা পরীক্ষার সময় প্রার্থী কিংবা তার অনুমোদিত ইলেকশান এজেন্ট বা প্রস্তাবক সমর্থক (কেবল মাত্র পরীক্ষার ক্ষেত্রে) উপস্থিত থাকতে পারবেন।

৫. ভোটারদের ভোট দানের সময় তার সদস্য পরিচয়জ্ঞাপক প্রমান, জাতীয় নির্বাচন কমিশন নির্ধারিত পরিচিতি সমূহ কিংবা প্রাপ্ত বিজ্ঞপ্তির নিদর্শ সঙ্গে আনতে হবে।

৬. কোন কারনে কোন সদস্য / ভোটার এর কাছে বিজ্ঞপ্তি না পৌঁছালে নির্বাচন কার্যক্রম ব্যাহত হবে না এবং তিনি উপযুক্ত প্রমানপত্র নিয়ে ভোট দিতে পারবেন।

৭. কোন সদস্য / ভোটার/ প্রার্থী যে কোন বিষয় জানতে চাইলে তাকে সমিতি অফিসে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

তারিখঃ ৩০ ।০৬।২০২৫

স্থানঃ কামালপুর

চঞ্চল রায়

সহকারী রিটানিং অফিসার

কামালপুর- মধুসুদনপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

DHAVAL EXPORTS LIMITED

Regd. Office: P-9, Shibtolla Street, 4th floor, Kolkata-700007

e-mail : mrgroup.del@gmail.com

CIN: L51900WB2005PLC101305

NOTICE

This is to inform you that as per **Regulation 29** of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") the Board of Directors of the Company have decided to meet on **Wednesday, the 13th day of August, 2025** at 3 P.M at the Registered Office of the Company to consider and take on record the Unaudited Financial Result for the Quarter ended **30.06.2025**

Further, as per the Company Code of Conduct for Prevention of Insider Trading, The trading window for dealing in the securities of the Company will be closed for all directors/officers/designated employees of the Company on and from 01.07.2025 and would re-open on 48 hours after the declaration of unaudited financial results for the year ended **30.06.2025.**

By Order of the Board
For Dhaval Exports Ltd.
Sd/-Nitesh Jain
(Director)

Place : Kolkata **DIN - 00454763**
Date : 01.07.2025

TONGANI TEA COMPANY LIMITED

CIN : L01132WB1893PLC000742

Registered Office: 15B,Hemanta Basu Sarani,3rd Floor,Kolkata-700001
Phone No.22487685, Fax No.033 22100541.
E-mail:info@tonganitea.com, Website : www.tonganitea.com

PUBLIC NOTICE FOR CONVENING ONE HUNDRED THIRTY SECOND ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING ("VC") OR OTHER AUDIO VISUAL MEANS ("OAVM")

NOTICE is hereby given that **132nd Annual General Meeting** of the members of the Tongani Tea Company Limited for the Financial Year 2024-25 will be held on **Friday, the 1st August, 2025 at 11:30A.M. (IST) through Video Conferencing ("VC")** or Other Audio Visual Means ("OAVM") in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 ('the Act') and other applicable Circulars issued by SEBI and MCA Circulars No.20/2020, 10/2022, 09/2023 and 09/2024 dated May 5, 2020, 28th December, 2022, 25th September, 2023 and 19th September, 2024,respectively.

The VC/OAVM facility for the meeting shall be provided by Central Depositories Securities Limited ("CDSL") to transact the business set out in the Notice convening the AGM. The members can attend and participate in the AGM only through VC/OAVM as no provision has been made to attend the AGM in person. The attendance through VC / OAVM will be counted for the purpose of reckoning the quorum for the AGM.

In Compliance with the relevant circulars, the notice of the AGM and Standalone Audited Financial Statements for the Financial Year 2024-25 along with Board's Report, Auditors' Report and other documents required to be attached thereto will be sent to all the Members of the Company whose email address are registered with the Depository Participant(s)/RTA. The aforesaid documents will also be available on the Company's website at www.tonganitea.com and on the website of the Stock Exchange, i.e. The Calcutta Stock Exchange Ltd. at www.cse-india.comand on the website of Company's Registrar and Transfer Agent, M/s Niche Technologies Pvt. Ltd. and M/s CDSL. No physical copy of Notice & Annual Report will be sent to any member.

Those members who have not registered their e-mail addresses and mobile nos.may please contact and validate/update their details with the DP in case of shares held in demat form and members holding shares in physical form are requested to update the same with the Registrar and Share Transfer Agentor with the Company.

Manner of casting vote(s) through e-voting :

Members will have an opportunity to cast their vote(s) on the business as set out in the notice of the AGM through electronic voting system ("e-voting").

The manner of voting remotely ("remote e-voting") by members holding shares in dematerialized mode, physical mode and for members who have not registered their e-mail address will be provided in the notice of the AGM. The details will also be available on the website of the Company at www.tonganitea.com and on the website ofM/s Niche Technologies Pvt. Ltd. and M/s CDSL (https://www.evotingindia.com/).

The facility for voting through electronic voting system will also be made available at the AGM ("Insta Poll") and members attending the AGM who have not cast their vote(s) by remote e-voting will be able to vote on AGM date through Insta Poll.

The login credentials for casting votes through e-voting shall be made available to the members through email. Members who do not receive email or whose email address are not registered with the Depository Participant(s)/ RTA, may generate login credentials by following instructions given in the notes to notice of AGM.

The same login credentials may also be used for attending the AGM through VC.

Record date for payment of Final Dividend :

The Company has fixed Friday, 25th July,2025 as the Record Date for determining the eligibility of members to receive final dividend for 2024-25, recommended by the Board of Directors of the Company in their meeting held on 13th May, 2025 @ Rs.7.00 per share.

The dividend if approved at AGM will be paid within the stipulated period of 30 days from the date of its approval through electronic mode to those members whose updated bank account details are available. Securities and Exchange Board of India vide their Master Circular No.SEBI/HO/MIRSD/POD-1/P/CIR/2024/37 dated May 07, 2024 has mandated for any payment including dividend, interest or redemption made only through electronic mode with effect from April 1, 2024. To avoid delay in receiving dividend, members are requested to register/update their bank account details.

Manner of registering mandate for receiving Dividend electronically/ Updating Bank details to enable the company to send future dividend to be declared by the company through bank :

With their depository participants(s) with whom they maintain their demat accounts, if shares are held in dematerialized mode by submitting the requisite documents. Details in a form prescribed by your depository participants may also be required to be furnished with the Company/ RTA or by emailing at info@tonganitea.com/nichetechpl@nichetechpl.com or by submitting (i) scanned copy of the signed request letter which shall contain member's name, folio number, bank details(Bank Account Number, Bank & Branch name and address, IFSC, MICR details), (ii) Self-attested copy of the PAN Card and (iii) Cancelled Cheque leaf.

Those members who have already updated their bank details with depository /Company/RTA and getting dividend through bank need not update their details unless there is any change in bank details.

For **TONGANI TEA COMPANY LIMITED**
Sd/-
Arindam Roychowdhury
(Company Secretary)
Membership No.A37602

Place: Kolkata
Date : 2nd July, 2025

আমতা ১ ব্লকে অনুষ্ঠিত হলো স্বাস্থ্য শিবির

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২ জুলাই ঃ হাওড়া জেলার আমতা ১ ব্লকের উদং টু গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত দক্ষিণ দেওড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হলো মহতি স্বাস্থ্য শিবির। নেতাজি সেবা ফাউন্ডেশন এবং সহযোগী হিসেবে দেওরা ওয়েলফেয়ার সোসাইটি গত রবিবার এই শিবির আয়োজন করে। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সাংবাদিক ও লেখক অপূর্ব দাস, ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী ও মৎস্য বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক তথা নেতাজি সেবা ফাউন্ডেশন এর সম্পাদক ড. শান্তনু বেরা, উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রাণিসম্পদ বিভাগের সহ অধিকর্তা ডা. সুকান্ত রায়, সাংবাদিক তাপস পাল, আমতা থানার পক্ষ থেকে ছিলেন বিনোদ শাসমল, স্কুলের প্রধান শিক্ষক গোপাল বাবু, আমতা এবং জয়পুর থানা স্পোর্টস এসোসিয়েশনের তরফ থেকে উপস্থিত ছিলেন অষ্টকুমার ধাবা, যোগা এবং ন্যাচারাপাতি কাউন্সিলর ড. পরিতোষ হাজরা, ছিলেন স্থানীয় প্রতিনিধি তথা সেবা ফাউন্ডেশন এর এক্সিকিউটিভ মেম্বার সালমা বেগম, শেখ আমানুল্লাহ, শেখ বাশির আলী, শেখ মনিরউদ্দিন সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

বিজ্ঞপ্তি

শ্রীমতি কাকলি দলুই মহাশয়া ইংরাজী ২৭ / ১১/ ২০১৮ তারিখে ডি. এস. আর হাওড়া অফিসে I-00383/18 নং পাওয়ার অফ এ্যাটোর্নী রেজিষ্ট্রী করিয়াছেন প্রনতী বিশ্বাস (কোলে) মহাশয়াকে, উনি পাওয়ার বলে অয়ন দে মহাশয়াকে D.S.R- Howrah অফিসে I-00949/19 নং দলিল রেজিষ্ট্রী করিয়াছেন। অয়ন দে মহাশয় A.D.S.R Howonh 1- 5816/25 দলিল মূলে মঞ্জু বিশ্বাস মহাশয়াকে রেজিষ্ট্রী করিয়াছেন এবং তিনি MN/6159/25 নং. নাম খারিজ করার জন্য বালী জগাছা ভূমি দপ্তরে আবেদন করিয়াছেন। মৌজা- চামরাইল,LR-দাগ নং- ৩০৯৪

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given that the certificate for 93 shares bearing Equity Certificate No. 417502 and Distinctive Nos. 256301 To 256320, 983795 To 983813, 6270145 To 6270152, 4723465 To 4723470, 11131064 To 11131086 and 8385105 To 8385121 under the folio No. 403424 of Linde India Ltd. standing in the name(s) of Mr. Balvantrai Bhikubhai Desai have been lost/mislaid and the undersigned have applied to the Company for issue of duplicate certificate for the said shares. Any person(s) who has/have claim(s) on the said shares should write to our Registrar, KFin Technologies Limited, Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial District, Hyderabad – 500 032 within one month from this date else the Company will proceed to issue duplicate share certificate(s).

Ms. Dipti Balwantrai Desai
Mr. Himanshu Balwantrai Desai
And Mrs. Sonali Narendrabhai Desai

Place: Gujarat
Date : 03-07-2025

MIRAE ASSET
Mutual Fund

In order to impart an insight on mutual fund, to educate and create awareness among the investors about the financial market, Mirae Asset Mutual Fund undertakes numerous events and activities at various places across the country and in number of ways such as conducting Investor Awareness Programs (IAPs) / seminars, contents on investor awareness in print media (newspapers, magazines etc.) and programs on Mutual Funds in electronic media (TVs, radios etc.).

In this regard, please see below schedule of upcoming IAP:

Date	Time	Address
July 05, 2025	4:00 P.M.	BABUMASHAI, Aditya Super Bazar Private Limited, 1518, Garia Main Road, South 24 Paraganas, West Bengal - 700 084.

MIRAE ASSET MUTUAL FUND (Investment Manager: Mirae Asset Investment Managers (India) Private Limited. CIN - U65990MH2019PTC324625)
Registered & Corporate Office: 606, 6th Floor, Windsor Building, Off CST Road, Kalina, Santacruz (E), Mumbai - 400098. 1800 2090 777 (Toll free), customercare@miraeasset.com www.miraeassetmf.co.in

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION – e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (Water Supply)/BPS, KMC** invites e-Tender online quotation/percentage two bid system for the following works:

(1) NIT No.: KMC/WS/DSPBPS/25-26/06
Name of Work: **Replacement of HT 380 KW Slip Ring Induction Motor with 500 KW HSC Induction Motor by modifying base at Daspara BPS.** Estimated Cost: ₹ **2,38,099.00**. Earnest Money: ₹ **5,000.00.**

(2) NIT No.: KMC/WS/DSPBPS/25-26/03
Name of Work: **Supply and installation of 300 MM diameter Actuator operated Butterfly Valve, Pressure Gauge and repairing of short piece and laying of drainage line for Pump gland water upto sump at Daspara BPS.** Estimated Cost: ₹ **2,98,544.00**. Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **03 days** (For Sl. No. 1 & 2). Last date and time of submission of Bid: **12.07.2025 – 2 p.m.** (For Sl. No. 1 & 2). Tender will be opened on: **14.07.2025 – 2 p.m.** (For Sl. No. 1 & 2).

(3) NIT No.: KMC/WS/HW/2025-26/13/1st Call
Name of Work: **Supply and installation of LT Circuit Breakers and Cables to feed new Starters of New Pump Motor set at Jodhpur Park Head Works.** Estimated Cost: ₹ **2,96,118.47**. Earnest Money: ₹ **6,000.00.**

(4) NIT No.: KMC/WS/HW/2025-26/12/1st Call
Name of Work: **Supply and installation of LT Circuit Breakers and Cables to feed new Starters of New Pump Motor set at Chandi Ghosh Road Head Works.** Estimated Cost: ₹ **2,70,355.39**. Earnest Money: ₹ **5,500.00.**

(5) NIT No.: KMC/WS/HW/2025-26/11/1st Call
Name of Work: **Supply and installation of LT Circuit Breakers and Cables to feed new Starters of New Pump Motor set at Jadavpur Central Road Head Works.** Estimated Cost: ₹ **2,65,020.57**. Earnest Money: ₹ **5,400.00.**

(6) NIT No.: KMC/WS/HW/2025-26/10/1st Call
Name of Work: **Supply and installation of LT Circuit Breakers and Cables to feed new Starters of New Pump Motor set at 16A, P. A. Shah Road Head Works.** Estimated Cost: ₹ **2,60,848.26**. Earnest Money: ₹ **5,300.00.**

(7) NIT No.: KMC/WS/HW/2025-26/09/1st Call
Name of Work: **Supply and installation of LT Circuit Breakers and Cables to feed new Starters of New Pump Motor set at 150, P. A. Shah Road Head Works.** Estimated Cost: ₹ **2,55,651.81**. Earnest Money: ₹ **5,200.00.**

(8) NIT No.: KMC/WS/HW/2025-26/08/1st Call
Name of Work: **Supply and installation of LT Circuit Breakers and Cables to feed new Starters of New Pump Motor set at Poddarnagar Head Works.** Estimated Cost: ₹ **2,66,089.15**. Earnest Money: ₹ **5,400.00.**

(9) NIT No.: KMC/WS/HW/2025-26/07/1st Call
Name of Work: **Installation of Water Level Indicator at 150, P. A. Shah Road and Jodhpur Park Head Works ESR.** Estimated Cost: ₹ **1,78,875.04**. Earnest Money: ₹ **3,600.00.** Period of Completion: **10 days** (For Sl. No. 3 to 8) and **15 days** (For Sl. No. 9). Last date and time of submission of Bid: **15.07.2025 – 2 p.m.** (For Sl. No. 3 to 9). Tender will be opened on: **17.07.2025 – 2 p.m.** (For Sl. No. 3 to 9). The bid forms and other details are available on and from **04.07.2025 – 2 p.m.** (For Sl. No. 1 to 9). The website **https://etender.wb.nic.in** (For Sl. No. 1 to 9).

The **Executive Engineer, Water Supply/J. Unit (Br.-XI)/KMC** invites e-Tender for the following works:

(1) NIT No.: EE(WS)/BR-XI/NIeT/61/2025-26
Name of Work: **Laying of 150 MM dia DI pipe by replacing existing worn out 150 MM dia C.I pipe from Oiketan Club to Manasha Mudi Shop at Talbagan in Ward No.-114, Br.-XI.** Estimated Amount: ₹ **1,78,476.10**. Earnest Money: ₹ **3,600.00.** Period of Completion: **28 days.**

(2) NIT No.: EE(WS)/BR-XI/NIeT/60/2025-26
Name of Work: **Laying of 150 MM dia DI pipe by replacing existing worn out 150 MM dia C.I pipe from Hariseva Mandir to H.O Dr. Asim Pal at Babu Para in Ward No.-114, Br.-XI.** Estimated Amount: ₹ **1,15,456.41**. Earnest Money: ₹ **2,400.00.** Period of Completion: **30 days.**

(3) NIT No.: EE(WS)/BR-XI/NIeT/59/2025-26
Name of Work: **Replacement of old damage 150 MM dia CI pipe by laying of 150 MM dia DI pipe from Natun Pally Unnayan Club to Dinesh Pally Bridge in Ward No.-114, Br.-XI.** Estimated Amount: ₹ **2,43,018.25**. Earnest Money: ₹ **5,000.00.** Period of Completion: **30 days.**

(4) NIT No.: EE(WS)/BR-XI/NIeT/56/2025-26
Name of Work: **Link connection of newly installed big dia T/W with 100 MM dia DI S/L work at Talpukur More in Ward No.-102, Br.-XII.** Estimated Amount: ₹ **2,86,498.27**. Earnest Money: ₹ **5,800.00.** Period of Completion: **14 days.**

(5) NIT No.: EE(WS)/BR-XI/NIeT/57/2025-26
Name of Work: **Laying of 100 MM dia DI pipe by replacing existing worn out 100 MM dia CI pipe from Bijay Saha to Sambhu Banik at Dinesh Pally in Ward No.-114, Br.-XI.** Estimated Amount: ₹ **2,96,913.48**. Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **30 days.**

(6) NIT No.: EE(WS)/BR-XI/NIeT/58/2025-26
Name of Work: **Laying of 100 MM dia DI pipe by replacing existing worn out 100 MM dia PVC pipe from 117 School Road to Statue of Owl at Itkhola in Ward No.-114, Br.-XI.** Estimated Amount: ₹ **2,97,239.97**. Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **30 days.**

(7) NIT No.: EE(WS)/BR-XI/NIeT/54/2025-26
Name of Work: **Restoration of W/S S/Main disturbed by S&D Drainage at Satyajit Park, Kalitala Park, South Bhagar Congress Nagar Bazar surroundings area in Ward No.-113, Br.-XI.** Estimated Amount: ₹ **4,76,510.83**. Earnest Money: ₹ **9,600.00.** Period of Completion: **60 days.**

(8) NIT No.: EE(WS)/BR-XI/NIeT/53/2025-26
Name of Work: **Laying of 150 & 100 MM dia DI pipe by replacing existing worn out 150 MM dia CI pipe from Sonali Park to Bela Bhander in Ward No.-113, Br.-XI.** Estimated Amount: ₹ **3,68,520.05**. Earnest Money: ₹ **7,400.00.** Period of Completion: **21 days.**

(9) NIT No.: EE(WS)/BR-XI/NIeT/52/2025-26
Name of Work: **Laying of 100 MM dia DI pipe by replacing 100 MM dia CI pipe at 1st Hanuman Temple to Vivekananda Road, Kalitala Park (due to S&D work) in Ward No.-113, Br.-XI.** Estimated Amount: ₹ **2,72,755.20**. Earnest Money: ₹ **5,500.00.** Period of Completion: **21 days.** Last date and time receipt/opening of Tender (Online): **14.07.2025 – 5 p.m./17.07.2025 – 11 a.m.** (For Sl. No. 1 to 9). The bid forms and other details are available the **https://wbtenders.gov.in** (For Sl. No. 1 to 9).

The **Exe. Engr. (Water Supply)/TPS, KMC** invites e-Tender online in two bid system for the following works:

(1) NIT No.: KMC/WS/TPS/24/2025-2026
Name of Work: **Renewing MS structure, Chequered plates and Extension Shaft for the Chamber of 1100 MM Butterfly Valve near Station-2 of TPS.** Estimated Amount: ₹ **1,55,651.26**. Earnest Money: ₹ **3,500.00.** Period of Completion: **15 days.**

(2) NIT No.: KMC/WS/TPS/25/2025-2026
Name of Work: **Renewing of 95 SQMM 4 Core LT Cable from Transformer Room near Station 1 to Station 3 and installation of Busbar Chamber, Main switches including electrical connections at TPS.** Estimated Amount: ₹ **4,69,984.51**. Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion: **20 days.** Last date and time of submission of bid: **14.07.2025 upto 2 p.m.** (For Sl. No. 1 & 2). For detail information please visit website **https://wbtenders.gov.in** (For Sl. No. 1 & 2).

The **Exe. Engr. (Water Supply)/North, KMC** invites e-Tender online in two bid system for the following work:

E-NIT No.: KMC/WS/N/25-26/16/17
Name of Work: **Restoration of filtered water and unfiltered water supply network at different places in Ward No.-16.** Estimated Cost: ₹ **1,90,637.00**. Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Time of Completion: **50 days.** Last date and time of submission of bid: **14.07.2025 upto 2 p.m.** The Tender will be opened on: **16.07.2025 at 2 p.m.** The bid forms and other details will be available on and from **04.07.2025 after 5 p.m.** from the website: **https://wbtenders.gov.in**

CORRIGENDUM

NIT No. KMC/EE_PS/X/97/01/25-26 (1st Call) published in this Newspaper on **20.06.2025** (Key No. 479/25-26) of **Parks & Squares Department** (For Sl. No. 1). Last date and time of submission of Bid will be read as **09.07.2025** instead of 28.06.2025. **(561/25-26)**

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্তবার্তা

৩০ বর্ষ, দৈনিক সংখ্যা, ২১০ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার ১৮ আষাঢ় ১৪৩২

‘‘পোকামাকড় হারিয়ে গেলে, পৃথিবীও থমকে দাঁড়াবে!’’

পৃথিবীর পরিবেশ ব্যবস্থা আজ এক অদৃশ্য সংকটে-আর সেই সংকটের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে একেবারে ক্ষুদ্র, উপেক্ষিত প্রাণীরা-পোকামাকড়। বহু গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে, সারা বিশ্ব জুড়েই দ্রুত হারে কমে যাচ্ছে পোকামাকড়ের সংখ্যা। বিগত কয়েক দশকে এই হ্রাস এতটাই বিপজ্জনক রূপ নিয়েছে যে, বিজ্ঞানীরা একে ' ইনসেক্ট অ্যাপোক্যালিপ্স' বলে চিহ্নিত করেছেন। পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের প্রাকৃতিক ভারসাম্যও এই পরিবর্তনের বাইরে নয়।পোকামাকড় মানেই অনেকের মনে অস্বস্তি, বিরক্তি, এবং অবাঞ্ছিত উপাদান। কিন্তু প্রকৃতি তাদের দিয়েছে এক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব-পরাগায়ন, খাদ্যচক্রের ভারসাম্য রক্ষা, মৃত জৈব বস্তু পুনর্ব্যবহার, এবং মাটি উর্বর রাখার মতো কাজের মাধ্যমে পরিবেশকে সচল রাখে এই ছোট ছোট প্রাণীরা। আজ তাদের অস্তিত্ব হুমকির মুখে, আর সেই হুমকি ভবিষ্যতের জন্য এক অশনিসংকেত।মৌমাছি-পরাগায়নের অন্যতম প্রধান বাহক। বিশ্বে ৭০ শতাংশ খাদ্য ফসল উৎপাদনে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মৌমাছি ও অন্যান্য পতঙ্গের অবদান অস্বীকার করা যায় না। অথচ সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গিয়েছে, বিভিন্ন দেশে মৌমাছির সংখ্যা গত তিন দশকে ৫০-৬০ শতাংশ পর্যন্ত কমে গিয়েছে।পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ ও পাহাড়ি অঞ্চলে মৌচাকের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। ফলস্বরূপ, আম, লিচু, কালোজিরে, সরষে ইত্যাদি ফসলের পরাগায়ন ব্যাহত হচ্ছে। কৃষকরা বুঝতে পারছেন ফলন কমার কারণ, কিন্তু তার গভীরতর প্রেক্ষাপটটি উপলব্ধি করছেন না।আধুনিক কৃষিপদ্ধতি যত উন্নত হয়েছে, পোকামাকড়ের অবস্থা ততই সংকটজনক হয়েছে। অতিমাত্রায় কীটনাশক, হার্বিসাইড ও গ্লাইফোসেট ব্যবহার শুধু টার্গেট ইনসেক্ট নয়, উপকারী পোকামাকড়দেরও হত্যা করছে।ভারতের বহু কৃষক এখনও বেপরোয়া ভাবে নিষিদ্ধ কীটনাশক ব্যবহার করেন। সরকারের নিয়ন্ত্রণ কার্যত অনুপস্থিত। ফলস্বরূপ, প্রজাপতি, মৌমাছি, ঘাসফড়িং, কেঁচো প্রভৃতি প্রয়োজনীয় জীবের সংখ্যা কমছে আশঙ্কাজনক হারে।শুধু খাদ্য শস্য নয়, মাছ চাষেও এই প্রভাব পড়ছে। কীটনাশকের অবশিষ্টাংশ নদী, খাল বা পুকুরে জমে অ্যাকুয়াটিক ইনসেক্টদের জীবনচক্র ধ্বংস করে দিচ্ছে, যা শেষমেশ মাছের প্রজনন ও জলজ জীববৈচিত্র্যকে বিপন্ন করে তুলছে।শহরের ও গ্রামে অবাধ নির্মাণ, বনভূমি ধ্বংস, জমি ভরাট, এবং রাস্তা নির্মাণের ফলে পোকামাকড়দের প্রাকৃতিক আবাস তলানিতে এসে ঠেকেছে। এরা খুবই সংবেদনশীল প্রাণী-বাসস্থানের সামান্য পরিবর্তনেই এদের প্রজনন ব্যাহত হয়।পশ্চিমবঙ্গের মতো ঘনবসতিপূর্ণ রাজ্যে নগরায়নের ধাক্কায় ঝোপঝাড়, জলাভূমি ও জঙ্গলভূমি কমে যাচ্ছে দ্রুত গতিতে। নদীর চর, খোলা মাঠ, গাছের গুঁড়ির ফাটল, পাতার নীচে কিংবা নালার পাড়-এইসব স্থানেই বাস করত কোটি কোটি পোকামাকড়। সেগুলির বিলুপ্তি সঙ্গে সঙ্গে প্রাণচক্রে তৈরি হচ্ছে ফাঁক।জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে পরিবেশে ক্রমাগত তাপমাত্রা বৃদ্ধি, অনিয়মিত বৃষ্টি, খরা, ঘূর্ণিঝড়, এবং ঋতুচক্রের ভাঙনে পতঙ্গ সমাজে মারাত্মক প্রভাব পড়ছে। অনেক প্রজাতির পোকামাকড় তাদের সময়মতো ডিম দিতে পারছে না। কেউ কেউ নতুন পরিবেশে টিকতে না পেরে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে।বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ' ফেনোলোজিক্যাল ডিসরাপশন' (Phenological Disruption) আজ পরিবেশ বিজ্ঞানে একটি গুরুত্বপূর্ণ শব্দ-এটি বোঝায়, পোকামাকড়দের জীবনচক্র আর ফসল বা ফুল ফোটার সময়ের সঙ্গে মেলে না। ফলে পরাগায়ন বিঘ্নিত হয়, খাদ্যচক্র ভেঙে পড়ে।এখানেই মূল প্রশ্ন। কেন পোকামাকড়ের এই ধ্বংস আমাদের উদ্বিগ্ন করবে?১. খাদ্য সুরক্ষায় বিপর্যয় পতঙ্গ কমে গেলে পরাগায়ন কমে যাবে। ফলে খাদ্য ফসলের ফলন কমবে। বিশেষ করে ফল, শাকসবজি, তেলবীজ ইত্যাদি।২. মাটির উর্বরতা হ্রাসঃপোকামাকড় মৃত জৈব পদার্থ ভেঙে মাটিতে পচন ঘটায়। এতে জৈব সার তৈরি হয়। তাদের অবর্তমানে মাটি নিষ্প্রাণ হয়ে পড়ে।. খাদ্যচক্রে ছেদঃপাখি, ব্যাঙ, টিকটিকি, বাদুড়, মাছ, এমনকি কিছু স্তন্যপায়ীও প্রধানত পতঙ্গ খেয়েই বেঁচে থাকে। পতঙ্গ হারালে এদের অস্তিত্বও হুমকির মুখে পড়বে।৪. বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষতিঃবহু ওষুধের উপাদান পোকামাকড় থেকে প্রাপ্ত। এদের হারালে গবেষণার সম্ভাবনাও সংকুচিত হবে।পশ্চিমবঙ্গে কী করা দরকার?কীটনাশক ব্যবহারে কঠোর বিধিনিষেধ ও বাস্তবায়ন।শহরাঞ্চলে ’ইনসেক্ট করিডোর’ তৈরি, খোলা জায়গা সংরক্ষণ।স্কুলস্তরে পোকামাকড় ও পরিবেশ বিষয়ে শিক্ষা অন্তর্ভুক্তিবনভূমি ও জলাভূমির রক্ষণাবেক্ষণ এবং পুনরুদ্ধারপ্রতি পাড়া বা ওয়ার্ডে ' জৈব বাগান' প্রকল্প চালু করে পতঙ্গ-বান্ধব অঞ্চল তৈরিলোকাল গবেষণাকেন্দ্রে পতঙ্গসংরক্ষণ বিষয়ক গবেষণায় সরকারি অনুদানপ্রাণীজগতের সবচেয়ে ক্ষুদ্র হলেও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হল পোকামাকড়। এরা শুধু প্রাণ নয়, প্রাকৃতিক ভারসাম্যও রক্ষা করে। অথচ আমাদের সভ্যতা আজ তাদের অস্তিত্বকে বিপন্ন করে তুলেছে। এখনই না সচেতন হলে, আগামী দিনে শুধু মৌমাছি নয়, হারিয়ে যাবে ফল, সবজি, বন-আর আমাদের জীবনও।

বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপের প্রভাবে ভারী বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস, ওড়িশা কমলা সতর্কতা জারি

ভুবনেশ্বরের বঙ্গোপসাগর এবং সংলগ্ন অঞ্চলে গভীর নিম্নচাপের কারণে ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি) ওড়িশার বেশ কয়েকটি জেলায় কমলা সতর্কতা জারি করেছে । এর কারণে আগামী ৭২ ঘন্টায় বজ্রপাত সহ ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে।আইএমডি অনুসারে, রাজ্যের বেশ কয়েকটি অংশে ব্যাপক বৃষ্টিপাত, বজ্রপাতের আশঙ্কা রয়েছে। সু ন্দররগড়, ময়ূরভঞ্জ এবং কেওনঝার জেলাগুলিতে কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে। ঘন্টায় ৩০ থেকে ৪০ কিমি বেগে ঝোড়ো হওয়া বইতে পারে।স্থানীয় বাসিন্দাদের বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে আগাম সতর্ক করা হয়েছে। এতে ব্যাহত হতে পারে পরিবহন ও স্বাভাবিক কার্যক্রম।এর পাশাপাশি, ঢেঙ্কানাল, আঙ্গুল, দেওগড়, সম্বলপুর, ঝাড়সুগুড়া এবং বরগড়ে হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। জনসাধারণকে সতর্ক থাকতে এবং প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।আইএমডি গোটা বিষয়টিকে পর্যবেক্ষণ করে চলেছে। ইতিমধ্যে জেলেদেরও সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। সরকার দুর্যোগ মোকাবিলার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিচ্ছে।

লেজার আলো ব্যবহারে ডিজিসিএ-এর সতর্কতার মান্যতা নিয়ে প্রশ্ন

কলকাতার,বড় দুর্ঘটনা ঘটলেই এটা করতে হবে, ওটা বাধ্যতামূলক- এ রকম সতর্কতামূলক নানা রব ওঠে। সম্প্রতি যেমন উঠেছে আহমেদাবাদে বিমান দুর্ঘটনার পর। কলকাতার অন্তত ছ’টি পুরসভাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে লেজার রশ্মি ব্যবহারের সম্ভাব্য বিপদ নিয়ে জনসচেতনতা বাড়াতে। কিন্তু ব্যাস, ওই পর্যন্তই। এ ব্যাপারে কার্যকরী সেরকম ইতিবাচক পদক্ষেপ করার কথা জানা যায়নি।বিমানবন্দরের নিরাপত্তা দেখাশোনার মূল দায়িত্ব অসামরিক বিমান চলাচল মন্ত্রকের অধীন ডিরেক্টোরেট জেনারেল অফ

অনুকূলচন্দ্র ঠাকুরের অমৃত বাণী

যার কাছ থেকে সকল ধরনের সহযোগীতা পেয়ে, পালন পোষণ পেয়ে আজ আমি পূর্ণ, তার শরীর হতে আমার শরীর আর এই মহান মানুষটিকেই আমরা পিতা বলি অশিক্ষিতকে শিক্ষা দেওয়া বরং অনেক সোজা হয়,কুশিক্ষিতদের শিক্ষক হওয়া সেটাই কঠিন কাজ সোজা নয়। যদি সাধনায় উন্নতি লাভ করতে চাও, তবে কপটতা ত্যাগ কর। কপট হয়োনা, নিজে ঠকও হয়োনা, আর অপরকেও ঠকিও না সরল ব্যাক্তি উদ্ধদৃষ্টি সম্পন্ন চাতকের মত। কপটী নিম্নদৃষ্টি সম্পন্ন শকুনের মত। ছোট হও, কিন্তু লক্ষ্য উচ্চ হোক বড় এবং উচ্চ হয়ে নিম্নদৃষ্টিসম্পন্ন শকুনের মত হওয়ায় লাভ কি?

‘অপারজিতা’ নিয়ে দিল্লির নিঃশব্দতাঃনারী ক্ষমতায়নের আড়ালে রাজনৈতিক হিসেব?

রাজ্য বিধানসভায় পাশ হওয়া 'অপরাজিতা বিল' নিয়ে এখন রাজ্য জুড়ে প্রবল আলোচনা, বিতর্ক, এবং রাজনৈতিক তরজা তুঙ্গে। তবে আশ্চর্যের বিষয়, এই বিতর্কের কেন্দ্রে থাকা একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক নিয়ে দিল্লি-অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকার ও বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব- সম্পূর্ণভাবে নিশ্চুপ। প্রশ্ন উঠছে, কেন? রাজনীতির এই নিঃশব্দতা কি শুধুই কৌশলগত, না কি এর পেছনে রয়েছে আরও গভীর হিসেব?' বিল' আসলে কী? মূলত, রাজ্য সরকার এক নতুন আইন প্রণয়নের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, সব সরকারি, আধা-সরকারি এবং রাজ্য সরকারের অধীনস্থ প্রতিষ্ঠানগুলিতে কর্মরত নির্দিষ্ট শ্রেণির মহিলাদের জন্য কিছু সংরক্ষণ ও সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে। যেমন-পুলিশে মহিলাদের জন্য ৩৩ সংরক্ষণ, কর্মক্ষেত্রে সুরক্ষা ও হয়রানিমুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করা, এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিধান। তৃণমূল সরকার একে নারীর ক্ষমতায়ন বলেই দাবি করছে। এই বিল পাশ হতেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি করেছেন, ' নারীর জন্য এই রাজ্য এক দৃষ্টান্ত গড়ল।''এত দূর সব ঠিকই ছিল। কিন্তু এই বিল পাশ হতেই রাজ্য রাজনীতিতে বিতর্কের ঝড় ওঠে। বিরোধীরা অভিযোগ করে, ' আসলে একটি ' স্টান্ট'। বিরোধীদের মতে, রাজ্যের বাস্তব পরিস্থিতিতে নারীর নিরাপত্তা বা কর্মসংস্থানের বিষয়টি কতটা গুরুত্ব পায়, তা মানুষ জানেন। এই বিল শুধুই কাগজে কলমে নারীবান্ধব শোনালেও, বাস্তবে এই সরকারই নারী নির্যাতনের ঘটনাগুলিকে চাপা দেয়।এই সমস্ত তর্কবিতর্কের মধ্যেও দিল্লির অদ্ভুত নীরবতা সকলকে চমকে দিয়েছে। বিজেপির রাজ্য শাখা বিল নিয়ে কিছুটা বিরোধিতা করলেও, দিল্লির নেতৃত্ব-বিশেষ করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, মহিলা ও শিশুকল্যাণ মন্ত্রী, এমনকি প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত এ বিষয়ে একটি বাক্যও খরচ করেননি।প্রশ্ন হল, কেন? এই নিরুত্তরতার পেছনে কী রাজনীতি?বিশ্লেষকরা বলছেন, প্রথমত, নারী সংরক্ষণ ও ক্ষমতায়নের প্রশ্নে তৃণমূল ' অপরাজিতা বিলের মাধ্যমে একধরনের মনস্তাত্ত্বিক ছাপ তৈরি করতে চেয়েছে। এই রাজ্যে তৃণমূল বরাবরই নারী ভোটব্যাঙ্কে এগিয়ে। মহিলাদের জন্য লক্ষ্মীর ভান্ডার, কন্যাশ্রী, রূপশ্রী ইত্যাদি প্রকল্প ইতিমধ্যেই এক শক্তিশালী জনসমর্থন গড়ে তুলেছে। এবার 'অপরাজিতা আইন এনে সরকার দেখাতে চায় যে, তারা শুধু আর্থিক প্রকল্প নয়, প্রশাসনিক ও নীতিগত স্তরেও নারীর সুরক্ষার পক্ষে।এই পরিস্থিতিতে বিজেপি দিল্লি থেকে সরাসরি বিরোধিতা করলে একধরনের ' নারী বিরোধী অবস্থান বলে প্রমাণিত হওয়ার আশঙ্কা থেকে যায়। আর এই ইমেজ রাজনৈতিক ভাবে মারাত্মক ক্ষতিকর হতে পারে, বিশেষ করে লোকসভা নির্বাচনের আগে।দ্বিতীয়ত, বিজেপি নিজেও কেন্দ্রীয় স্তরে নারী সংরক্ষণ বিল নিয়ে বারবার প্রতিশ্রুতি দিলেও, বাস্তব রূপদান এখনও ঝুলে। ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বরে সংসদে ' নারী সংরক্ষণ বিল' পাশ হলেও তা বাস্তবায়িত হতে আগামী লোকসভা নির্বাচনের পরেই হবে, কারণ ততদিনে জনগণনা ও নতুন আসন বিন্যাস সম্পন্ন হবে। ফলে বিজেপির হাতে এখনও পর্যন্ত কার্যকর কোনও বাস্তব পদক্ষেপ নেই যা দিয়ে তারা তৃণমূলের ' অপরাজিতা পাল্টা দিতে পারে।তৃতীয়ত, রাজ্য রাজনীতিতে বিজেপি এখনও একটি দ্বিধাবিভক্ত, নেতৃত্বহীন এবং বিভাজিত চেহারায় উপস্থিত। কেন্দ্রেরদ্রর তরফ থেকে রাজ্য বিজেপিকে সুসংহত করার কোনও উদ্যোগ চোখে পড়ছে না। এই পরিস্থিতিতে ' মতো সংবেদনশীল বিষয়ে মুখ খুললে দিল্লির অবস্থান রাজ্য বিজেপির অভ্যন্তরীণ কোন্দলকে আরও প্রকাশ্যে আনতে পারে। ফলে একটি সংগঠিত বক্তব্য সামনে আসবে না, যা কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব চায় না।তবে আরেকটি দিকও সামনে আসছে। অনেকে বলছেন, বিজেপি এই মুহূর্তে ' নিয়ন্ত্রিত চুপ' করে রয়েছে। অর্থা, আপাতত চুপ থেকে গোটা বিষয়টি কোন দিকে গড়ায়, তা দেখছে। পরবর্তী পর্যায়ে, হয়তো এই বিলের কোনও ধারা বা ব্যবহারিক সমস্যাকে সামনে এনে তৃণমূলের বিরুদ্ধে আক্রমণ শুরু করা হবে। এমনও হতে পারে, কেন্দ্র বা রাজ্যপাল পর্যায় থেকে বিলটিকে ফিরিয়ে দেওয়া বা সংশোধনের সুপারিশ করা হবে। এই ধরনের সাংবিধানিক পদক্ষেপের প্রস্তুতিও নিচ্ছে দিল্লি।এদিকে তৃণমূল নেতৃত্বও খুব ভালভাবেই জানে যে ' তাদের রাজনৈতিক অস্ত্র। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে নারী হওয়ার কারণে এই ইস্যুটি তিনি ব্যক্তিগত বলেই দেখান। তাঁর প্রশাসনের বিরুদ্ধে যতই দুর্নীতির অভিযোগ উঠুক না কেন, নারীর ইস্যুতে তিনি বারবার নিজেকে সামনে রেখে 'মা মাটি মানুষ' ব্র্যান্ডে নতুন মাত্রা যোগ করেন।তবে শুধু রাজনীতি নয়, এই বিলের কিছু বাস্তব দিক নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। সংরক্ষণের বিষয়টি কার্যকর করা কি এত সহজ? কর্মক্ষেত্রে হয়রানির বিরুদ্ধে দ্রুত পদক্ষেপের যে দাবি করা হয়েছে, তার জন্য আদৌ কি সুনির্দিষ্ট আইনি পরিকাঠামো তৈরি হয়েছে? কতটা প্রশাসনিক স্বচ্ছতা বজায় থাকবে? শুধুমাত্র আইনের কাগজে মহিলাদের অধিকার থাকবে, না কি তার বাস্তব প্রয়োগ দেখা যাবে? এই সব প্রশ্নের উত্তর সময় দেবে।দিল্লির এই নীরবতা আপাতত কৌশলগত হলেও, এর ভবিষ্য দিকচিহ্ন নির্ভর করছে রাজ্য রাজনীতির গতিপথের উপরে। ‘অপরাজিতা বিল যদি জনমত পায়, তাহলে কেন্দ্রীয়. সরকার চাপে পড়বে এবং হয়তো তারাও নারী সংরক্ষণ বা কর্মক্ষেত্রে সুরক্ষা নিয়ে আরও বড় মাপের কিছু ঘোষণা করতে বাধ্য হবে। আবার, যদি তৃণমূল প্রশাসন এই বিল বাস্তবায়নে ব্যর্থ হয়, তখন দিল্লির বিজেপি সেই ব্যর্থতাকে হাতিয়ার করে প্রচারে ঝাঁপাবে।

‘‘শুল্ক কমলেই কি সমতা আসবে? ভারত-আমেরিকা বাণিজ্য চুক্তির ভিতরে কী আছে ’’

সম্প্রতি প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের এক বিবৃতিতে ফের আলোচনার কেন্দ্রে উঠে এসেছে ভারত-আমেরিকা সম্ভাব্য বাণিজ্যচুক্তি। তাঁর মতে, দুই দেশের মধ্যে একটি চূড়ান্ত বাণিজ্য চুক্তি খুব শীঘ্রই সম্পন্ন হতে চলেছে, এবং এই চুক্তির মাধ্যমে উভয় দেশই লাভবান হবে, কারণ কম শুল্কের মাধ্যমে পণ্যের আদান-প্রদান সহজ হবে। ট্রাম্পের এই আশাবাদী বার্তা যেমন ভারতের অর্থনৈতিক মহলে কৌতূহলের সৃষ্টি করেছে, তেমনি উঠছে প্রশ্নও-এই চুক্তি কতটা ভারসাম্যপূর্ণ? আদৌ কি এটি ' পরিস্থিতি তৈরি করবে, নাকি একতরফা সুবিধার ফাঁদে পড়বে ভারত?ভারত-আমেরিকা সম্পর্ক কৌশলগত, সামরিক এবং প্রযুক্তিগত ক্ষেত্রের পাশাপাশি এখন আর্থিক দিক দিয়েও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। ২০২৪ সালে আমেরিকা ভারতের সবচেয়ে ব। রফতানি গন্তব্য হয়ে ওঠে। দুই দেশের মধ্যে বার্ষিক বাণিজ্য ছুঁয়েছে প্রায় ২০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। কিন্তু এই সম্পর্ক কখনোই পুরোপুরি মসৃণ ছিল না।ট্রাম্প প্রশাসনের সময়ই ভারত থেকে আমদানিকৃত বেশ কিছু পণ্যের উপর শুল্ক আরোপ করা হয়, বিশেষ করে ইস্পাত, অ্যালুমিনিয়াম, ওষুধ এবং কিছু কৃষিপণ্য। পাল্টা প্রতিক্রিয়ায় ভারতও আমেরিকান পণ্যের উপর শুল্ক বসায়। ট্রাম্প প্রশাসন ভারতের জন্য GSP (Generalized System of Preferences) সুবিধাও বাতিল করে দেয়, যার ফলে ভারতের হাজার হাজার পণ্য আমেরিকান বাজারে সুবিধা হারায়।এই পরিস্থিতির কিছুটা সংশোধন হয় বাইডেন প্রশাসনের আমলে, তবে কোনও পূর্ণাঙ্গ চুক্তি হয়নি। তাই ট্রাম্পের ফের ফিরে এসে এই চুক্তি সম্পন্ন করার প্রতিশ্রুতি একটি গুরুত্বপূর্ণ মোড়। প্রশ্ন হল, এই চুক্তি ভারতের স্বার্থ রক্ষা করতে পারবে তো?ট্রাম্প যেটি বলছেন-কম শুল্কে বাণিজ্যের পথ খুলবে-তা আপাতদৃষ্টিতে ভালো মনে হলেও, এর মধ্যে রয়েছে সূক্ষ্ম ঝুঁকি। ভারতের বহু দেশীয় শিল্প-বিশেষ করে কৃষি, বস্ত্র, ঔষধ, গাড়ি যন্ত্রাংশ ও চামড়া শিল্প-যদি আমেরিকান পণ্যের সঙ্গে সরাসরি প্রতিযোগিতায় পড়ে, তাহলে টিকতে পারবে না। কারণ, যুক্তরাষ্ট্রের উপাদনশীলতা এবং ভর্তুকি-ভিত্তিক নীতির জন্য তাদের পণ্যের দাম তুলনামূলকভাবে কম।ভারতের বহু ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প এখনও ' ওপর নির্ভর করে। যদি শুল্ক হ্রাস হয়, তবে এই শিল্পগুলির বাজার দখল করতে পারে বহুজাতিক সংস্থাগুলি। ফলে কর্মসংস্থান এবং দেশীয় উপাদনের উপর পড়তে পারে নেতিবাচক প্রভাব।আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল প্রযুক্তি ও ওষুধ শিল্প। মার্কিন প্রশাসন দীর্ঘদিন ধরেই চাইছে, ভারত যেন তাদের বায়োটেক, জেনেটিক গবেষণা, এবং ওষুধের মেধাস্বত্ব (IPRIP law) আরও কঠোরভাবে মান্যতা দেয়। ফলে ভারতীয় জেনেরিক ওষুধ প্রস্তুতকারক সংস্থাগুলির দামি ওষুধ তৈরি ও রপ্তানির সুযোগ সংকুচিত হয়ে যাবে।চুক্তির আওতায় যদি ভারতকে ' সংরক্ষণের কঠোর নিয়ম' মানতে হয়, তাহলে দেশজ উৎপাদন খরচ বেড়ে যাবে। যার প্রভাব পড়বে স্বাস্থ্যের উপর, বিশেষ করে সাধারণ মানুষের চিকিৎসা ব্যয় বাড়বে।ভারত দীর্ঘদিন ধরে চায়, আমেরিকা যেন ভারতীয় কৃষিপণ্যের উপর আরোপিত বাধাগুলি তুলে

‘আমেরিকান বন্ধু’ না পরাধীনতা? ভারতীয় পররাষ্ট্রনীতির নতুন বিপথগামিতা

বহু দশক ধরে ভারত একটি অদ্বিতীয় কূটনৈতিক ভারসাম্য রক্ষা করে এসেছে-একদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিমা দেশগুলির সঙ্গে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা, অপরদিকে রাশিয়া, ইরান, চিনের মতো শক্তিগুলির সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রেখে একটি ‘স্ট্র্যাটেজিক অটোনমি’-র উদাহরণ তৈরি করেছিল। তবে সাম্প্রতিক ঘটনাবলি এবং আন্তর্জাতিক মঞ্চে ভারতের অবস্থান বিশ্লেষণ করলে স্পষ্ট হচ্ছে-এই ঐতিহ্যবাহী ভারসাম্য আজ ভেঙে পড়ছে। বর্তমানে ভারতের পররাষ্ট্রনীতি যেন একপেশে আমেরিকা-ঘেঁষা হয়ে উঠছে। এই বেপথু দৌড় কেবল দেশের নিরাপত্তা ও অর্থনীতিকেই নয়, স্বাধীন কূটনৈতিক অবস্থানকেও প্রশ্নচিহ্নের মুখে ফেলছে।ভারতের পররাষ্ট্রনীতি দীর্ঘদিন ছিল ' নন-অ্যালাইনমেন্ট আদর্শে গড়া। ঠান্ডা যুদ্ধের সময় থেকে শুরু করে ২০০০ সালের পরবর্তী দিকেও, ভারত চেষ্টায় থেকেছে একাধিক শক্তির সঙ্গে বন্ধুত্ব বজায় রাখতে-কিন্তু কোনও একটির সঙ্গেই পুরোপুরি জড়িয়ে না পড়ে। কিন্তু এখন ভারতের কূটনৈতিক কার্যকলাপের পরতে পরতে একটি স্পষ্ট পক্ষপাত লক্ষ করা যাচ্ছে-এবং সেটি হল মার্কিন ঘনিষ্ঠতা।সম্প্রতি অনুষ্ঠিত কোয়াড (QUAD), আই২ইউ২ (I2U2), বা ভারত-আমেরিকা প্রতিরক্ষা ও প্রযুক্তি চুক্তিগুলিতে ভারতের সক্রিয় অংশগ্রহণ, এবং একাধিক সামরিক ও সাইবার নিরাপত্তা সহযোগিতা চুক্তি ভারতের এই ঝোঁকের প্রমাণ। এতটাই ঘনিষ্ঠতা তৈরি হয়েছে যে, ভারত এখন আমেরিকার বেশ কিছু স্ট্র্যাটেজিক লক্ষ্যে কার্যত ' হয়ে উঠেছে।উল্লেখযোগ্য যে, রাশিয়ার সঙ্গে ভারতের ঐতিহাসিক প্রতিরক্ষা ও কূটনৈতিক সম্পর্ক বর্তমানে চাপের মুখে। ইউক্রেন যুদ্ধের সময় ভারত নিরপেক্ষ অবস্থান নিলেও, পশ্চিমা দুনিয়া যেভাবে রাশিয়ার বিরুদ্ধে অবরোধ চাপিয়ে দিয়েছে, তাতে ভারতকে কার্যত চাপের মুখে পড়তে হয়েছে। রাশিয়া এখন চীন ও ইরানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হচ্ছে, ফলে মস্কোর কাছে ভারতের কৌশলগত গুরুত্ব ক্রমেই কমছে।এই প্রেক্ষাপটে, যদি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক ভবিষ্যতে কোনও কারণে সংকটের মুখে পড়ে, তাহলে বিকল্প শক্তি হিসেবে রাশিয়া বা ইরানের উপর ভরসা করার জায়গাটিও ক্ষীণ হয়ে যাবে। অর্থাৎ, ভারতের কৌশলগত স্বাধীনতা একটি সংকীর্ণ পথে ধাবিত হচ্ছে।চিন-ভারত সম্পর্ক গত কয়েক বছরে ব্যাপক অবনমনের পথে গেছে, বিশেষ করে গালওয়ান সংঘর্ষের পর। সীমান্তে উত্তেজনা এবং চিনের আগ্রাসী নীতি রুখতেই ভারত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ঘনিষ্ঠ হয়েছে-এটা একদিকে যৌক্তিক মনে হলেও, অন্যদিকে চিনের মোকাবিলার সম্পূর্ণ দায় আমেরিকার কাঁধে ফেলে দেওয়াও একটি দুর্বলতা। কারণ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিজস্ব ভূরাজনৈতিক উদ্দেশ্য রয়েছে এবং তারা প্রয়োজনে নিজের স্বার্থেই ইউ-টার্ন নিতে পারে। আফগানিস্তান, ইরাক, সিরিয়ার ইতিহাসই তার প্রমাণ।চিনের মোকাবিলায় ভারত যদি একমাত্র আমেরিকার উপর নির্ভর করতে থাকে, তাহলে কৌশলগত ভাবে দেশটি আত্মনির্ভরতা হারাবে। নিজের প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গেও সম্পর্কের উন্নয়ন জরুরি, কিন্তু বর্তমান পররাষ্ট্রনীতিতে সেই উদ্যোগও দুর্বল হয়ে পড়েছে।আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক-ভারতের অভ্যন্তরীণ নীতিতে পশ্চিমা দেশের হস্তক্ষেপের বিষয়টি। মার্কিন প্রশাসন, ইউরোপিয়ান পার্লামেন্ট বা আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা অনেক সময়েই ভারতের ধর্মীয় সংখ্যালঘু, সংবাদমাধ্যম, নাগরিক স্বাধীনতা নিয়ে প্রশ্ন তোলে। তাতে কেন্দ্রের শাসক দল প্রতিবাদ জানালেও, একইসঙ্গে তারা মার্কিন পৃষ্ঠপোষকতা পাওয়ার জন্য নানা আন্তর্জাতিক প্ল্যাটফর্মে সমর্থন খোঁজে।এই দ্বৈত অবস্থান ভারতকে একটি আত্মবিশ্বাসহীন রাষ্ট্র হিসেবে তুলে ধরে। গণতান্ত্রিক মান্যতা যদি অন্য দেশের প্রশংসার উপর নির্ভর করে, তবে তা কার্যত আত্মমর্যাদাহীনতার প্রতিচ্ছবি। অর্থনৈতিক সম্পর্কের দিক থেকেও ভারতের অবস্থান ক্রমে আমেরিকা-নির্ভর হয়ে উঠছে। বিশেষ করে প্রযুক্তি, প্রতিরক্ষা, কৃষি, ফার্মাসিউটিক্যাল-এই ক্ষেত্রে মার্কিন সংস্থাগুলি ভারতে প্রবেশ করছে ' ট্রেড এগ্রিমেন্ট '-এর নামে, যেখানে ভারতীয় শিল্পের স্বার্থ কতটা রক্ষিত হচ্ছে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।ভারতীয় বাজার ধীরে ধীরে বহুজাতিক সংস্থার জন্য উন্মুক্ত হচ্ছে, কিন্তু একই সঙ্গে ছোট ও মাঝারি ভারতীয় ব্যবসার জন্য তৈরি হচ্ছে প্রবল প্রতিযোগিতা ও চাপে পড়ার সম্ভাবনা। এছাড়াও, আমেরিকার চাহিদামাফিক নির্দিষ্ট প্রযুক্তি বা তথ্য ব্যবস্থাপনায় সায় দেওয়ার মানে ভারতীয় নাগরিকের গোপনীয়তা ও সার্বভৌমত্বের প্রশ্নেও সংকট তৈরি হওয়া।সম্প্রতি ভারত, ইজরায়েল, আমেরিকা এবং সংযুক্ত আরব আমিরশাহির মিলিত উদ্যোগে ' (I2U2) জোট তৈরি হয়েছে। এর লক্ষ্য প্রযুক্তি, বাণিজ্য, খাদ্য নিরাপত্তা ও অবকাঠামো উন্নয়ন। তবে এই জোট কার্যত ইরান ও চিন-বিরোধী ব্লক বলেই আন্তর্জাতিক মহলে চিহ্নিত হচ্ছে। ফলে ভারত আবার একটি পক্ষবিশেষের সঙ্গে বেশি জড়িয়ে পড়ছে।ইরান ভারতের শক্তিশালী জ্বালানি সরবরাহকারী এবং চাবাহার বন্দর প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ সঙ্গী। কিন্তু আমেরিকার নিষেধাজ্ঞা ও প্রতিরোধ নীতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে গিয়ে ভারত তার বহু কৌশলগত সুযোগ হারাচ্ছে। এই পররাষ্ট্রনীতি যতটা বন্ধুত্বের, তার থেকেও বেশি আত্মঘাতী।প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু থেকে শুরু করে মনমোহন সিংয়ের সময় পর্যন্ত ভারতের পররাষ্ট্রনীতি কিছু মৌলিক নীতির উপর নির্ভর করত-নিরপেক্ষতা, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, জাতিসংঘের ভূমিকা, এবং সার্বভৌমত্বের প্রতি শ্রদ্ধা। কিন্তু বর্তমানে সেই নীতির পরিবর্তে প্রাধান্য পাচ্ছে সামরিক জোট, অর্থনৈতিক নির্ভরতায় ঝুঁকিপূর্ণ চুক্তি, এবং বিশ্বশক্তির ছত্রছায়ায় নিজেদের অবস্থান নির্ধারণ করা।

‘রাজনীতির ঊর্ধ্বে পরিবেশ? পশ্চিমবঙ্গে এখন শুধু স্লোগান!’

যে সময়ে সারা বিশ্ব জুড়ে পরিবেশ রক্ষার লড়াই তীব্র হচ্ছে, তখন পশ্চিমবঙ্গ যেন সেই লড়াই থেকে অনেকটাই বিচ্যুত। পরিবেশ আন্দোলনকে রাজনৈতিক ছাঁচে ঢালার প্রবণতা বাড়ছে। প্রশাসনের ভূমিকা বিতর্কিত। এমন পরিস্থিতিতে রাজ্যবাসীর মনে একটাই প্রশ্ন-আদৌ কি আমরা একটি নিরপেক্ষ, পরিবেশ-বান্ধব প্রশাসনের পথে এগোচ্ছি? উত্তর স্পষ্ট নয়, বরং উদ্বেগজনক।আজ পশ্চিমবঙ্গে পরিবেশ সংক্রান্ত কোনও প্রকল্প, আন্দোলন বা প্রতিবাদ মানেই তাতে জ।য়িয়ে যাচ্ছে রাজনীতি। একদল প্রকৃতি রক্ষার নামে শাসকদলকে আক্রমণ করছে, আবার শাসক পক্ষ পরিবেশপ্রেমীদের ’বাধাদানকারী’ বলে চিহ্নিত করছে। এই দ্বন্দ্বে হারিয়ে যাচ্ছে মূল বিষয়-প্রকৃতি, এবং তাকে রক্ষার জরুরি তাগিদ।উদাহরণস্বরূপ, পূর্ব মেদিনীপুরে দীঘা উপকূলবর্তী অঞ্চলে অবাধ নির্মাণকাজ, সু ন্দরবনের ভেতরে ' উন্নয়নের নামে জঙ্গল কেটে রাস্তা তৈরি, কিংবা দক্ষিণ কলকাতার ' গার্ডেন' অঞ্চলে ভরাট জমিতে আবাসন প্রকল্প-সব কিছুর মধ্যেই স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে, প্রশাসন উন্নয়নের কথা বলে প্রকৃতির কথা ভুলে যাচ্ছে। এই উন্নয়ন কোথাও রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতায়, কোথাও আমলাদের প্রশ্রয়ে।পরিবেশ রক্ষার বিষয়টি স্বভাবতই রাজনীতির ঊর্ধ্বে থাকার কথা। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের বাস্তবতা বলছে, যে কোনও পরিবেশ-সম্পর্কিত পদক্ষেপেই দলীয় রঙ লেগে যাচ্ছে। কোনও রাজনৈতিক দল যখন বিরোধী অবস্থানে থাকে, তখন সে পরিবেশ রক্ষার সপক্ষে অবস্থান নেয়। কিন্তু ক্ষমতায় এলেই সেই দলই উন্নয়নের নামে প্রকৃতিবিনাশক পদক্ষেপে নেমে পড়ে।যেমন ধরা যাক, কলকাতার ’ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রো প্রকল্প’-এর কথা। প্রকল্পটি শুরু হয়েছিল পরিবেশ সম্মত পরিকল্পনার কথা বলে। কিন্তু গাছ কাটা, গঙ্গার নীচ দিয়ে নির্মাণ, এবং ভবন ধসের ঘটনা দেখিয়ে দিয়েছে যে প্রকল্প বাস্তবায়নে পরিবেশ সুরক্ষা কতটা উপেক্ষিত হয়েছে। যখন নাগরিক সমাজ প্রতিবাদ জানায়, তখন তাঁদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলা হয়।এই প্রেক্ষাপটে প্রশ্ন উঠে যায়-কেন রাজ্যে এমন এক প্রশাসনিক কাঠামো নেই, যা পরিবেশ রক্ষাকে দলীয় এজেন্ডা থেকে মুক্ত করতে পারে?রাজ্যে যারা পরিবেশ রক্ষার প্রশ্নে প্রতিবাদ করছেন-তাঁরা ক্রমাগত প্রশাসনিক চাপে পড়ছেন। বন্ধ, ধরনা, প্রতিবাদ কর্মসূচিতে পুলিশি বাধা, মামলা-মোকদ্দমা, এমনকি হুমকি-সবই চলছে। একদিকে সরকার পরিবেশ সংরক্ষণের স্লোগান তোলে, অন্যদিকে বাস্তবে প্রতিবাদীদের দমন করা হয়।সম্প্রতি উত্তরবঙ্গে নদী খননের নামে নির্বিচারে বালি তোলার বিরুদ্ধে যাঁরা প্রতিবাদ করেছিলেন, তাঁদের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে। আবার কলকাতার একাধিক পরিবেশ আন্দোলনকারীকে ’অ্যান্টি-ডেভেলপমেন্ট’ তকমা দিয়ে প্রশাসন তাদের কাজে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। প্রশাসনের ভূমিকা যেন একে একে পরিবেশবান্ধব নয়, বরং শিল্প ও রিয়েল এস্টেট লবির সুবিধাজনক দিকেই ঝুঁকে যাচ্ছে।রাজ্যে বহু পরিবেশ সংক্রান্ত আইন ও বিধি আছে-যেমন ' বেঙ্গল ট্রি প্রিজারভেশন অ্যাক্ট', ' ব্যালান্স অ্যাক্ট', ' জমি সংরক্ষণ আইন', নদী ও খাল সংক্রান্ত নির্দেশিকা ইত্যাদি। কিন্তু এই আইনগুলো কাগজে কলমে থেকেই যাচ্ছে। বাস্তবায়ন প্রায় নেই বললেই চলে।যেখানে একটি রাস্তার উন্নয়নের জন্য হাজার হাজার গাছ কেটে ফেলা হয়, সেখানে ’কমপেনসেটরি প্ল্যান্টেশন’-এর কথা বলা হলেও বাস্তবে তা কতটা হচ্ছে? পরিদর্শন ও নিরীক্ষার কোনও স্বচ্ছ প্রক্রিয়া নেই। এনভায়রনমেন্ট ইমপ্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট (EIA) রিপোর্ট নিয়েও প্রশ্ন উঠছে-তা কি রাজনৈতিক চাপের বাইরে নিরপেক্ষভাবে তৈরি হচ্ছে?পরিবেশরক্ষার জন্য কেবল আইন নয়, দরকার শিক্ষা এবং সচেতনতা। পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিভিন্ন সময়ে নানা প্রকল্প চালু করেছে-যেমন ' সাথী' বা ' নির্মল বাংলা'। তবে এই প্রকল্পগুলির একটি বড় সমস্যা হল, সেগুলি কার্যত রাজনৈতিক প্রচারে পরিণত হয়েছে। প্রকৃত পরিবেশ শিক্ষার জায়গায় এসেছে ব্যানার-পোস্টার আর মন্ত্রীদের বক্তৃতা।স্কুল-কলেজে পরিবেশ শিক্ষা আজও ' বিষয়, বাধ্যতামূলক নয়। অথচ পরিবেশ পরিবর্তন এবং জলবায়ু সংকট আজকের প্রজন্মের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। প্রশাসনের দায়িত্ব ছিল, এই বিষয়ে একটি দীর্ঘমেয়াদি রূপরেখা তৈরি করা। সেটা এখনও অনুপস্থিত।রাজ্যের বর্তমান উন্নয়ন দর্শন ' ও পরিকাঠামো উন্নয়ন'-নির্ভর। অথচ এই উন্নয়নের ফলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বনভূমি, জলাশয়, নদী ও পাহাড়। দার্জিলিং, দিঘা, সুন্দরবন কিংবা সান্দাকফু-প্রত্যেকটি পর্যটন কেন্দ্রেই পরিবেশের ভারসাম্য হঠাৎ ভেঙে পড়েছে।দীঘায় নির্মাণ বেআইনি হলেও, প্রশাসন কার্যত ' বুজে' রেখেছে। উত্তরবঙ্গে রাস্তা নির্মাণের জন্য গাছ কাটা বা পাহাড় কেটে নির্মাণ প্রকল্প পরিচালিত হচ্ছে। সু ন্দরবনের গহীন জঙ্গলে ইকো-ট্যুরিজমের নামে ড্রেজিং ও ঘরবাড়ি তৈরি হচ্ছে। প্রশাসন শুধু নির্বিকার নয়, বরং অনেক ক্ষেত্রেই এই অপকর্মের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত।পশ্চিমবঙ্গে আজ প্রয়োজন এমন একটি প্রশাসনিক কাঠামো, যা রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে পরিবেশ রক্ষাকে মূল লক্ষ্য হিসেবে দেখবে। সরকারকে বুঝতে হবে, উন্নয়ন আর পরিবেশ একে অপরের পরিপন্থী নয়-বরং সঠিক পরিকল্পনায় দুটোই সম্ভব। তার জন্য চাই,পরিবেশ সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত গ্রহণে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ কমানোপরিবেশ আন্দোলনকারীদের নিরাপত্তা ও আইনত স্বীকৃতি প্রদানপরিবেশ আইন কঠোরভাবে প্রয়োগ ও মনিটরিংগঠনমূলক পরিবেশ শিক্ষা ও সচেতনতা কর্মসূচিস্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে প্রকল্প পরিকল্পনাএই রাজ্যে পরিবেশ রক্ষা করতে হলে প্রশাসনের ভাবনা বদলানো ছাড়া উপায় নেই। বর্তমানে সরকার যে পথে হাঁটছে, তা প্রকৃতি ও ভবিষ্য-উভয়ের পক্ষে আত্মঘাতী।

আন্তর্জাতিক প্লাস্টিক ব্যাগ মুক্ত দিবসে সচেতনতার বার্তা সন্দেশখালিতে

প্লাস্টিক দূষণের গুরুতর প্রভাব সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে এবং একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক ব্যাগ পরিহার করতে সাধারন মানুষকে উৎসাহিত করতে ৩ রা জুলাই বিশ্ব প্লাস্টিক ব্যাগ মুক্ত দিবস হিসাবে পালিত হয়। প্লাস্টিক ব্যাগ মুক্ত দিবস উদযাপন উপলক্ষে রাজ্যের পঞ্চায়েত দপ্তরের পক্ষ থেকে ১লা থেকে ৩ রা জুলাই পর্যন্ত বিশেষ সচেতনতামূলক কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। রাজ্যের বিভিন্ন ব্লকে, বিশেষ করে পর্যটন কেন্দ্র, ধর্মীয় স্থান, বাজার ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে চলছে প্রচার কর্মসূচি। বুধবার সকাল দশটা নাগাদ উত্তর ২৪ পরগনার সন্দেশখালি ২ নম্বর ব্লকে ব্লক প্রশাসন, পঞ্চায়েত সমিতি ও গ্রাম পঞ্চায়েতের যৌথ উদ্যোগে এই বিশেষ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। প্লাস্টিক বর্জনের বার্তা নিয়ে আয়োজিত কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন সন্দেশখালির বিডিও , পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য সঞ্জয় , সহ-সভাপতি সহ অন্যান্নরা।

জগন্নাথের রথযাত্রা উপলক্ষ্যে মায়াপুর ইসকনে ৫৬ ভোগের বাহারি আয়োজন

দেবাশিস কংশ বণিক, মায়াপুর, ২ জুলাই ঃ রথযাত্রা উপলক্ষ্যে জমজমাট মায়াপুর ইসকনের পঞ্চতত্ব মন্দির। ইতিমধ্যেই

ইসকনের পঞ্চতত্ত্ব মন্দিরের অস্থায়ী মাসির বাড়ি গুন্ডিচায় ভোগিনী শুভদ্রা ও ভ্রাতা বলভদ্রকে নিয়ে ভক্তদের মাঝে বিরাজ করছেন জগন্নাথদেব। রথযাত্রা থেকে শুরু হয়েছে দেশি বিদেশী ৫৬ ভোগের বাহারি পদের আয়োজন। সেই মেনুতে আছে পিৎজা, পাস্তা, চাউমিন, বিরিয়ানির মতো বাহারি পদ। তবে সমস্ত রান্নাই হয় নিরামিষ। এছাড়া আপেল, কাজুর পাশাপাশি বাহারি ফল থাকে জগন্নাথদেবের ভোগে। মিষ্টির রকমফেরও কিন্তু কম নয়। রসগোল্লা, পান্তুয়া, ছানার জিলিপি, সরপুরিয়া, সরভাজার মত মিষ্টি তো থাকছেই, আরও যতরকমের মিষ্টি হয়, প্রায় সবই থাকছে মেনুতে। ফলে ভোগের নাম যদিও ৫৬ ভোগ হলেও পদের সংখ্যা একশোরও অনেক বেশি। বিগত বছরের মতো এবছরও মায়াপুর ইসকনের পঞ্চতত্ত্ব মন্দিরে নির্মিত হয়েছে অস্থায়ীভাবে জগন্নাথের মাসির বাড়ি। সুভদ্রা, বলভদ্র ও জগন্নাথদেবকে বসানো হযেছে গুন্ডিচা মন্দিরের আসনে। আলোকোজ্জ্বল সেই মন্দিরে সকাল থেকে সন্ধ্যা হাজার হাজার ভক্তের সমাগম। বুধবার'ও তার ব্যতিক্রম নয়। জগন্নাথদেবের সেই অপরূপ দৃশ্য দর্শন করতে সকাল থেকে কার্যত হুড়োহুড়ি অবস্থা ভক্তদের। জগন্নাথদেব ভজন রশিক। তিনি খেতে ভালোবাসেন। ইসকনের অস্থায়ী মাসির বাড়িতে ৫৬ ভোগকে কেন্দ্র করে আটদিন ধরেই রয়েছে বিভিন্ন পদের বিপুল আয়োজন। ইসকনের জনসংযোগ আধিকারিক রসিক গৌরাঙ্গ দাস বলেন, আমাদের এখানে আটটি বড় কিচেন রয়েছে। তার মধ্যে মূল কিচেনে জগন্নাথদেবের জন্য ৫৬ ভোগ রান্না করা হচ্ছে। এক-একদিন এক-একজন সেই ভোগ রান্না করছেন। এখানে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের ভক্তদের পাশাপাশি প্রচুর বিদেশি ভক্ত রয়েছেন। বিভিন্ন দেশের সেই ভক্তরা তাদের ঠাকুরের জন্য যে কিচেন রয়েছে। সেখানে তাদের দেশের খাবার রান্না করে মাটির পাত্র বা হাঁড়িতে করে জগন্নাথদেবকে ৫৬ ভোগ অর্পণ করেন ভক্তরা। তাতে পিৎজা, পাস্তা, চাউমিন, বিরিয়ানির মত একাধিক বিদেশি খাবারও আছে । তবে তা সম্পূর্ণ শুদ্ধাচারে নিরামিষ। তবু জগন্নাথদেবের ভোগে এই ধরনের বিদেশি খাবার? সেই প্রশ্নের উত্তরে রসিক গৌরাঙ্গ দাস বলেন, জগন্নাথদেব জগতের নাথ। তাই তাকে বিভিন্ন দেশের খাবার নিরামিষভাবে শুদ্ধাচারে রান্না করে দিতে তো কোন প্রশ্ন থাকার কথা নয়। রসিক গৌরাঙ্গ দাস আরও জানান, আগামী শনিবার ৫ জুলাই অস্থায়ী মাসির বাড়িতে আট দিন অবস্থানের পর উল্টোরথে মায়াপুর ইসকনের অস্থায়ী মাসির বাড়ি গুন্ডিচা থেকে রাজাপুর জগন্নাথ মন্দিরে ফিরে যাবেন ভগবান জগন্নাথ দেব।

স্বামী স্ত্রীর মধ্যে অশান্তি, মল্লারপুর থানার পুলিসের বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ

দুরন্ত বার্তা, রামপুরহাট, ২ জুলাই ঃ পুলিশ ও শ্যালকদের হাতে খুন হলেন এক মাঝবয়সী ব্যক্তি। এমনই অভিযোগে উত্তেজনা ছড়িয়েছে বীরভূমের মল্লারপুরের মাঠমহুলা গ্রামের নাপিতপাড়ায়। মৃতের আত্মীয়দের দাবি পুলিশ এবং শ্যালকরা খুন করে ঝুলিয়ে দিয়েছে ওই ব্যক্তিকে। মৃত ব্যক্তির নাম প্রশান্ত ভাণ্ডারী (৫৮)। বছর সাতেক আগে সাপের কামড়ে তাঁর স্ত্রীর মৃত্যু হয়। বছর সাতেক আগে নলহাটি থানার তেজহাটি গ্রামের পার্বতী দাসকে দ্বিতীয় বিয়ে করেন প্রশান্ত। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, বিয়ের কয়েক বছর পর থেকে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে অশান্তি লেগেই ছিল। গতকাল রাত থেকে সেই অশান্তি বেড়ে যায়। এরপরেই বুধবার বেলার দিকে পার্বতীর দুই ভাই একজন অসিত দাস সিভিক পুলিশ অন্যজন অসীম দাস কনস্টবল, তাঁরা মল্লারপুর থানার পুলিশ নিয়ে মাঠমহুলা গ্রামে যায়। অভিযোগ মল্লারপুর থানার পুলিশ এবং মৃতের শ্যালকরা আত্মীয়দের মারধর করে ঘর থেকে বের করে দিয়ে প্রশান্তকে প্রচণ্ড মারধর করে গোয়াল ঘরে ঝুলিয়ে দেয়। ঘরের আলমারি খুলে সমস্ত সোনার গয়না, টাকা পয়সা নিয়ে পালিয়ে যায়। এরপরেই পরিবারের লোকজন গিয়ে দেখে প্রশান্ত ভাণ্ডারী গোয়াল ঘরে গলায় ফাঁস দিয়ে ঝুলছে। এই ঘটনায় গ্রামে উত্তেজনা ছড়ায়। খবর পাওয়া পর্যন্ত মৃতদেহ বাড়ি রেখেই বিক্ষোভ দেখান গ্রামবাসী এবং আত্মীয়রা। তাদের দাবি মল্লারপুর থানার পুলিশ এবং প্রশান্তর শ্যালকদের কঠোর শাস্তি দিতে হবে। মৃত প্রশান্ত ভাণ্ডারীর ভাইপো অমিত ভাণ্ডারী বলেন, মঙ্গলবার থেকে কাকা কাকিমার মধ্যে অশান্তি চলছিল। মঙ্গলবার সকালে কাকিমার দাদা ও ভাই মল্লারপুর থানার পুলিশ নিয়ে বাড়িতে আসে। পুলিশ ও কাকার শ্যালকরা কাকাকে প্রচণ্ড মারধর করে। আমার বাবা মা ছাড়াতে গেলে পুলিশ তাদের গলাধাক্কা এবং অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করে ঘর থেকে বের করে দেয়। গ্রামবাসীদেরও গ্রেফতারের ভয় দেখিয়ে পুলিশ তারিয়ে দেয়। এরপর ঘরের ভিতর দরজা বন্ধ করে কাকাকে মারধর করে। পুলিশ চরম মেরেছে। সারা শরীরে মারধরের দাগ রয়েছে। পুলিশ চলে যাওয়ার পর আমরা কাকাকে ঝুলোন্ত অবস্থায় দেখতে পায়। আমরা পুলিশ ও কাকিমার দাদা ভাইদের কঠোর শাস্তি চাই। প্রশান্তর প্রথম পক্ষের ছেলে রজত ভাণ্ডারী বলেন, বাবা মায়ের মধ্যে অশান্তি চলছিল। এরপর মা তাদের ভাইদের ডেকে পাঠায়। তাঁরা মল্লারপুর থানার পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে বাড়িতে এসে বাবাকে মারধর করে। গ্রামের মানুষদের পুলিশ তারিয়ে দিয়ে ঘরের মধ্যে দরজা বন্ধ করে বাবাকে মারে। বাবার মৃত্যুর জন্য পুলিশ এবং দ্বিতীয় পক্ষের মায়ের দাদা ভাইরা দায়ী। অবিলম্বে ওদের শাস্তি চাই। মৃত প্রশান্তর বোন বাসন্তী প্রামাণিক বলেন, এই নিয়ে তিনবার থানা পুলিশ হল। পুলিশ ধরে নিয়ে যেত আর আমার দাদা ছাড়িয়ে নিয়ে আসত। কিন্তু এবার তারা ঘরের মধ্যে ভাইকে মেরে ঝুলিয়ে দিয়েছে। বাড়িতে থাকা সমস্ত সোনার গয়না, টাকা পয়সা নিয়ে পালিয়েছে। আমরা মল্লারপুর থানার পুলিশ এবং দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর দাদা ভাইদের শাস্তি চাই।

ওয়াগন থেকে কয়লা চুরি করতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট! দুর্গাপুরের নিখোঁজ কিশোরের মৃতদেহ মিলল বালিগঞ্জে

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ২ জুলাই ঃ রুজির তাড়নায় ওয়াগন থেকে কয়লা চুরি! আর তাতেই বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে বেঘোরে প্রাণ গেল তরতাজা কিশোরের। তিনদিন পর মৃতদেহ উদ্ধার হল কলকাতায় বালিগঞ্জে ওয়াগন থেকে। বুধবার ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ালে দুর্গাপুর কোকওভেন থানার শালবাগান এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃত কিশোরের নাম সুরজিত রুইদাস (১৪)। দুর্গাপুরের কোকওভেন থানার অন্তর্গত ডিপিএল কারখানা সংলগ্ন শালবাগান এলাকার বাসিন্দা। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, গত রবিবার থেকে নিখোঁজ ছিল সুরজিত। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, দুপুরে বাড়ির পাশে রেললাইনে দাঁড়িয়ে থাকা ওয়াগন থেকে দুই বন্ধু মিলে অস উপায়ে কয়লা নামাচ্ছিল। ওইসময় আচমকা ওই কয়লা বোঝাই রেক ছেড়ে দেয়। তখন এক বন্ধ ঝাঁপ দিয়ে নেমে চম্পট দিলেও সুরজিত আটকে পড়ে। এবং মাথার ওপর বৈদ্যুতিক তারে স্পৃষ্ট হয়। আশপাশের লোকজন তখন বিকট শব্দ পায়। তারপর সুরজিতের কোন খোঁজ না পাওয়ায় কোকওভেন থানায় নিখোঁজ অভিযোগ দায়ের করে পরিবারের লোকজন। অবশেষে বুধবার সকাল কোকোওভেন থানা থেকে জানানো হয় কলকাতার বালিগঞ্জে কয়লার ওয়াগন থেকে এক কিশোরের দেহ উদ্ধার হয়েছে। তার ছবি দেখে পরিবারের লোকজন মৃতদেহ শনাক্ত করে। জানা গেছে বুধবার রাতে রেলের ওয়াগনে কিশোরের দেহ দেখতে পান বালিগঞ্জ স্টেশনের রেলকর্মীরা। পরে রেল পুলিশ দেহ উদ্ধার করে ছবি তুলে বিভিন্ন থানায় সেই ছবি পাঠিয়ে দেয়। মৃতের পরিবারের দাবি ছবি দেখে পরিস্কার বোঝা যাচ্ছে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হয়েছে সুরজিতের। অন্যদিকে বুধবার সকালে সুরজিতের মৃত্যুর খবর এলাকায় ছড়িয়ে পড়তেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন স্থানীয়রা। বাসিন্দাদের অভিযোগ, এলাকার একশ্রেনীর কয়লা কারবারি দারীদ্রতার সুযোগ নিয়ে সামান্য মজুরির বিনিময়ে এলাকার ছোটদেরকে রেলের ওয়াগন থেকে কয়লা চুরি কাজে ব্যবহার করে। বিজেপির দুর্গাপুর -বর্ধমান সাংগঠনিক জেলার সহ সভাপতি চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, শাসক দলের মদতেই চলে এই অবৈধ কারবার। যার নির্মম পরিণতিতে মৃত্যু হল এলাকার কিশোরের। অবিলম্বে ঘটনায় জড়িতদের গ্রেফতার করে শাস্তির দাবি জানাচ্ছি। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

বারবার আবেদন করেও ত্রিপলটুকু মেলেনি! গ্রামবাসীদের হাতে ঘেরাও পঞ্চায়েত

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ২ জুলাই ঃ বৃষ্টি চলছে পুরোদমে। সেই যে জুনের মাঝামাঝি থেকে শুরু হয়েছে, বিরাম নেই এখনও। আগামী ৪৮ ঘণ্টায় পশ্চিমের জেলাগুলিতে রয়েছে ভারী বর্ষণের সতর্কতা। চলতি মাসের লাগাতার বৃষ্টিতে গোটা জেলাজুড়েই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে প্রচুর কাঁচা বাড়ি। রেবারে আবেদন জানিয়েও মেলেনি ত্রাণের ত্রিপল। সামান্য ত্রাণের ত্রিপলের জন্য বারংবার ক্ষতিগ্রস্তরা ছুটে গিয়েছেন স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতে। পঞ্চায়েতের কর্মকর্তাদের কথামতো লিখিত আবেদনও করেছেন। কিন্তু ১৫ দিন কেটে গেলেও এখনও মেলেনি ত্রাণের ত্রিপল। তাতেই ক্ষোভ বেড়েছে গোটা গ্রামে। ঘেরাও হল পঞ্চায়েত। ক্ষোভে ফেটে পড়ল এলাকার বাসিন্দারা। ঘটনা বাঁকুড়ার সিমলাপাল ব্লকের বিক্রমপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের। জুনের মাঝামাঝি টানা ৭ দিনের বৃষ্টিতে গোটা জেলাতেই ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয় হাজারেরও বেশি বাড়ি। শুধুমাত্র সিমলাপাল ব্লকের বিক্রমপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকাতেও শতাধিক বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কারও বাড়ির মাটির দেওয়াল ধসে পড়ে তো কারও আবার মাথার চালা ভেঙে যায়। অবস্থায় এমনই দাঁড়ায় অনেককেই নিজের বাড়ি ছেড়ে বাধ্য হয়ে আত্মীয়ের বাড়িতে আশ্রয় নিতে হয়। বর্তমানে বৃষ্টির দাপট কমলেও দুর্ভোগ কমেনি। গ্রামের লোকজন বলছেন, তাঁদের ত্রাণ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও এখনও পর্যন্ত ত্রাণের ত্রিপলটুকু দেওয়া হয়নি। বিক্ষুব্ধরা বলছেন, ত্রিপলের দাবিতে তাঁরা বারবার ছুটে গেছেন বিক্রমপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে। পঞ্চায়েতের কর্মকর্তাদের কথামতো লিখিত আবেদনও করেন। অভিযোগ, ত্রিপল তো জোটেইনি। উল্টে মিলেছে পঞ্চায়েতের কর্মকর্তাদের দুর্ব্যবহার। তারই প্রতিবাদে এদিন বিক্রমপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস ঘেরাও করে বিক্ষোভে ফেটে পড়লেন এলাকার বাসিন্দারা। দ্রুত ত্রাণের ত্রিপল না দেওয়া হলে আরও বড় আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ক্ষতিগ্রস্তরা। বিক্রমপুর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান ফুলমণি সোরেনের সাফাই, ১০০ জনেরও বেশি ত্রাণের ত্রিপলের জন্য আবেদন জানিয়েছিলেন। কিন্তু সমীক্ষা করে বিডিও অফিস থেকে পাঠানো হয়েছিল মাত্র ২৫টি ত্রিপল। স্বাভাবিকভাবেই সকলকে ত্রিপল দেওয়া যায়নি। তবে তাঁর আশ্বাস দ্রুত ফের সমীক্ষা করে আসল ক্ষতিগ্রস্তদের ত্রিপল দেওয়ার জন্য বিডিও অফিসে আবেদন জানানো হবে। ক্ষোভে ফুঁসছে বিজেপি। সিমলাপাল পঞ্চায়েত সমিতির বিজেপির সদস্য সৌভিক পাত্র কটাক্ষের সুরেই বলছেন, রাজ্যে খেলায় মেলায় কোটি কোটি টাকা খরচ করছে। অথচ সাধারণ ক্ষতিগ্রস্তরা ত্রিপল পাচ্ছেন না। এর থেকে লজ্জার আর কিছু হতে পারে না। তিনি অবিলম্বে পঞ্চায়েত প্রধানের পদত্যাগের দাবি তুলছেন।

বাংলার সম্প্রীতি, আকাশের হাতে তৈরী তাজিয়া, মহররমের শোভাযাত্রায়

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ২ জুলাই ঃ বাংলার সম্প্রীতি, আকাশের হাতে তৈরী তাজিয়া, মহররমের শোভাযাত্রায়। এক হিন্দু ভাই পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে তৈরি করছে পবিত্র মহররম উপলক্ষ্যে শোভাযাত্রার তাজিয়া। এই বাংলার সম্প্রীতির বাঁধন নষ্ট করে কার সাধ্যি। ইসলাম ধর্মের পবিত্র আশুরা অর্থাৎ দশ মহররমের শোভাযাত্রা উপলক্ষ্যে চরম ব্যস্ততা রামপুরহাট পুরসভার চোদ্দ নম্বর ওয়ার্ডের গদাই পাড়ায়। এই পাড়ায় শোভাযাত্রার মূল আকর্ষণ সর্বমোট তিনটি তাজিয়া। একটি এগারো ফুট এবং বাকি দুটি যথাক্রমে ১০ ফুট করে। এগারো ফুট উচ্চতার তাজিয়া চওড়ায় পাঁচ ফুট থেকে ছয় ফুট। গোল্ডেন কালারের এই তাজিয়ায় থাকছে দুটি মিনার এবং ছটি গম্বুজ। তিনটি দরজার একটিতে থাকছে যুদ্ধ কামান, অন্য দুটিতে থাকছে যথাক্রমে ঢাল তরোয়াল এবং দুলদুল ঘোড়া। অপর ১০ ফুট উচ্চতার সবুজ ও সাদা রংয়ের তাজিয়ায় থাকছে বিভিন্ন শিল্পশৈলী। এটি চারদিকেই সমান। চারদিক থেকেই দেখা যাবে। তৃতীয় তাজিয়াটি সাদা ও সোনালী রঙের। এটিও তিন দিক থেকে দৃশ্যমান। তবে এই তাজিয়ার বৈশিষ্ট্য হল এখানে আলোকসজ্জার কারুকার্য করা আছে এবং পরম করুণাময় আল্লাহর বাণী অডিও আকারে সালোক প্রকাশের মাধ্যমে পরিবেশিত হবে। প্রায় একমাস ধরে এই তিনটি তাজিয়া তৈরী করছেন আকাশ কাহার। এই তাজিয়া তৈরিতে তিনি ব্যবহার করেছেন থার্মোকল, কাঠ, টিনের পাত, বিভিন্ন রং, অভ্র, রঙিন কাগজ, সান প্যাক, রাংতা ইত্যাদি। এই পাড়াতেই তাঁর বাড়ি। আর্ট এণ্ড ক্রাফ্টেছোট থেকেই ছিল তাঁর চরম আগ্রহ। মহরম এলেই নিজের ওয়ার্ডের জন্য তাজিয়া তৈরির কাজে লেগে পড়েন তিনি। শুধু তাই নয়, দুর্গাপূজায় এলেও তিনি একইভাবে তার শিল্প সৃষ্টিতে মগ্ন হন। গত বছর সাংঘাটা পাড়ার দুর্গাপূজার কথাকলি থিম তারই তৈরি ছিল। খুবই শুদ্ধাচারে তাজিয়া তৈরি করেন তিনি। আকাশ বলেন, আমি হিন্দু। তবে শিল্পীর কাছে শিল্পই ধর্ম। তবে আমি অন্যের ধর্মকেও অত্যন্ত শ্রদ্ধা করি। সেই কারণে হাত পা ধুয়ে শুদ্ধ আচারে তাজিয়া তৈরি করেছি। এই কাজা তৈরিতে কত খরচ এসব ব্যাপারে তিনি কোন কিছু বলতে চাননি। যদিও শোনা গেছে, এসবের জন্য তিনি কোন পারিশ্রমিক নেন না।

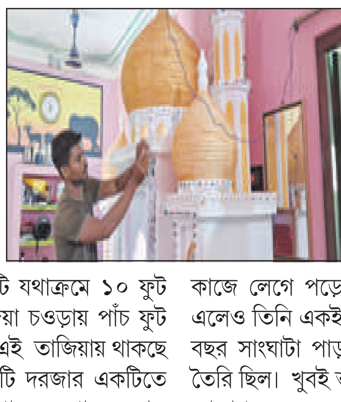

নতুন রেলগেটের দাবিতে রেল অবরোধ সোনারপুরে

দুরন্ত বার্তা, সোনারপুর, ২ জুলাই ঃ আবার লোকাল ট্রেন অবরোধ। বুধবার বেলা ১০.৩০ মিনিট নাগাদ সোনারপুর স্টেশনে ক্যানিং লাইনে ট্রেন অবরোধ শুরু হয়। তার ফলে শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার ক্যানিং লাইনে সোনারপুর থেকে ক্যানিং পর্যন্ত ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে পড়ে। কয়েকদিন আগে সোনারপুর বিদ্যাধরপুর সিগন্যাল পোস্টের কাছে রেলগেট না থাকায় রেল ক্রসিং থেকে একটি ছোট হাতি গাড়ি পারাপার করছিল সেই সময় ক্যানিং ট্রেন ওই হাতি গাড়িতে ধাক্কা মারে। তখন এখানে দুর্ঘটনা ঘটে। এলাকাবাসীদের অনেক দিনের দাবি এখানে একটি রেল গেট বসানোর। রেলগেট না থাকার কারণে এইসব দুর্ঘটনা ঘটছে। প্রায় দু ঘন্টা পরে রেলের উচ্চ পদস্থ আধিকারিকদের মধ্যস্থতায় অবরোধ ওঠে।

ডুয়ার্সে পর্যটক টানতে ইলিশ ও বোরোলি উৎসবের সূচনা

সমীর দাস, ২ জুলাই ঃ পশ্চিমবঙ্গ সরকার ট্যুরিজমকে কেন্দ্র করে একাধিক পরিকল্পনা গ্রহণ করে । কারণ ট্যুরিজম ব্যবসার মধ্য দিয়ে সমাজের বিভিন্ন

স্তরে সামাজিক আত্মিক উন্নতি সম্ভব। মঙ্গলবার ডুয়ার্সের লাটাগুড়ির কাঞ্চনজঙ্ঘা ভিউ রিসোর্টে ইলিশ ও বোরোলি উৎসব ২০২৫ সূচনা হলো। হিমের পরশ ট্যুরস স্পেশালিস্টের উদ্যোগে আয়োজিত এদিনের এই ইলিশ ও বোরোলি উৎসবের সূচনা লগ্নে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জন বাড়লা, ক্রান্তি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পঞ্চানন রায়, লাটাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান কৃষ্ণা বর্মন ও কুমলাই গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সুনিতা মুন্ডা সহ একাধিক জনপ্রতিনিধি। হিমের পরশ ট্যুরস স্পেশালিস্টের কর্ণধার পিন্টু বক্সী বলেন যেহেতু বর্ষার এই সময়টাতে ডুয়ার্সে সেরকম পর্যটকদের দেখা মেলে না। তাই ডুয়ার্সে এইসময় পর্যটকদের আহ্বান জানাতেই এই ইলিশ ও বোরোলি উৎসবের আয়োজন। পাশাপাশি এদিনের এই ইলিশ ও বোরোলি উৎসবে স্থানীয় সংস্কৃতিকে পর্যটকদের কাছে তুলে ধরতে সন্ধ্যায় ভাওয়াইয়া, আদিবাসী সহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন হয়।

বিধানচন্দ্র রায়ের জন্মতিথি উপলক্ষ্যে মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের সম্মাননা প্রদান

মহন্ত দাশগুপ্ত, ২ জুলাই ঃ ১ জুলাই ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের জন্মদিন উপলক্ষ্যে পানিহাটির সমস্ত কৃতি ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পানিহাটির বিধায়ক তথা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মুখ্য সচেতক নির্মল ঘোষ ও রাজ্যের মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পানিহাটি পৌরসভার পৌরপ্রধান সোমনাথ দে ও বিভিন্ন পৌরপরিষদ এবং পৌরমাতা ও পৌরপিতাগন। পানিহাটির বিধায়ক নির্মল ঘোষ ও খড়দহের বিধায়ক শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বাংলার রূপকার ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের প্রতিকৃতিতে মাল্য দান করেন। মাল্যদান করেন পৌরপ্রধান সোমনাথ দে, সুভাষ চক্রবর্তী, তীর্থঙ্কর ঘোষ, সম্রাট চক্রবর্তী, তন্দ্রা ঘোষ সহ বিভিন্ন পৌরপিতা ও পৌরমাতাগণ। মেধাবী ও কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে নির্মল ঘোষ ও শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় রাজ্যের শিক্ষাক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি এবং অগ্রগতির কথা তুলে ধরেন এবং ছাত্র-ছাত্রীদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য সকলকে আশীর্বাদ করেন। নির্মল ঘোষ আরো বলেন যে রাজ্যের সরকার সব সময় শিক্ষা ক্ষেত্রে ছাত্র-ছাত্রীদের পাশে আছে এবং থাকবেও, আগামী দিনে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শিক্ষা ক্ষেত্রে অগ্রগতির পথ সব সময় খোলা থাকবে এবং সবসময় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সক্রিয় দৃষ্টিভঙ্গি ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার প্রসারে জারি থাকবে।

সি এন জি বাস কেনার সিদ্ধান্ত

কলকাতা, ২ জুলাই ঃ রক্ষনাবেক্ষনের জন্যে অতিরিক্ত খরচের জেরে রাজ্য সরকার ব্যাটারি চালিত ইলেকট্রিক বাসের পরিবর্তে নতুন সি এন জি বাস কেনার বিষয়ে নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছে। অর্থ ও রাজ্য প্রশাসনের শীর্ষ আধিকারিকরা সম্প্রতি পরিবহন দপ্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে নবান্নে বৈঠক করেন। যন্ত্রাংশের অভাব ও ব্যাটারির গুনমান নিম্নমানের হওয়ায় রাজ্য পরিবহন নিগমের অধীনে থাকা অনেক ইলেকট্রিক বাস বসে যাওয়ায় বিপুল খরচের কথা মাথায় রেখে পরিবেশ বান্ধব সি এন জি বাস কেনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

TENDER NOTICE

NIT-04/2025-26 2025_ZPHD_873203_ 1 Dated-04/07/2025, Separate Tenders are hereby invited by Pradhan, Chandi GP, 24pgs(s). Last date and time of application **11/07/2025 up to 01.00 pm.** Date of Opening of Tender on **14/07/2025.** Other details will be available from the **www.wbtenders.gov.in.**

Sd/- Pradhan
Chandi Gram Panchayat
Amtala, 24pgs(s)

NIT NO.-140/SGP/2025
Dated-02/07/2025
NIT NO.-141/SGP/2025
Dated-02/07/2025

Last date of Submission On or before **07/07/2025 (up-to 4.30PM)** Date of Opening - **09/07/2025 (From 04.30 P.M)** (For viewing Tender:- **www.wbtenders.gov.in**)

Sd/-
Pradhan
Shibrampur Garm Panchayat

OFFICE OF THE JHALDA-II PANCHAYAT SAMITY
At-Kotshila, PO-Jiudaru, PS-Kotshila, Dist.-Purulia, 723213
Memo. No. 469/EO/JLD-II, Dated: 02/07/2025
Notice

Executive Officer, Jhalda-II Panchayat Samity invites E-tender as follows: **NIeT No.-2(e)/EO/JLD-II/2025-26(2nd Call) dt. 02.07.2025,** for 10 nos. scheme (**Tender ID : 2025_ZPHD_872876_1 to 2025_ZPHD_872876_10**), within the jurisdiction of Jhalda-II Panchayat Samity. Last Date of tender submission is **11.07.2025 up to 1-00 pm** respectively. Details may be obtained from website: **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Executive Officer
Jhalda-II Panchayat Samity

Bedrabad Gram Panchayat
Kaliachak-III Dev. Block, Malda
Vill: Dhulauri, P.O.- Bedrabad, P.S.- Kaliachak, Dist.- Malda-732210
eTender Notice

eTender has been floated for 97 (Ninety Seven) Nos. of work under Bedrabad G.P. of Kaliachak-III P.S, Malda, eTender No.- 08 (e) /BGP/25-26 Dated: 25th June, 2025, 09 (e) /BGP/25-26 Dated: 25th June, 2025, 10 (e) /BGP/25-26 Dated: 25th June, 2025, 11 (e) /BGP/25-26 Dated: 25th June, 2025, 12 (e) /BGP/25-26 Dated: 25th June, 2025, 013(e) /BGP/25-26 Dated: 25th June, 2025, 014(e) /BGP/25-26 Dated: 25th June, 2025, Bonafied contructors are requested to visit-www.wbtenders.gov.in or http://etender.wbprd.nic.in or Contact Office Notice Board.

Sd/- Pradhan
Bedrabad Gram Panchayat

E-TENDER NOTICE

Chairperson Board of Councillors, Dankuni Municipality, invites Tender for Repairing of Leakage in Existing Choked Pipe Line in 100mm & 150mm dia. In different words (01 to 05, 06 to 11, 12 to 16, 17 to 21) under Dankuni Municipality and Annual Maintanance for 27nos Water Tank for E-N.I.T No- **WBMAD/DKM/CP/e-NIT-45,46,47,48&49/2025-26** Bid Submission closing date (Online)- **11/07/2025**, Details may be seen from **www.wbtenders.gov.in** the official website of e-tender.

Sd/-
Chairperson
Dankuni Municipality

OFFICE OF THE HARIPAL PANCHAYAT SAMITY
HARIPAL, HOOGHLY, PIN 712405
TENDER NOTICE

The Executive officer, Haripal Panchayat Samity, Hooghly invites E-Tender in on percentage basis in the prescribed form for One (01) nos. works vide **E-NIT No: - 12/E.O/HPS/2025-2026** For more information visit **www.wbtenders.gov.in**

Sd/-Executive Officer
Haripal Panchayat Samity

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e–TENDER

ABRIDGED NIT

The Ex. Engineer (Elec) Lighting, Zone-II, KMC invites e-tender by two bid system for the following works:-

(1) NIT No.: LTG/55/37/V/Z-II/25-26

Name of the work: **Repairing and replacement of street lighting system at Patwar Bagan Lane and other sites in Ward No. 37.** Estimated Amount: ₹ **1,99,968.89.** Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of Completion: **30 Days.**

(2) NIT No.: LTG/90/45/V/Z-II/25-26

Name of the work: **Renovation of street lighting system at Old China Bazar St, Brabourne Rd and other places in Ward No. 45.** Estimated Amount: ₹ **4,99,907.00.** Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion: **30 Days.**

(3) NIT No.: LTG/58/43/V/Z-II/25-26

Name of the work: **Annual operation & routine upkeeping of street lighting system in Ward No. 43 under Borough-V.** Estimated Amount: ₹ **4,98,292.00.** Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion: **365 Days.**

(4) NIT No.: LTG/46/44/V/Z-II/25-26

Name of the work: **Renovation of street lighting system at Rabindra Sarani, Rathu Sarkar Lane and other areas in Ward No. 44.** Estimated Amount: ₹ **4,99,811.00.** Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion: **10 Days.** Last Date and Time of submission of Bid: **10.07.2025 up to 6 p.m. (for Sl. No. 1), 14.07.2025 up to 4 p.m. (for Sl. No. 2) & 11.07.2025 up to 6 p.m. (for Sl. No. 3 & 4).** The bid forms and other details are available on and from: **01.07.2025 - 6 p.m. (for Sl. No. 1) and 02.07.2025 - 6 p.m. (for Sl. No. 2 to 4).** The website: **https://etender.wb.nic.in (for Sl. No. 1 to 4).**

The Executive Engineer (Electrical)/LTG/Z-III of KMC invites open e-tender online percentage rate two bid system for the following works:-

(1) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2025-26/287

Name of the work: **Repairing and replacement of Power Supply Cable and other allied Electrical Works of A.C. Machines at BR.-VIII Building Department and E-Treasury Department at Lake Road KMC Market.** Estimated Amount: ₹ **1,51,490.00.** Earnest Money: ₹ **3,100.00.** Period of Completion: **30 Days.** Last Date and Time of submission of Bid: **15.07.2025 - 2 p.m.** Bid opening date and time for Technical Proposals (online): **15.07.2025 - 2.30 p.m.** The bid forms and other details are available on and from: **04.07.2025 (6 p.m.).** The website: **https://etender.wb.nic.in.**

(2) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2025-2026/282

Name of the work: **Repairing of street lighting system at different Roads and Places in Ward No. 74 under BR-IX.** Estimated Amount: ₹ **1,98,963.94.** Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of Completion: **20 Days.**

(3) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2025-2026/250

Name of the work: **Repairing of street lighting system at different Roads and Places in Ward No. 71 under BR-IX.** Estimated Amount: ₹ **1,98,887.18.** Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of Completion: **20 Days.**

(4) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2025-2026/251

Name of the work: **Improvement of lighting system at Chowringhee Road, Asutosh Mukherjee Road, Beninandan Road in Ward No. 71 under BR-IX.** Estimated Amount: ₹ **3,51,160.84.** Earnest Money: ₹ **7,050.00.** Period of Completion: **20 Days.**

(5) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2025-2026/252

Name of the work: **Improvement of street lighting system at different Lanes and By Lanes in Ward No. 73 under BR-IX.** Estimated Amount: ₹ **4,98,066.19.** Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion: **30 Days.**

(6) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2025-2026/253

Name of the work: **Repairing of street lighting system at different Roads and Places in Ward No. 73 under BR-IX.** Estimated Amount: ₹ **1,98,636.70.** Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of Completion: **20 Days.**

(7) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2025-2026/222

Name of the work: **Supply and delivery of LED street light fittings at Jatin Bagchi Road and its surrounding areas in Ward No. 86 under BR.-VIII.** Estimated Amount: ₹ **4,92,530.00.** Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion: **7 Days.**

(8) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2025-2026/226

Name of the work: **Installation and improvement of street lighting system at J D N Road and other places in Ward No. 70 under BR.-VIII.** Estimated Amount: ₹ **4,89,649.00.** Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion: **15 Days.**

(9) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2025-2026/239

Name of the work: **Repairing and dismantling of old and damaged base plate of KMC street lighting pole at Keya Tala Lane, Keya Tala Road, Lake Terrace and its surrounding areas in Ward No. 86 under BR.-VIII.** Estimated Amount: ₹ **3,85,176.00.** Earnest Money: ₹ **7,800.00.** Period of Completion: **20 Days.**

(10) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2025-2026/284

Name of the work: **Renovation of street lighting system by replacing damaged poles in Ward No. 70 under BR.-VIII.** Estimated Amount: ₹ **4,52,969.00.** Earnest Money: ₹ **9,200.00.** Period of Completion: **20 Days.** Last Date and Time of submission of Bid: **10.07.2025 up to 2 p.m. (for Sl. No. 2 to 6) & 12.07.2025 - 6 p.m. (for Sl. No. 7 to 10).** Tender (Technical) Opening Date & Time: **10.07.2025 at 4 p.m. (for Sl. No. 2 to 6) & 12.07.2025 - 6.30 p.m. (for Sl. No. 7 to 10).** The bid forms and other details are available on and from: **01.07.2025 from 2 p.m. (for Sl. No. 2 to 6) & 02.07.2025 - 6 p.m. (for Sl. No. 7 to 10)**. For full and further details, please visit the website: **https://etnder.wb.nic.in** Please keep watching on the above website for further addendum/corrigendum, pre-bid clarifications, if any which will be published in above website only **(for Sl. No. 2 to 6).** The website: **https://etender.wb.nic.in (for Sl. No. 7 to 10).**

Executive Engineer (E)/LTG/Z-IV, KMC invites e-tender online two part Bid system for the following works:-

(1) NIT No.: KMC/LTG/Z-IV/BR-X/153/25-26

Name of the work: **Repairing of street lighting system at K. P. Roy Lane in Ward No. 92, Br.-X.** Estimated Amount : ₹ **1,99,480.05.** Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of Completion: **10 Days.**

(2) NIT No.: KMC/LTG/Z-IV/BR-X/154/25-26

Name of the work: **Repairing works of street lighting arrangement at Prasanta Park and adjacent areas in Ward No. 98, Br.-X.** Estimated Amount : ₹ **1,87,637.80.** Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of Completion: **15 Days.**

(3) NIT No.: KMC/LTG/Z-IV/BR-X/155/25-26

Name of the work: **Installation works of street lighting arrangement at front of Bansdroni Market areas in Ward No. 98, Br.-X.** Estimated Amount : ₹ **1,35,959.13.** Earnest Money: ₹ **3,000.00.** Period of Completion: **15 Days.**

(4) NIT No.: KMC/LTG/Z-IV/BR-X/143/25-26

Name of the work: **Development of bustee lighting system at Jagannath Ghosh Road Bustee and surrounding areas in Ward No.91, Br.-X.** Estimated Amount : ₹ **2,90,760.82.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **20 Days.**

(5) NIT No.: KMC/LTG/Z-IV/BR-X/144/25-26

Name of the work: **Installation of minimast light at Bose Pukur Road, B. B. Chatterjee Road, Baikunta Ghosh Road, S. G. G. Road and N. K. Ghosal Road in Ward No. 91, Br.-X.** Estimated Amount : ₹ **4,48,909.65.** Earnest Money: ₹ **9,000.00.** Period of Completion: **20 Days.**

(6) NIT No.: KMC/LTG/Z-IV/BR-X/150/25-26

Name of the work: **Repairing of street lighting arrangement at Chetla Road, Rashbari, G Block (New Alipore) areas in Ward No. 81, Br.-X.** Estimated Amount : ₹ **2,48,976.03.** Earnest Money: ₹ **5,000.00.** Period of Completion: **20 Days.**

(7) NIT No.: KMC/LTG/Z-IV/BR-X/117/25-26

Name of the work: **Improvement of lighting system at P. A. Shah Road connector to Ganguly Pukur in Ward No. 92, Br.-X.** Estimated Amount: ₹ **1,37,827.63.** Earnest Money: ₹ **3,000.00.** Period of Completion: **15 Days.**

(8) NIT No.: KMC/LTG/Z-IV/BR-X/151/25-26

Name of the work: **Development of street lighting arrangement at Chandi Ghosh Road, Moore Avenue and adjacent areas in Ward No. 97, Br.-X.** Estimated Amount : ₹ **1,48,872.59.** Earnest Money: ₹ **3,000.00.** Period of Completion: **10 Days.**

(9) NIT No.: KMC/LTG/Z-IV/BR-X/152/25-26

Name of the work: **Temporary lighting arrangement at Kishore Kumar Uddayan, Uttam Kumar Sarani, Shanti Nagar for upcoming festivals in Ward No. 97, Br.-X.** Estimated Amount : ₹ **1,48,775.00.** Earnest Money: ₹ **3,000.00.** Period of Completion: **4 Days.**

(10) NIT No.: KMC/LTG/Z-IV/BR-X/149/25-26

Name of the work: **Repairing works of street lighting arrangement at Laxmi Narayan Garia Prantik and adjacent areas in Ward No. 100, Br.-X.** Estimated Amount : ₹ **1,99,291.18.** Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of Completion: **10 Days.** Last Date and Time of Completion of Bid: **15.07.2025 up to 9 a.m. (for Sl. No. 1 to 10).** The bid forms and other details are available on and from **03.07.2025 from 5 p.m. (for Sl. No. 1 to 10).** The website **https://etender.wb.nic.in. (for Sl. No. 1 to 10).**

Municipal Secretary invites e-tender online, two Bid system for the following work:-

NIT No.: KMC/MS/BA_IG/2025/1

Name of the work: **Observation of Birth Anniversary of Bharat Ratna Indira Gandhi on 19th November 2025 Wednesday 21-E-Uddyan opposite Birla Planetorium, Kolkata.** Estimated Amount (incl GST) : ₹ **2,00,788.00.** Earnest Money: ₹ **4,100.00.** Last Date and Time of submission of Bid: **08.07.2025 at 2 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **01.07.2025 at 2 p.m.** The website **https://etender.wb.nic.in.**

559/25-26

ভ্রমণ

ঘুরতে গিয়ে গা ছমছমে, রহস্যময় পরিবেশে সময় কাটাতে চাইলে আপনার গন্তব্য হোক এই ৫ স্থান

ভয়ে গল্প পড়ে ছোটবেলায় আমরা দিনের বেলাতেও দারুণ ভয় পেতাম। তেমনই ভয় কিন্তু এই পরিণত বয়সেও আমাদের হতে পারে। রাতের অন্ধকারে গা ছমছমে পরিবেশ আপনার মনে রোমাঞ্চ জাগায়! এই দেশে এমন কয়েকটি ভূতুড়ে স্থান রয়েছে যেখানে গেলে সত্যি সত্যিই ভয় পাওয়া যায়। এক অলৌকিক

জগতের স্পর্শ পেতে ঘুরে আসতে পারেন এইসব স্থানে।

দিল্লি ক্যান্টনমেন্ট, নিউদিল্লি, শহরের একটি সবুজ ও শান্ত এলাকা হিসেবে দিল্লি ক্যান্টনমেন্ট পরিচিত। কিন্তু রাতের বেলায় এই স্থান এক ভয়ংকর রূপ ধারণ করে। প্রচলিত আছে যে এখানে একজন সাদা পোশাক পরা মহিলা গাড়িচালকদের কাছে গভীর রাতে লিফট চেয়ে থাকে। গাড়িচালক যদি লিফট দিতে আপত্তি জানায়, তাহলে সেই মহিলা গাড়ির সঙ্গে সঙ্গে দৌড়াতে শুরু করে। এমন বহু ড্রাইভার রয়েছেন যাঁরা মাঝরাতে এই ঘটনার প্রত্যক্ষ সাক্ষী। স্থানীয় মানুষেরা বলেন, এই মহিলা নাকি বহু আগে এক সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছিলেন। রাতের বেলায় তার অতৃপ্ত আত্মা আজও ওই স্থানে ঘুরে বেড়ায়। রাতের বেলায় এই এলাকায় সেজন্য গাড়ি খুব কম চলে। এই ভীতিকর ঘটনার সাক্ষী হতে চাইলে আপনিও ঘুরে আসতে পারেন দিল্লি ক্যান্টনমেন্ট রোড।

লাক্কিড়ি গেটওয়ে, ওয়ানড়, কেরল,কেরলের ওয়ানড়ের লাক্কিড়ি গেটওয়ে একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় পর্যটন কেন্দ্র হলেও এর নেপথ্যে রয়েছে এক ভয়ংকর ইতিহাস। স্থানীয় কিংবদন্তি অনুসারে, এখানে ব্রিটিশ আমলে একটি কঠিন রাস্তা নির্মাণের সময় এক আদিবাসী যুবক কারিন্থান সাহায্য করেছিল ইংরেজদের। কিন্তু ব্রিটিশরা তার সাহয্যে গ্রহণ করলেও, পরে তাকে হত্যা করে। স্থানীয় বিশ্বাস মতে, কারিন্থানের আত্মা সেই গেটওয়েতে একটি অশ্বত্থ গাছের মধ্যে বন্দি হয়ে আছে। অনেক পর্যটক ও স্থানীয় মানুষ দাবি করেন যে তারা রাতের বেলা গাছটির কাছে এলে অদ্ভুত সব শব্দ শুনতে পান। অদৃশ্য শক্তির উপস্থিতিও অনুভব করেন। রাস্তার পাশে এই গাছটা শিকল দিয়ে বাঁধা অবস্থায় দেখতে পাওয়া যায় আজও। গাছটির উপস্থিতি এই ভৌতিক কাহিনির বিশ্বাসযোগ্যতা যথারীতি বাড়িয়ে তোলে পর্যটকদের কাছে।

গোলকোন্ডা ফোর্ট, হায়দরাবাদ, হায়দরাবাদের গোলকোন্ডা ফোর্ট তার ইতিহাস ও স্থাপত্যের জন্য বিখ্যাত হলেও, এই ফোর্ট নিয়ে বহু ভৌতিক কাহিনি প্রচলিত আছে। এই দুর্গে

একটি কুখ্যাত কারাগার ছিল যেখানে বহু বন্দি অমানুষিক নির্যাতনের শিকার হত। সবচেয়ে পরিচিত ঘটনাটি হল তারামতি নামে এক নৃত্যশিল্পীর। তিনি কুতুব শাহী রাজাদের প্রিয় ছিলেন। বলা হয, তারামতি এবং তার গুরু প্রেমমতির আত্মা এখনও এই দুর্গে ঘুরে বেড়ায়। বিশেষ করে রাতে তাদের নাচ-গানের শব্দ শোনা যায়। অনেকে গভীর রাতে দুর্গের ভেতর থেকে অদ্ভুত চিৎকার ও ফিসফিস শব্দ শুনতে পান বলেও শোনা গিয়েছে। যদি কখনও আপনি ভূতুড়ে জায়গায় ঘুরতে যেতে চান, তাহলে সেই লিস্টে গোলকোন্ডা ফোর্টকে অবশ্যই তালিকাভুক্ত করবেন।

কুলধারা, রাজস্থান, রাজস্থানের জয়সলমীরের কাছে অবস্থিত কুলধারা এক পরিত্যক্ত গ্রাম। প্রায় ২০০ বছর ধরে এই পরিত্যক্ত স্থান 'ভুতুড়ে গ্রাম' হিসেবে পরিচিত। কথিত আছে, ১৭শ শতাব্দীতে এই গ্রামের সমস্ত বাসিন্দা, প্রায় ১৫০০ পরিবার, এক রাতের মধ্যে রহস্যজনকভাবে গ্রাম ছেড়ে চলে যায়। কারণ তারা জয়সলমীরের শাসকের অন্যায় ও অত্যাচার মানতে চায়নি। গ্রাম ছাড়ার আগে তারা নাকি এই গ্রামকে অভিশাপ দিয়েছিল। সেদিনের পর ওই গ্রামে আর বসতি গড়ে ওঠেনি। আজও গ্রামটি জনশূন্য ও পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। দিনের বেলা পর্যটকরা এখানে ঘুরতে এলেও রাতেরবেলা কেউ একা থাকার সাহস দেখায় না। কারণ রাতের বেলায় অনেকে এখানে অলৌকিক কর্মকাণ্ড ঘটতে দেখেন। ঝনঝন করে বাসনপত্র পড়ার শব্দ, শিশুদের কান্নার শব্দ এবং ফিসফিসানি শুনতে পাওয়ার কথা অনেকেই বলতে শোনা গিয়েছে।শনিওয়ারওয়াড়া, পুনে, পুনের শনিওয়ারওয়াড়া একটি ঐতিহ্যবাহী দুর্গ। পেশোয়া শাসকদের আমলে এটি নির্মিত হয়েছিল। কিন্তু এই দুর্গের ইতিহাসে এক মর্মান্তিক ঘটনা জড়িয়ে রয়েছে। ১৭৭৩ সালে, মাত্র ১৬ বছর বয়সি যুবরাজ নারায়ণরাও পেশোয়াকে নির্মমভাবে তার কাকা রঘুনাথরাও এবং কাকী আনন্দীবাইয়ের নির্দেশে হত্যা করা হয়েছিল। বিশ্বাস করা হয়, সেই রাতে তাঁকে বাঁচানোর জন্য তাঁর আর্তনাদ ' মালা বাঁচাও' এখনও অমাবস্যার রাতে দুর্গের ভিতর থেকে শোনা যায়। অনেক স্থানীয় মানুষ ও পর্যটক ভয়ে অমাবস্যার রাতে দুর্গের আশেপাশে আসেন না। কারণ তাদের বিশ্বাস, নারায়ণরাওয়ের আত্মা এখনও এই দুর্গে বন্দি রয়েছে। তাই ভয়ের জায়গায় কেউ যদি বেড়াতে যেতে চান তবে ওপরের জায়গা গুলি বেছে নিতে পারেন, তবে সমস্তটাই নিজেদের সিদ্ধান্তে এগোতে হবে। তবে দিনের বেলা এই জায়গা গুলি দেখতে বর্তমানে ভীড় হচ্ছে বলেই এশানা গিয়েছে।

ট্রাম্পের গ্রেপ্তারি হুমকির পাল্টা জোহরানের

২ জুলাই ঃ নিউ ইয়র্কের মেয়র নির্বাচিত হয়ে যদি তিনি সেখানে ' এবং কাস্টমস এনফোর্সমেন্টে র' (আইসিই) কাজ বন্ধ করেন তাহলে ডেমোক্র্যাট নেতাকে গ্রেপ্তার করবে তাঁর প্রশাসন। মঙ্গলবার এই ভাষাতেই জোহরান মামদানিকে হুমকি দিয়েছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডেনাল্ড ট্রাম্প। একদিন পর এবার তার পাল্টা দিলেন জোহরান। বলেন, আমি ভয় পাওয়ার পাত্র নই। উল্লেখ্য, মঙ্গলবারই জোহরান নিউইয়র্কের নির্বাচন বোর্ড ডেমোক্র্যাট প্রাইমারিতে জয়ী হয়েছেন। তৃতীয়ে রাউন্ডের শেষে জোহরানের প্রাপ্ত ভোটের হার ছিল ৫৬ শতাংশ। যেখানে জয়লাভের জন্য দরকার ছিল ৫০ শতাংশের বেশি ভোট। এর মাধ্যমেই জোহরান নিউইয়র্কের মেয়র হওয়ার লক্ষ্যে আরও এক ধাপ এগিয়ে গিয়েছেন। তার পরই তাঁকে হুঁশিয়ারি দেন ট্রাম্প।

মঙ্গলবার একটি বিবৃতি জোহরান বলেন, নিউইয়র্ক শহরে আমি নিউ ইয়ক' আতঙ্ক ছড়াতে দেব না। এই জন্যই মার্কিন প্রেসিডেন্ট আমাকে গ্রেপ্তারির হুমকি দিয়েছেন। এমনকী আমার নাগরিকত্ব বাতিল করে আমাকে ডিটেনশান শিবিরে রাখারও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। তাঁর এই মন্তব্য দেশের গণতন্ত্রের উপর আঘাত হেনেছে। তবে ট্রাম্পের এই হুমকিতে আমি ভয় পাই না। একইসঙ্গে তিনি বলেন, রিপাবলিকানরা প্রতিনিয়ত সামাজিক নিরাপত্তা ধ্বংস করার চেষ্টা করছেন। লক্ষ লক্ষ নিউ ইয়র্কবাসীকে স্বাস্থ্য পরিষেবা থেকে বঞ্চিত করছেন। তাঁদের রাজত্বে শুধু দেশের ধনকুবেররাই শুধু সমৃদ্ধ হচ্ছেন। প্রসঙ্গত, বছর তেত্রিশের জোহরানের জন্ম উগান্ডায়। তবে তাঁর বাবা মাহমুদ মামদানি গুজরাটের বাসিন্দা। অন্যদিকে জোহরানের মা হলেন স্বনামধন্য পরিচালক মীরা নায়ার। জন্মের কিছু বছর পর জেহরান নিউ ইয়র্কে চলে আসেন। বর্তমানে তিনি নিউ ইয়র্কের কুইন্সের বাসিন্দা। এই কুইন্স শহরে প্রচুর সংখ্যক বাংলাদেশির বাস। সেখানে থাকতে থাকতেই বাংলা ভাষা রপ্ত করেছেন জেহরান। সমাজমাধ্যমে নির্বাচনী প্রচারে তাঁকে বাংলা ভাষাতেও কথা বলতে দেখা গিয়েছে। সস্তায় খাদ্য,বস্ত্র এবং বাসস্থান মূলত নিউ ইয়র্কের বাসিন্দাদের জন্য এই তিন প্রতিশ্রুতিই দিয়েছেন জেহরান।

ঋষিকেশ-গঙ্গোত্রী সড়কে কানওয়ার ভর্তি ট্রাক উল্টে মৃত তিন, জখম ১৬

দেরাদুন, ২ জুলাই ঃ বুধবার সকালে ঋষিকেশ-গঙ্গোত্রী সড়কের তাচলার কাছে কানওয়ার ভর্তি একটি ট্রাক উল্টে তিনজন কানওয়ার মারা যান। আরও ১৬ জন গুরুতর আহত হন। গুরুতর আহত পাঁচজন যাত্রীকে ঋষিকেশ এইমস-এ স্থানান্তর করা হয়েছে। এরা সকলেই উত্তরপ্রদেশের বুলন্দশহরের বাসিন্দা এবং ভান্ডারার জন্য হর্ষিল যাচ্ছিলেন। ট্রাকটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফাকোটের সামনে তাছলায় উল্টে গেলে এই দুর্ঘটনা ঘটে। গাড়িটিতে মোট ১৯ জন যাত্রী ছিলেন। ঘটনার খবর পাওয়া মাত্রই পুলিশ এবং উদ্ধারকারী দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহতদের ট্রাক থেকে বের করে ফাকোট এবং নরেন্দ্রনগর হাসপাতালে ভর্তি করে। মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি দুর্ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

Name Change

I, LIPIKA DAS (Old Name) W/O DAYAL DAS Residing at Mahamaya Road, P.O - Hijalpukuria, P.S - Habra, District - North 24 Parganas, Pin - 743271 West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as LIPIKA KANGSABANIK (New Name) as declared before the Notary public govt of India at Kolkata vide affidavit dated 02-07-2025. LIPIKA DAS (Old Name) and LIPIKA KANGSABANIK (New Name) both are same and identical person.

Name Change

I, SANJAY LIKHMANIA (Old Name) S/O BANWARI LAL LIKHMANIA Residing at B1, Flat-2A, Flower Vally, 493B G.T Road South, P.O - Shibpur, District - Howrah, Pin - 711102 West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as SANJAY KUMAR LIKHMANIA (New Name) as declared before the Notary public govt of India at Kolkata vide affidavit dated 02-07-2025. SANJAY LIKHMANIA (Old Name) and SANJAY KUMAR LIKHMANIA (New Name) both are same and identical person.

Name Change

I, BAISHAYAN SAHA (Old Name) S/O SANDIP SAHA Residing at 1/21A, Bedia Danga 2nd Lane, P.S - Kasba, District - Kolkata, Pin - 700039 West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as BAISSHHYAN SAHA (New Name) as declared before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Calcutta vide affidavit no 06 dated 01-10-2024. BAISHAYAN SAHA (Old Name) and BAISSHHYAN SAHA (New Name) both are same and identical person.

Name Change

I, Rahul B Shah alias Rahul Bharat Shah (Old Name) S/o Late Bharat Shah Residing at Kubergarden Building, 4th Floor, Flat 4B, 27/1A Harish Mukherjee Road, District - Kolkata, Pin - 700025, West Bengal shall henceforth be known as Rahul Shah (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 39/2025 Dated 02-07-2025. Rahul B Shah, Rahul Bharat Shah (Old Name) and Rahul Shah (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Suresh Paria (Old Name) S/o Gadadhar Paria Residing at Rudranagar, P.o - Rudra Nagar, District - South 24 Parganas, Pin - 743373, West Bengal shall henceforth be known as Sukesh Paria (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 40/2025 Dated 02-07-2025. Suresh Paria (Old Name) and Sukesh Paria (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Rohit Lakhotia S/o Kamal Kumar Lakhotia Residing at Space Town Housing Complex Block -10, Flat No - 1, P.o+P.s - Baguiati, District - North 24 Parganas, Pin - 700059, West Bengal India shall henceforth be known as Rohit Kumar Lakhotia. I declare that Rohit Lakhotia and Rohit Kumar Lakhotia is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 02-07-2025.

Name Change

I, Tanusri Bhuiya W/o Dipankar Panja Residing at Ichapur, Sastibagan, Santragachi, District - Howrah, Pin - 711104 West Bengal India shall henceforth be known as Tanusree Panja. I declare that Tanusri Bhuiya and Tanusree Panja is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 02-07-2025.

Name Change

I, Sakila Bibi (old name) wife of Safique Mallick, residing at Jessore Road, Chapadali, Barasat(M), Dist : North 24 Parganas, Kolkata – 700124, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Sakila Begam Mallick (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata dated 01/07/2025. Sakila Bibi (old name) and Sakila Begam Mallick (new name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Mayna Debnath (old name) wife of Rabindra Debnath, residing at Uttar Para Shibrampur, Namkhana, Dist: South 24 Parganas, Pin: 743357, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Mayana Debnath (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata dated 01/07/2025. Mayna Debnath (old name) and Mayana Debnath (new name) both are same and one identical person.

শ্রীভূমিতে বিশেষভাবে সক্ষম পড়ুয়াদের বৃত্তির দরখাস্ত আহ্বান

শ্রীভূমি (অসম), ২ জুলাই ঃ কেন্দ্রীয় সরকারের সামাজিক ন্যায় ও অধিকার প্রদান মন্ত্রালয়ের অধীনস্থ ' অব পার্সনস্ উইথ ডিজেবিলিটিস' থেকে বিশেষভাবে সক্ষম পুয়াদের বৃত্তির জন্য তিন ক্যাটাগরিতে দরখাস্ত আহ্বান করেছেন শ্রীভূমির ভারপ্রাপ্ত মহকুমা কল্যাণ আধিকারিক। ভারপ্রাপ্ত মহকুমা কল্যাণ আধিকারিক এক বিজ্ঞপ্তি যোগে জানান, নবম ও দশম শ্রেণির জন্য প্রি-ম্যাট্রিক, একাদশ থেকে স্নাতকোত্তর স্তর পর্যন্ত পোস্ট-ম্যাট্রিক এবং স্নাতক ও স্নাতকোত্তর, ডিপ্লোমা ইত্যাদির টপ ক্লাসের ছাত্র-বৃত্তির জন্য দরখাস্ত ন্যাশনাল স্কলারশিপ পোর্টাল www.scholarship.gov.in-এ দাখিল করতে হবে।

প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হলদোয়ানিতে দুর্যোগ মোকাবিলা দল

হলদোয়ানি,২ জুলাই ঃ উত্তরাখণ্ডের বর্তমান বন্যা পরিস্থিতিতে দ্রুত উদ্ধারকার্য চালানো এবং প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হলদোয়ানিতে দুর্যোগ মোকাবিলা দল সোমবার ৯,১৫ নাগাদ মহড়ার আয়োজন করে। মহড়ার সময় দেবখাদি নালার জলস্তরে বৃদ্ধির একটি নকশা তৈরি করা হয় এবং প্রশাসনের কাছে সাহায্য চায়। এই তথ্যের উপর ভিত্তি করেই আইআরএস এর দল সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং নৈনিতাল জেলা দুর্যোগ মোকাবিলা দলও উদ্ধারকার্যে সামিল হয় । জেলা শাসক এবং জেলা দুর্যোগ মোকাবিলা কর্তৃপক্ষের চেয়ারপারসন নৈনিতালের জেলা দুর্যোগ নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রে আইআরএস আধিকারিকদের সঙ্গে ইতিমধ্যেই কথা বলেছেন। ত্রাণ ও উদ্ধার অভিযানের জন্য একটি পরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছে এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের নির্দেশ দিয়েছেন। এরপরেই, হলদোয়ানি তহসিল অফিসে স্টেজিং এরিয়া স্থাপন করা হয়েছে। দুর্যোগ নিয়ন্ত্রণ কমিটি থেকে থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে এলাকায় ত্রাণ কার্য চলছে এবং দেবখাদি নালায় এলাকা থেকে ৬ জন আহত ব্যক্তিকে উদ্ধার করা হয়েছে। আহতদের মধ্যে চারজনকে প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান করা হয়েছে। গুরুতর আহত দুইজনকে অ্যাম্বুলেন্সের মাধ্যমে সুশীলা তিওয়ারি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে। এছাড়াও, জেসিবি মেশিন ব্যবহার করে ধ্বংসাবশেষ সরানোর কাজ চলছে। এখনও পর্যন্ত, এই ঘটনার ফলে কোনও প্রাণহানির ঘটনা ঘটেনি। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের ত্রাণ শিবিরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ও খাবার এবং পানীয় জল সরবরাহ করা হচ্ছে।

হিমাচলে ভয়াবহ বর্ষা, ৫ থেকে ৭ জুলাই পর্যন্ত কমলা সতর্কতা জারি

শিমলা, ২ জুলাই ঃ হিমাচল প্রদেশে বর্ষা মরশুম শুরু হতেই পাহাড়ি রাজ্যে একের পর এক প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের খবর প্রকাশ্যে আসে। আগামী ৫ থেকে ৭ জুলাই পর্যন্ত রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে বুধবার আবহাওয়া দফতর । সেই সঙ্গে জারি হয়েছে কমলা সতর্কতা। এছাড়াও ২ থেকে ৪ জুলাই পর্যন্ত হলুদ সতর্কতা দেওয়া হয়েছে। আবহাওয়া দফতরের আশঙ্কা, অন্তত ৮ জুলাই পর্যন্ত রাজ্যের আবহাওয়া অনিশ্চিত এবং বিপজ্জনক থাকবে। বিগত ২৪ ঘণ্টায় সোলন জেলার কসৌলিতে সর্বোচ্চ ৫৫ মিমি বৃষ্টিপাত রেকর্ড হয়েছে। বর্ষার এই দাপটে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় ধস এবং জল জমে যাওয়ার আশঙ্কা বেড়েছে।

রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরের (এসইওসি)সূত্রে জানা গেছে , ২০ জুন থেকে ১ জুলাইয়ের মধ্যে হিমাচলে প্রাকৃতিক দুর্যোগে প্রাণ হারিয়েছেন ৫১ জন, আহত হয়েছেন ১০৩ জন এবং নিখোঁজ রয়েছেন আরও ২২ জন। এই সময়ের মধ্যে ধসে ও প্রবল বৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ৫৫টি বাড়ি, ৯টি দোকান এবং ৪৫টি গবাদি পশুর আশ্রয়স্থল। আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ আনুমানিক প্রায় ২৮৩ কোটি টাকার বেশি বলে জানা গিয়েছে।

মাণ্ডির জেলাজুড়ে পরিস্থিতি সবচেয়ে খারাপ। বুধবার জেলা শাসক জানান , সোমবার রাতের পর থেকে এই জেলায় অন্তত ১০ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং ৩৪ জন এখনও নিখোঁজ। তাঁদের খোঁজে থুনাগ, গোহর, করসোগ, ধার জারোল এবং পাণ্ডবশিলা এলাকায় তল্লাশি অভিযান চলছে। এখনও পর্যন্ত প্রায় ৩৭০ জনকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। দুর্যোগে ২৪টি বাড়ি, ১২টি গোশালা এবং একটি সেতু ধ্বংস হয়েছে। মারা গেছে প্রায় ৩০টি পশু। রাজ্যের এনডিআরএফ, এসডিআরএফ এবং স্থানীয় প্রশাসনের দলগুলি উদ্ধার ও ত্রাণে অনবরত কাজ করে চলেছে।বহু এলাকায় রাস্তার অবস্থা এতটাই খারাপ যে, ত্রাণ সামগ্রী পৌঁছানো মুশকিল হয়ে প।ছে। এজন্য জেলা শাসক কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রক এবং ভারতীয় বায়ুসেনার সহায়তায় হেলিকপ্টারে করে খাবার, ওষুধ এবং জরুরি জিনিসপত্র পাঠানোর অনুরোধ করেছেন।

গঙ্গায় ডুবে যাচ্ছিল,এনডিআরএফ-এর তৎপরতায় প্রাণে বাঁচল কিশোর

বারাণসী, ১ জুলাই ঃ গঙ্গাস্নানে নেমে প্রাণ হারাতে যাচ্ছিল এক কিশোর। কিন্তু এনডিআরএফ-এর এক উদ্ধারকারী কর্মীর সাহসিকতায় বড় দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পেল গোরখপুরের আয়ুশ সিংহ (১৭)। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর প্রদেশের বারাণসীর দশাশ্বমেধ থানা এলাকার মীর ঘাটে। মঙ্গলবার সকালে গঙ্গায় স্নান করতে নেমেছিল আয়ুশ। আচমকাই পা ফসকে পড়ে যায় গভীর জলে। তাঁকে তলিয়ে যেতে দেখে মুহূর্তে ঝাঁপ দেন ঘাটে মোতায়েন এনডিআরএফ-এর এক উদ্ধারকারী কর্মী। সময় নষ্ট না করে সাহসের সঙ্গে ডুবে যাওয়া কিশোরকে আনেন তীরে। উপস্থিত স্নানার্থীরা কিশোরকে জীবিত অবস্থায় উঠে আসতে দেখে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেন। এনডিআরএফ উদ্ধারকারী কর্মীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ তাঁরা।

মার্কিন মুলুকে বিদেশি পড়ুয়াদের সিংহভাগ এশিয়ার, শীর্ষে ভারত

মৌসুমী সেনগুপ্ত, ২ জুলাই ঃ একটা বিষয় সবার কাছে প্রায় স্পষ্ট- উচ্চশিক্ষায় গোটা বিশ্বের উচ্চাভিলাসি প্রায় সকলেরই পাখির চোখ মার্কিন মুলুক। কিন্তু বিদেশিরা কীভাবে, কতটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওই বাজার দখল করে আছে, সেই ছবিটা অনেকের কাছেই স্পষ্ট নয়। বিষয়টার ওপর নিরন্তর নজর রাখে ইউএস ইমিগ্রেশন অ্যান্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট (আইসিই)। তাদের স্টুডেন্ট অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ ভিজিটর ইনফরমেশন সিস্টেম (এসইভিআইএস, বা সেভিস) নামে একটি তথ্যভাণ্ডার আছে। অতি সম্প্রতি তাদের পরিবেশিত তথ্যে দেখা যাচ্ছে, এ ব্যাপারে মহাদেশগতভাবে সবচেয়ে এগিয়ে এশিয়া। ২০২৪ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গোটা বিশ্বের যত পড়ুয়া নাম নথিভূক্ত করেছে, তার প্রায় ৭২ শতাংশ এশিয়ার। তালিকায় শীর্ষে রয়েছে ভারত (প্রায় ৪ লক্ষ ২২ হাজার ৩৩৫)।আন্তর্জাতিক পড়ুয়াদের প্রায় ২৭ শতাংশ ভারতীয়। ২০২৩-এর তুলনায় এই শতাংশ বৃদ্ধির হার প্রায় ১১.৮। এর পর চিন (প্রায় ৩ লক্ষ ২৯ হাজার ৩৩৫)। আন্তর্জাতিক পড়ুয়াদের প্রায় ২০ শতাংশ চিনা। কিন্তু ২০২৩-এর তুলনায় '২৪এ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মোট বিদেশি পড়ুয়ার মধ্যে চিনা পড়ুয়া কমে গেছে প্রায় ০.২৫ শতাংশ। ২০২৪-এ ভারত ও চিনের পরের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তিনটি দেশের বিদেশি পড়ুয়ার অবস্থান অনেকটা নিচে - দক্ষিণ কোরিয়া, কানাডা ও ব্রাজিল, যথাক্রমে প্রায় ৬১ হাজার ২৭৭, প্রায় ৪৬ হাজার ৫৩৬ ও প্রায় ৪৪ হাজার ৭২১।

পূর্ব বিদর্ভে কমলা সতর্কতা জারি করল নাগপুর আঞ্চলিক আবহাওয়া দফতর

নাগপুর, ২ জুলাই ঃ নাগপুর আঞ্চলিক আবহাওয়া দফতর নাগপুর, ভান্ডারা এবং গোন্ডিয়ায় ১ জুলাই, মঙ্গলবার ভারী বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস দিয়েছে। পূর্ব বিদর্ভের জেলাগুলির জন্যেও একই সতর্কতবার্তা দেওয়া হয়েছে। তবে এই বছরে পশ্চিম বিদর্ভে তুলনায় কম বৃষ্টিপাত হয়েছে। আরএমসি আরও জানায় , ভারী বৃষ্টিপাতের ফলে উল্লিখিত স্থানগুলো জলমগ্ন হতে পারে , ফলে যানচলাচলে এবং কৃষিকাজে বিঘ্ন ঘটতে পারে। এখনও পর্যন্ত পশ্চিম বিদর্ভে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাতে নদীর জলস্তর বো|ে গেছে ফলে ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। তবে নাগপুরসহ পূর্ব বিদর্ভ অঞ্চলে এখনও পর্যন্ত হালকা বৃষ্টিপাত হয়েছে।প্রসঙ্গত , শনিবার গোন্ডিয়ায় ৪৩.৪ মিমি, ভান্ডারায় ১৯ মিমি এবং ইয়াভাতমালে ১৭ মিমি বৃষ্টিপাত হয়েছে।

গঙ্গানগরে একাধিক প্রকল্পের উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা

আমবাসা (ত্রিপুরা), জুলাই ঃ সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দফতর, রাজস্ব দফতর, গ্রাম উন্নয়ন দফতর ও শিক্ষা দফতরের একগুচ্ছ প্রকল্পের ভার্চুয়াল উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা। ধলাই জেলার আমবাসা মহাকুমার অন্তর্গত গঙ্গানগর বাজারে এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর হাতে এই সব প্রকল্পের ভার্চুয়াল উদ্বোধন হয়। প্রকল্পগুলির মধ্যে ছিল ধলাই জেলার বিভিন্ন মহকুমায় অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র, রইস্যাবাড়ি এলাকায় ফায়ার সার্ভিস কেন্দ্র, আমবাসায মহিলাদের জন্য ওয়ার্কিং হোস্টেল ইত্যাদি। এদিনের অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দফতরের মন্ত্রী টিংকু রায়, জেলা পরিষদের সভাধিপতি সুস্মিতা দাস, ধলাই জেলার জেলাশাসক সাজু ওয়াহিদ এ, এমডিসি ভূমিকানন্দ রিয়াং সহ বিভিন্ন দফতরের অন্যান্য আধিকারিকরা।

প্রথমে মুখ্যমন্ত্রী সহ অতিথিরা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর 'মন কি বাত' অনুষ্ঠান শুনেন। তারপর শুরু হয় মূল অনুষ্ঠান। চারা গাছে জল সিঞ্চলনের মধ্য দিয়ে একাধিক প্রকল্পের উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা। ধলাই জেলার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের জন্য প্রধানমন্ত্রী জেলার জেলা শাসককে পুরস্কৃত করেন। সেই পুরস্কার ছবিরূপে মুখ্যমন্ত্রী আজ জেলা শাসকের হাতে তুলে দেন। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সরকার উন্নযনমূলক কাজ করবে, কিন্তু জনগণকেও এগিয়ে আসতে হবে। সকলের সহযোগিতায় এগিয়ে যাবে ত্রিপুরা। আজ গঙ্গানগরে ৮৭ টি প্রকল্পের উদ্বোধন হয়েছে। যার জন্য খরচ হয়েছে ৪২ কোটি ৪৬ লক্ষ টাকা। ভারতীয় জনতা পার্টি সরকারে আসার পর উন্নয়ন কাকে বলে তা দেখাতে পারছি জনগণকে। আগে শুধু স্লোগানের সরকার ছিল। এখন ত্রিপুরায় উন্নয়নের সরকার চলছে বলে দাবি করেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা।

বেড়ানোর পরিকল্পনা বাতিল, আগামী তিনমাস বন্ধ সুন্দরবন

বর্ষা মানেই সুন্দরবনে নদীতে নৌকোবিলাস! মাথার উপর ঝরতে থাকা ইলশে গুড়ি বৃষ্টি। সঙ্গী হবে টাটকা গরম গরম মাছভাজা, ধোঁয়া ওঠা খিঁচুড়ি। বহু বর্যটন সংস্থাই এই টোপ দিয়ে ভ্রমণপিপাসুদের সুন্দরবনে ডাকে। কিন্তু ১৫ জুনের পর সেই সুযোগ বন্ধ। আবার ১৫ সেপ্টেম্বরের পর পর্যটকদের জন্য দরজা খুলবে সুন্দরবন। কারণ, বর্ষায় অভয়ারণ্যের প্রাণীদের প্রজননের সময়। এই সময় তারা সঙ্গমে লিপ্ত হয়। ডিম পাড়ে। সেই প্রক্রিয়া নিরবিচ্ছিন্ন রাখতে এবং প্রাণীদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে এই সিদ্ধান্ত। উল্লেখ্য, জুন-সেপ্টেম্বর, বর্ষাকালজুড়ে প্রাণীদের প্রজননের সময়। তাই দেশের সমস্ত অভয়ারণ্যের কোর এলাকায় পর্যটকদের প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। এনিয়ে সুন্দরবনে টানা তিন বছর এই নির্দেশিকা জারি করা হল। এ প্রসঙ্গে রাজ্যের বনমন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা জানিয়েছেন, এই সিদ্ধান্ত ইন্টিগ্রেটেড রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট প্ল্যানের অন্তর্ভুক্ত। দেশের সমস্ত জঙ্গলে এই সময় বন্যপ্রাণীদের শান্তিপূর্ণ পরিবেশ দেওয়ার জন্যই আমরা এই উদ্যোগ নিয়ে থাকি। তাই আগামী তিনমাস সুন্দরবন বেড়ানোর পরিকল্পনা বাতিল করতে হবে।

বাঙালির প্রিয় 'দিপুদা' অর্থা দিঘা, পুরী আর দার্জিলিং। এখন আবার শুধু দিঘা নয় মন্দারমণি, তাজপুরের মতো সৈকতেও পর্যটকদের ভিড় থাকে। তবে এই ভিড়ে যদি আপনি যোগ দিতে না চান। তার বদলে যদি চান সারিবদ্ধ ঝাউবন, ঝিঁঝির ডাক, নানা ধরনের পাখির কলকাকলি, বিস্তীর্ণ সমুদ্র সৈকতের মাঝে একটু শান্তির সময় কাটাতে। তাহলে চলে যেতেই পারেন পূর্ব মেদিনীপুরের বাঁকিপুটে। জোয়ারের সময় সমুদ্র অসামান্য। তবে ভাটার টানে সমুদ্র চলে যায় অনেক দূরে। তখন নিরালা সৈকতে শুধুই লাল কাঁকড়ার দাপাদাপি। ঘন ঝাউবন ঘেরা বিস্তৃত সৈকতে হাঁটতে বেশ লাগে। বেশ রোম্যান্টিক আবহ। সবুজের সমারোহে, ফেনিল সমুদ্র, নাগরিক সভ্যতা থেকে অনেক দূরে দূষণমুক্ত পরিবেশে মন-প্রাণ দুইই জুড়িয়ে যাবে।

ঝাউবন, সমুদ্র তো আছেই, সেই সঙ্গে বাঁকিপুটের আছে ঐতিহাসিক গুরুত্বও। দেখুন সমুদ্রের ধারে প্রাচীন বাতিঘর। হোটেল থেকে আধ কিলোমিটার মতো হেঁটে চলে যান ব্রিটিশ আমলে নির্মিত এই বাতিঘরের কাছে। ঘুরে আসুন পাঁচ কিলোমিটার দূরের বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতিবিজড়িত কপালকুন্ডলা মঃিদর। এখান থেকে কিছু দূর এগলেই দরিয়াপুর লাইট হাউস। এই বাতিঘর থেকে চারপাশ দেখতে বেশ ভালো লাগে। ঘুরে নিতে পারেন পেটুয়াঘাটের দেশপ্রাণ মৎস্যবন্দরও। আর দিঘা থেকে এই জায়গার দূরত্ব পঞ্চাশ কিলোমিটারেরও কম। সোয়া এক ঘণ্টার মধ্যে সেখানেও পৌঁছে যেতে পারবেন।

বাস বা গাড়িতে গেলে দ্বিতীয় হুগলি সেতু পেরিয়ে বম্বে রোড ধরে পৌঁছে যান কোলাঘাট। কোলাঘাট তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে একটু এগলেই হলদিয়া মোড়। সেখান থেকে নন্দকুমার পেরিয়েকাঁথি মোড়। কাঁথি থেকে ধরুন জুনপুটের রাস্তা। জুনপুট পেরিয়ে বাঘাপুটের রাস্তা ধরলে পথেই পরবে বাঁকিপুট। কাঁথি থেকে বাঁকিপুটের দূরত্ব ১৩ কিলোমিটার আর জুনপুট থেকে বাঁকিপুটের দূরত্ব মাত্র ৪ কিলোমিটার। এছাড়া তাম্রলিপ্ত এক্সপ্রেস, কাণ্ডারি এক্সপ্রেস বা দুরন্ত এক্সপ্রেসে এলে নামতে হবে কাঁথিতে। সেখান থেকে ভ্যানরিকশায় করে পৌঁছনো যায় বাঁকিপুটে।কখন যাবেন, কোথায় থাকবেন?

সারাবছরই বাঁকিপুটের আবহাওয়ার থাকে মনোরম, তাই বছরের যেকোনও সময় পৌঁছে যাওয়া যায় বাঁকিপুটে। নিরালা এই সৈকতে থাকার জন্য আছে একাধিক জায়গা। এখানে মজুত রয়েছে সমস্ত আধুনিক সুযোগ-সুবিধে।

তীব্র দাবদাহে পুড়ছে ইউরোপ, পর্তুগালে পারদ ছাড়াল ৪৬ ডিগ্রি, ফ্রান্সে বন্ধ স্কুল

২ জুলাই ঃ মানুষের অহঙ্কার কিংবা যুদ্ধের চেয়েও জরুরি হল পরিবেশ। ফের হাড়ে হাড়ে বুঝিয়ে দিচ্ছে প্রকৃতি। নজিরবিহীন তাপপ্রবাহে পুড়ছে গোটা ইউরোপ। আগুনের গোলা হয়ে উঠেছে ইটালি, ফ্রান্স, স্পেনের মতো দেশগুলি। গত কয়েক দিনে স্পেনে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৪৬ ডিগ্রির বেশি। অবস্থা এমনই যে ফ্রান্সের ইমানুয়েল ম্যাঁক্রো সরকার দেশের ১৯০০ স্কুল বন্ধ করে দিয়েছে। মাত্রাতিরিক্ত তাপপ্রবাহে ইটালির ১৭টি শহরে জারি হয়েছে সতর্কতা। প্রভাব পড়ছে ঐতিহ্যবাহী উইম্বলডন টেনিস চাম্পিয়নশিপ এবং আমেরিকারয় চলা ক্লাব বিশ্বকাপেও।

বাংলা-সহ ভারতের অধিকাংশ অঞ্চলে যখন বর্ষাকাল, সেই সময়েই গ্রীষ্মকাল ইউরোপ ও আমেরিকায়। যদিও প্রধানত শীতের দেশের গ্রীষ্মের তাপমাত্রা থাকে আরামদায়ক। কিন্তু বিশ্ব উষ্ণায়ণের প্রভাবে গত এক দশকে ইউরোপেও লাগামছাড়া গরম পড়ছে। গত কয়েক দিনে তেমন গরমেই নেজাল অবস্থা ফ্রান্স-স্পেন-ইটালির পাশাপাশি আমেরিকা-কানাডার। কোথাও কোথাও গরমের আগের সব রেকর্ড ভাঙছে। কোথাও ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস, আবার কোথাও ৪৬ ডিগ্রি, কোথাও কোথাও আবার তাপমাত্রা ৫০ ডিগ্রি ছুঁইছুঁই। এই অবস্থায় প্রশাসনের বার্তা, প্রয়োজন ছাড়া বাড়ির বাইরে বোরোবেন না। দাবদহের জেরে তুরস্কের জঙ্গলে দাবানল দেখা দিয়েছে। বিশেষজ্ঞ বক্তব্য, উষ্ণায়নের জেরে গোটা বিশ্বেই তাপমাত্রা ঊর্ধমুখী, তবে ইউরোপে দ্বিগুণ গতিতে গরম বাড়ছে। সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতি উত্তর গোলার্ধের ফ্রান্স (সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৪০-৪১ ডিগ্রি সেলসিয়াস), স্পেন (সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৪৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস), পর্তুগাল (সর্বোচ্চ তাপমাত্রার পারদ ৪৬.৬ ডিগ্রি ছুঁয়েছে), ইটালি , গ্রিস (সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস) এবং সুইজারল্যান্ডের। এছাড়াও গ্রিস এবং তুরস্কে ব্যাপক গরম পড়েছে। এমনকী ব্রিটেনের তাপমাত্রা ৩৩ সেলসিয়াস ছাড়িয়ে গিয়েছে। এর জেরে উইম্বলডন টেনিস টুর্নামেন্টে র খেলা দেখতে এসে অসুস্থ হয়ে পড়ছেন কেউ কেউ।

অন্যদিকে পারদ চড়ছে আমেরিকা এবং কানাডাতেও। অতিরিক্ত গরমের মধ্যে আমেরিকায় ক্লাব বিশ্বকাপের খেলা চলায় সমালোচিত বিশ্ব ফুটবল নিয়ামক সংস্থা ফিফা। খেলোয়াড়দের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। বিগত কয়েকটি গ্রীষ্মে কানাডায় গরমে মানুষের মৃত্যুর ঘটনাও দেখা গিয়েছে। সেবার দেশটির কোনও কোনও অঞ্চলে পারদ ছুঁয়েছিল ৫০ ডিগ্রিতে।

রকমারি মিষ্টির জন্য সিউড়ির বিখ্যাত মোরব্বার জনপ্রিয়তা ও চাহিদা আজ তলানিতে ঠেকেছে

দুরন্ত বার্তা, সিউড়ি, ২ জুলাই ঃ বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন মিষ্টির প্রাধান্য রয়েছে। যেমন শক্তিগড়ের ল্যাংচা, বর্ধমানের মিহিদানার পাশাপাশি সিউড়ির মোরব্বা।

সিউড়ির এই মোরব্বাপ্রেমীদের তালিকায় রয়েছেন স্বয়ং উত্তমকুমার থেকে অনিল চট্টোপাধ্যায়, প্রয়াত প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য থেকে শুরু করে লালুপ্রসাদ যাদব, দিকপাল জাদুকর পিসি সরকার সিনিয়র এবং তাঁর সুযোগ্য পুত্র পিসি সরকার জুনিয়ার। তবে বীরভূমের সিউড়ির এই মোরব্বা দিন দিন কদর হারাচ্ছে। প্রচলিত কথাতে রয়েছে ‘ গেঁয়ো যোগী ভিখ পায় না।’ এই প্রচলিত প্রবাদ বীরভূমের সদর শহর সিউড়ির মোরব্বার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। ঐতিহ্যবাহী মোরব্বার কদর কমছে খোদ শহরেই। শুধুই কি সিউড়ি! এর পাশাপাশি রামপুরহাট এবং বোলপুর থেকে যারা প্রত্যেকদিন এ মোরব্বা কিনে নিয়ে যেতেন তাঁদের কেনার ক্ষেত্রেও কদর কমেছে। মিষ্টি ব্যবসায়ীদের একাংশের আশঙ্কা, ঘরে ঘরে ব্লাডসুগার রোগীদের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। সেই কারণেও মোরব্বা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন শহরের বাসিন্দারা। এই বিষয়ে বীরভূমের এক স্থানীয় বাসিন্দা জানাচ্ছেন মূলত নিত্যনতুন বাজারে অত্যাধুনিক খাবার উঠে এসেছে। এর পাশাপাশি বিভিন্ন মিষ্টির দোকানে গেলেই বিভিন্ন ধরনের মিষ্টি পাওয়া যাচ্ছে, আর সেই কারণেই যেমন একদিকে কদর হারাচ্ছে সিউড়ির বিখ্যাত মোরব্বা। অন্যদিকে বর্তমান জীবনে প্রায় প্রত্যেকেরই ব্লাডসুগার কিংবা ডায়াবেটিসের সমস্যা রয়েছে। আর মোরব্বা বিভিন্ন ফল থেকে তৈরি হলেও এতে মিষ্টি পরিমাণ থাকে অনেকটাই বেশি। আর সেই কারণেই মোরব্বা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন সাধারণ মানুষজন। বিভিন্ন নথি ও মিষ্টি ব্যবসায়ীদের সূত্রে জানা গেছে, মোরব্বার সঙ্গে জড়িয়ে আছে রাজনগরের রাজাদের কথা। তাঁদের এক পূর্বপুরুষ আগ্রায় গিয়ে পেঁপের পিঠা বা মোরব্বার প্রেমে পড়েন। তার পর থেকে রাজনগরের ও তাঁতিপাড়া বিভিন্ন ময়রা রাজার অনুরোধে এই মিষ্টি তৈরি করতে শুরু করেন। রাজ্যের অন্যান্য জেলা যেমন শক্তিগড়ের ল্যাংচা, বর্ধমানের সীতাভোগ-মিহিদানা, গুপ্তিপাড়ার কাঁচাগোল্লা, বাঁকুড়ার মেচা সন্দেশ বিখ্যাত। তেমনই জেলা সদর সিউড়ি বিখ্যাত হয়ে ওঠে মোরব্বার জন্য। তবে আজ হারিয়ে যাচ্ছে সিউড়ির এই মোরব্বা এর প্রাধান্য।

মেয়ের অবস্থা আরজি করের মতো হবে! পাঁশকুড়া চিপস কাণ্ডের মৃত ছাত্রের মা-কে হুমকি

দুরন্ত বার্তা, পাঁশকুড়া, ২ জুলাই ঃ বিগত ২২ মে পাঁশকুড়ার সপ্তম শ্রেণির ছাত্র কৃষ্ণেন্দু দাসকে চিপসের প্যাকেট চুরির অপবাদ দেয় সিভিক ভলেন্টিয়ার শুভঙ্কর দীক্ষিত। এরপর আত্মহত্যা করে ওই সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র। আর সেই ঘটনায় উত্তাল হয়েছিল রাজ্য। ইতিমধ্যে ছাত্রের মা সুমিত্রা দাসের অভিযোগের ভিত্তিতে সিভিক ভলেন্টিয়ার শুভঙ্কর দীক্ষিতকে গ্রেফতার করে পাঁশকুড়া থানা পুলিস। কিন্তু মৃত ছাত্রের মা গতকাল পাঁশকুড়া থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। তার অভিযোগ যে অভিযুক্ত সিভিক থেকে সমস্ত অভিযোগ তুলে নেওয়ার জন্য ক্রমাগত হুমকির শিকার হচ্ছেন তিনি। এমনকি বাড়িতে এসে অকথ্য গালাগালি এবং তার নাবালিকা মেয়েকে আরজি করের ঘটনা স্মরণ করিয়ে হুমকি দিয়ে যাচ্ছেন বলে অভিযোগ করেন। ইতিমধ্যে ৮ জনের নামে পাঁশকুড়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন মৃত সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রীর মা সুমিত্রা দেবী। তবে অভিযোগকারীদের কোনও বক্তব্য পাওয়া যায়নি। ইতিমধ্যে পাঁশকুড়া থানার পুলিস তদন্ত শুরু করেছে। প্রসঙ্গত, পূর্ব মেদিনীপুরের পাঁশকুড়ার গোসাইবেড় এলাকায় নাবালকের আত্মহত্যাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ায়। এরই মধ্যে প্রকাশ্যে আসে সিসিটিভি ফুটেজ। যেখানে দেখা যায় যে সত্যিই ওই নাবালক চিপসের প্যাকেটটি কুড়িয়েই পেয়েছিল। দেখা যায়, ওই নাবালক সাইকেল নিয়ে যখন দোকানে যায় তখনই চিপসের প্যাকেট বাইরে পড়ে। দোকানে ঢুকে কাউকে না পেয়ে দোকানের বাইরে পড়ে থাকা চিপসের প্যাকেট তুলে নেয় সে। কিন্তু চোর অপবাদ আর অপমান সহ্য করতে না পেরে এরপরই কৃষ্ণেন্দু মাকে চিঠি লিখে রেখে বাড়িতে থাকা কীটনাশক খায়। প্রথমে তাকে ভর্তি করা হয় পাঁশকুড়া সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে, পরে স্থানান্তর করা হয় তমলুক জেলা হাসপাতালে। ২২ মে ছাত্রটির মৃত্যু হয়।

বাংলাদেশি সন্দেহে ওড়িশায় গ্রেপ্তার চন্দ্রকোণার যুবক, রাজ্যের মুখ্যসচিবের দারস্থ পরিবার

দুরন্ত বার্তা, ঘাটাল, ২ জুলাই ঃ কাজের সূত্রে পাশের রাজ্য ওড়িশায় গিয়েছিলেন। বাঙালি বলে বাংলায় হামেশাই কথা বলেন তিনি। সেই বাংলায় কথা বলাই কাল হল! শুধু তাই নয়, গ্রেপ্তার করে ওই ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে বলে অভিযোগ। ওড়িশার কটকে বাংলাদেশি সন্দেহে গ্রেপ্তার হয়ে আছেন এই রাজ্যের পশ্চিম মেদিনীপুরের চন্দ্রকোণার বাসিন্দা শেখ হানিফ আলি। পরিচয়পত্র দেখালেও তাঁকে ছাড়া হচ্ছে না বলে ওড়িশা পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ। ধৃতের পরিবার জেলা প্রশাসন-সহ রাজ্যের মুখ্যসচিবের কাছে এই বিষয়ে দ্বারস্থ হয়েছেন বলে খবর। জানা গেছে, শেখ হানিফ আলি চন্দ্রকোণার ১ ব্লকের বেড়াবেড়িয়া এলাকার বাসিন্দা। পেশায় কাঠের মিস্ত্রী হানিফ ওড়িশার কটকের বারাঙ্গা থানা এলাকায় কর্মরত। দীর্ঘ পাঁচ-ছয় বছর ধরে তিনি ওই এলাকার এক ফার্নিচারের দোকানে কাজ করেন বলে খবর। মাস কয়েক আগে তিনি চন্দ্রকোণার বাড়িতে ফিরেছিলেন। গত মাসে তিনি ফের ওড়িশায় ফিরে যান। আর তারপরেই ঘটে বিপত্তি। ওড়িশা পুলিশ বাংলাদেশি সন্দেহে তাঁকে আটক করে বলে অভিযোগ। আধার কার্ড, ভোটার কার্ড, রেশন কার্ড ওড়িশা পুলিশের কাছে দেখানো হয়েছিল। জানানো হয়, তিনি পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা। কয়েক পুরুষ ধরে চন্দ্রকোণাতেই তাঁদের বসবাস। কিন্তু তারপরও ওড়িশা পুলিশ কোনও কথা কানে তোলেনি বলে অভিযোগ। ওই ব্যক্তিকে ডিটেনশন ক্যাম্পে রাখা হয়েছে বলে অভিযোগ। পরিবারের সদস্যদের জানানো হয়েছে, পরিচয়পত্র হিসেবে জমি-বাড়ির দলিল দেখাতে হবে। সেই দলিল কমপক্ষে পাঁচবছরের পুরনো হতে পারে। সেখানে শেখ হানিফ আলি-সহ তাঁর বাবার নামও থাকতে হবে। সেই কথা শুনে পরিবারের লোকজন জমি-বাড়ির দলিল সংগ্রহের চেষ্টা করছে। কাগজপত্র নিয়ে ওড়িশা যাওয়ার কথাও মনস্থ করেছে ওই পরিবার। পরিচয়পত্র না পেলে বাংলাদেশে হানিফকে পুশব্যাক করা হবে বলেও ভয় দেখানো হচ্ছে, এমনই অভিযোগ করেছেন ওই ব্যক্তির ভাই রিয়াজ আলি। ঘটনার কথা জানার পর থেকেই আতঙ্কে শেখ হানিফের স্ত্রী ও পরিবার। রাজ্য সরকার, পুলিশ-প্রশাসন তাঁকে বাড়িতে ফিরিয়ে আনার জন্য পদক্ষেপ করুক। এমনই চাইছেন তাঁরা। বিষয়টি নিয়ে রাজ্যের মুখ্যসচিব, পশ্চিম মেদিনীপুরের জেলাশাসক, পুলিশ সুপার-সহ একাধিক আধিকারিককে মেইলের মাধ্যমে জানানো হয়েছে। চন্দ্রকোণার বিধায়ক অরূপ ধারা জানিয়েছেন, বিষয়টি উপরমহলের সঙ্গে কথাবার্তা চলছে। ওই ব্যক্তিকে বাড়িতে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা চলছে।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য রক্ষায় অন্যতম ভূমিকায় গ্রামের সোলার প্যানেল

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২ জুলাইঃ শুধু বিদ্যুৎ সরবরাহ নয়, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য, পরিবেশ রক্ষা করতেও অন্যতম ভূমিকায় দেখা মিলল গ্রামের সোলার প্যানেলের। আধুনিক যুগের নতুন চিন্তা ধারাকে কাজে লাগিয়ে জল সংরক্ষণ এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পরিবেশ গড়ে তুলতে অভিনব কায়দায় সাজানো হল পুকুর ঘাট। আর্থিক খরচ ছাড়াই বিদ্যুৎ সরবরাহ করে মোটর পাম্পের মাধ্যমে জল তুলে দেওয়া হচ্ছে পুকুরে। গ্রামের পুকুরকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে এমনই চিন্তাধারা নিয়ে স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতে এই দাবি তুলেন গ্রামবাসীরা। সেই মত প্রায় সাড়ে চার লক্ষ টাকা ব্যয়ে মালদার গ্রামের পুকুর পাড়ে সোলার ওয়াটার পাম্পের ব্যবস্থা করা হয় গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে। সোলার প্যানেল দিয়ে বিনামূল্যে শুধু জল সরবরাহ নয় রোদের তাপ এমনকি বৃষ্টির জল থেকে বাঁচতে ছাউনি হিসেবে গ্রামবাসীদের আড্ডা দেওয়ার মত পরিবেশ গড়ে তোলা হয়েছে পুকুর পাড়ে। স্থানীয় বিনোদপুর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান রাজু মিঞা বলেন, গ্রামবাসীদের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল সেখানে গ্রামের পুকুরকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যবস্থা করার। সেই মত সেখানে প্রায় সাড়ে চার লক্ষ টাকা ব্যয়ে পুকুর ঘাটে আটটি সোলার প্যানেল এবং একটি জল তোলার পাম্প মেশিন বসানো হয়েছে। এর ফলে গ্রামের প্রাকৃতিক পরিবেশ সুন্দর থাকবে এবং স্নান, কাপড় ধোয়া, উন্নত মানের মাছ চাষ ইত্যাদির ক্ষেত্রে গ্রামবাসীরা সুবিধা পাবেন। মূল বিষয় হচ্ছে এর জন্য কোনরকম আর্থিক খরচ করে বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে হচ্ছে না। এতে পঞ্চায়েত প্রশাসনের পাশাপাশি গ্রামবাসীরাও উপকৃত হচ্ছেন। মালদার ইংরেজবাজার ব্লকের বিনোদপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের নিয়ামতপুর গ্রামের আজব এই সোলার প্যানেলের একাধিক কাজ নজর কেড়েছে সকলের। সৌর বিদ্যুৎ তৈরি করে পাম্প থেকে পুকুরে জলের জোগান দিয়ে প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষা সহ ইত্যাদি কাজে আসছে এই সোলার প্যানেল।

চমকে দেওয়া রেসিপি আম-উৎসবে

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২ জুলাই ঃ আম উৎসবে মজতে শহরবাসীর জন্য দারুণ চমক! রেসিপিতে আমের চা, মোমো, কাটলেট! এবার জলপাইগুড়িবাসীর জন্য এমনই অভিনব আম উৎসবের আয়োজন করল বেসরকারি কলেজ। রঙ-রূপে নজরকাড়া বাহারি আমে সেজে উঠল কলেজ ক্যাম্পাস। মালদার ল্যাংড়া, হিমসাগরের পাশে জায়গা নিল জাপানি মিয়াজাকি। দেশি-বিদেশি প্রজাতির এমন বৈচিত্র্য দেখে মুগ্ধ দর্শনার্থীরা। পড়ুয়াদের হাতে তৈরি নানা আমের রেসিপি ছিল অনুষ্ঠানের আকর্ষণ। চেখে দেখা গেল আমের চা, আম চপ, মোমো, কাটলেট!সৃষ্টি ও স্বাদে জিতল পড়ুয়াদের সাহসী ভাবনা। উত্তরবঙ্গের নানা প্রান্ত থেকে আসা আমচাষি ও উদ্যোগপতিরা পেলেন পুরস্কার। কো-অর্ডিনেটর ভাস্কর চক্রবর্তী ও অধ্যক্ষ ড. সঞ্চিতা সোম করলেন সম্মাননা প্রদান। তিন বছর ধরে আম-উৎসবের আয়োজন করে আসছে জলপাইগুড়ি ক্যাম্পাস। লেখাপড়ার বাইরেও পড়ুয়াদের হাতে তুলে দিচ্ছে দক্ষতার চাবিকাঠি। উৎসব শুধু আমের নয়, বরং জীবনের পাঠ শেখার সুযোগ।

দুর্ঘটনার কবলে পুলিশের গাড়ি, দুই পুলিশের মৃত্যু

দুরন্ত বার্তা, হলদিয়া, ২ জুলাই ঃ মঙ্গলবার গভীর রাতে হলদিয়া মেছেদা ১১৬নং জাতীয় সড়কের গাড়ুঘাটা এলাকায় টহলরত অবস্থায় ভয়াবহ দুর্ঘটনার কবলে পড়ল মহিষাদল থানার পুলিশের একটি গাড়ি। একটি দ্রুত গতির ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পুলিশের টহলরত গাড়িতে সজোরে ধাক্কা দেওয়ার জেরেই এই ঘটনা ঘটে। সেই সময় পুলিশের গাড়িতে থাকা এক সাব ইন্সপেক্টর ও একজন পুলিশ কর্মীর মৃত্যু হয়েছে। এছাড়াও আরও এক পুলিশ কর্মী গুরুতর জখম অবস্থায় তাম্রলিপ্ত মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে। তবে অল্পের জন্য পুলিশের গাড়ির চালক এই দুর্ঘটনার হাত থেকে বেঁচে গিয়েছেন। ঘটনার পর ঘাতক ট্রাকটি পালাতে চেষ্টা করলে গাড়ি সহ চালককে তাড়া করে পাকড়াও করেছে নন্দকুমার থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃত সাব ইন্সপেক্টরের নাম জয়ন্ত ঘোষাল (৪৭) এবং পুলিশ কর্মীর নাম শেখ হোসেন খান। তিনি ওয়েস্ট বেঙ্গল ন্যাশনাল ভলেন্টিয়ার ফোর্স-এ কর্মরত ছিলেন। এছাড়াও গুরুতর জখম পুলিশের কনস্টেবল স্বপন দাস তমলুকে চিকিৎসাধীন। ঘটনার খবর পেয়ে রাতেই ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন জেলার পুলিশ সুপার সৌম্যদ্বীপ ভট্টাচার্য্য সহ বিশাল পুলিশ বাহিনী। কিভাবে এই দুর্ঘটনা তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে বলে।

বোলপুরে শুরু হতে যাচ্ছে টোটো অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা

দুরন্ত বার্তা, বোলপুর, ২ জুলাই ঃ বোলপুর পুরসভা সব সময় মানুষের পাশে। এমন বার্তা দিতে আরেকটি মানবিক পরিষেবার কথা ভাবলো বোলপুর পৌরসভা। এবার থেকে মাত্র ১০০ টাকার বিনিময়ে শান্তিনিকেতনে

অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা পাবেন সাধারণ মানুষ। এমনটাই জানালেন বোলপুর পুরসভার চেয়ারম্যান পর্ণা ঘোষ। অতীতে সারারাত ওষুধের দোকান খুলে রেখে এমনই নজির স্থাপন করেছে পুরসভা। সেখানে সারারাত ধরে ওষুধের দোকান খোলা থাকে। প্রয়োজনীয় ওষুধ ছাড়াও চিকিৎসকের পরিষেবা পাওয়া যায়। শান্তিনিকেতনের আপামর জনসাধারণ এই পরিষেবার জন্য বোলপুর পৌরসভার প্রশংসা করেছে। এবার এই পরিষেবা নিয়ে সাধারণ মানুষ যথেষ্ট উচ্ছ্বসিত। জানা গেছে, বোলপুর পুরসভার ছোট ছোট অলিগলি রাস্তা দিয়ে বড় অ্যাম্বুলেন্স ঢুকতে পারে না। সেক্ষেত্রে এই টোটো অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা খুবই কার্যকরী হবে। পর্না ঘোষ জানান, আপাতত দুটি টোটো অ্যাম্বুলেন্স এবং দুটি সব দেহ বাহক পরিষেবা বোলপুর পুরসভাবাসীরা পাবেন। সাধারণ মানুষ মাত্র ১০০ টাকা দিয়ে টোটো অ্যাম্বুলেন্সের পরিষেবা পাবেন। শব দেহ গাড়ি বা শকটের জন্য ২০০ টাকা ধার্য করা হয়েছে। বড় অ্যাম্বুলেন্সের ক্ষেত্রে যে অর্থ ব্যয় হয়, তার থেকে অনেক স্বল্প মূল্যে এই সমপরিষেবা সাধারণ দুঃস্থ মানুষ এবার থেকে পাবেন। স্বাভাবিকভাবেই বোলপুর পুরবাসী এই খবরই খুশি।

২১ জুলাই শহীদ দিবস ঘিরে সেজে উঠছে বড়ঞা ব্লকের একাধিক এলাকা

দুরন্ত বার্তা, বড়ঞা, ২ জুলাই ঃ তৃণমূল কংগ্রেসের ২১ জুলাই শহীদ দিবসকে সামনে রেখে প্রস্তুতি তুঙ্গে বড়ঞা ব্লকে। মঙ্গলবার সকাল থেকেই কান্দি মহকুমার বড়ঞা ব্লকের ডাকবাংলা মোড়, আফ্রিকা হিমঘর মোড়,

বাহাদুরপুর মোড়, সুন্দরপুর, পাঁচথুপির মতো একাধিক জনবহুল এলাকায় তৃণমূল নেতৃত্বের উদ্যোগে টাঙানো হয়েছে নতুন দলীয় পতাকা, ব্যানার, ফেস্টুন। প্রতিবছরই হাজার হাজার কর্মী-সমর্থক বড়ঞা ব্লক থেকে রওনা দেন কলকাতার ধর্মতলার শহীদ স্মরণসভায় যোগ দিতে। এবারও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডাকে সাড়া দিতে বড়ঞা ব্লক থেকে ব্যাপক প্রস্তুতি চলছে। তৃণমূল সূত্রে জানা গেছে, বহরমপুর সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি তথা কান্দির বিধায়ক অপূর্ব সরকারের নেতৃত্বে এবং বড়ঞা দক্ষিণ চক্রের তৃণমূল কনভেনর ও ব্লক তৃণমূল সহ সভাপতি মাহে আলমের উদ্যোগে মঙ্গলবার সকাল থেকেই দলীয় কর্মীরা এই সাজসজ্জার কাজে হাত লাগিয়েছেন। দলীয় সূত্রে আরও জানা গেছে, শুধু মোড়গুলিই নয়-আগামী দিনে ব্লকের প্রতিটি বুথে বুথে দেওয়াল লিখন, পোস্টার, ব্যানার, ফেস্টুন লাগানোর কাজ চলবে। এই উদ্যোগের মাধ্যমে ২১ জুলাইয়ের শহীদ দিবসে আরও বেশি মানুষকে শামিল করতে চায় ব্লক তৃণমূল নেতৃত্ব। মাহে আলম জানিয়েছেন, ২১ জুলাই শহীদ দিবস বাঙালির অহঙ্কার। শহীদদের স্মৃতির প্রতি সম্মান জানিয়ে ধর্মতলায় দলের কর্মসূচিকে সফল করতে আমরা সর্বশক্তি দিয়ে প্রস্তুত হচ্ছি।

বিএসএফের গুলিতে মৃত্যু বাংলাদেশি পাচারকারীর

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ২ জুলাই ঃ সীমান্ত পেরিয়ে পাচারের চেষ্টা করছিলেন কয়েকজন। টহলদারি বিএসএফ জওয়ানরা সেই ঘটনা দেখতে পান। পাচারকারীদের রোখার চেষ্টা হলে চলে গুলির লড়াই। বিএসএফের গুলিতে মারা গেল এক বাংলাদেশি পাচারকারী অনুপ্রবেশকারী। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে নদীয়ার কৃষ্ণগঞ্জের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের ৩২ নম্বর ব্যাটেলিয়ানের গেদে হালদারপাড়া বিওপিতে। বিএসএফ সূত্রে জানা গেছে, গতকাল, মঙ্গলবার গভীর রাতে কৃষ্ণগঞ্জের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের ওই এলাকা দিয়ে বাংলাদেশি পাচারকারীরা এদেশে ঢোকার চেষ্টা করছিল। পাচারের জন্য তারা সীমান্ত পেরিয়ে আসছিল বলে অনুমান। বিএসএফ জওয়ানরা এলাকায় নজরদারি চালাচ্ছিলেন। লোকজনকে সীমান্ত পেরতে দেখে সন্দেহ হয় জওয়ানদের। তাঁরা সেখানে গিয়ে ওই ব্যক্তিদের তাড়া করে। সেইসময় জওয়ানদের লক্ষ্য করে গুলি চালাতে থাকে পাচারকারীরা। প্রথমে কিছুটা পিছু হটেছিলেন জওয়ানরা। পরে জওয়ানরাও পালটা গুলি চালাতে থাকে। দুই পক্ষের মধ্যেই গুলি বিনিময় হয়। পরে পালিয়ে যায় ওই পাচারকারীরা। সীমান্ত এলাকায় তল্লাশি চালাতে উদ্ধার হয় এক যুবকের গুলিবিদ্ধ মৃতদেহ। মৃতদেহ উদ্ধার করে কৃষ্ণগঞ্জ গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। বিএসএফের প্রাথমিক অনুমান, গুলিতেই ওই পাচারকারী মারা গিয়েছেন। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে।

জয়েন্ট বিডিআর নামে টাকা চেয়ে ফেক কল

দুরন্ত বার্তা, নলহাটি, ২ জুলাই ঃ জয়েন্ট বিডিওর নাম করে ফোন করে টাকা চেয়ে প্রতারণার চেষ্টার ঘটনা ঘটলো নলহাটিতে। এই ফেক কল নিয়ে আজ বুধবার নলহাটি থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেছেন। জানা গেছে, এক ব্যক্তি (ট্রু কলারে দেখাচ্ছে নাম রোহন রায়) নলহাটি -২ ব্লকের বিভিন্ন প্রধান সহ সাধারণ জনগণকে সরকারি পরিষেবা দেওয়ার নাম করে অর্থ দাবি করছে। গত কয়েকদিন ধরে এই ব্যাপারে বিভিন্ন অভিযোগ নলহাটি দুই ব্লকের জয়েন্ট ভিডিও প্রবীর কুমার কাছে আসছিল। তারপরেই প্রবীর কুমার দত্ত নলহাটি থানায় এই মর্মে একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। ঘটনার তদন্ত করছে পুলিশ।

পুলিশের জালে গ্রেফতার এক ভারতীয় দালাল সহ এক মহিলা অনুপ্রবেশকারী

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ২ জুলাই ঃ এবার এক ভারতীয় দালালের সাথে গ্রেফতার এক মহিলা বাংলাদেশ অনুপ্রবেশকারী। গত এক বছর আগে ভারতের ভূখণ্ডে প্রবেশ কোরে ভারতীয় নথিপত্র তৈরি করে মুম্বাইয়ে চলে যায় কর্মসূত্রে, এরপর আবারও বাংলাদেশে ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করলে দালাল সহ ওই মহিলা বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারী গ্রেফতার হয় নদীয়ার ধানতলা থানার পুলিশের হাতে। জানা যায় বাংলাদেশী ওই নাগরিকের নাম আনিসা খাতুন, বয়স ২৯ বছর বাড়ি বাংলাদেশের সাতক্ষীরা জেলাতে। অন্যদিকে গ্রেপ্তারকৃত ভারতীয় দালালের নাম হাবিবুর বিশ্বাস, বুধবার ধৃতদের বিরুদ্ধে প্রাসঙ্গিক মামলা রুজি করে তোলা হয় রানাঘাট বিচার বিভাগীয় আদালতে। পুলিশের তরফে জানানো হয়, ধানতলা থানার অন্তর্গত ওই দালালের সহযোগিতায় মহিলা বাংলাদেশী ভারতীয় নথিপত্র তৈরি করে ভারতের রাজ্য অর্থাৎ মুম্বাইয়ে গিয়েছিল কর্মসূত্রে, গতকাল রাতে আবারো দালালের সহযোগিতায় বাংলাদেশে ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করলে ধানতলা থানার পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে দু'জনকেই একই সাথে গ্রেফতার করে। স্বভাবতই এখনো পর্যন্ত পুলিশের জালে গ্রেফতার হয়েছে প্রায় ৫০০ এরও বেশি বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারী। পাশাপাশি দালাল চক্রের সাথে যুক্ত থাকা ব্যক্তিদেরকেও রেয়াত করা হয়নি। আগামী দিনও অনুপ্রবেশকারীর বিরুদ্ধে লাগাতার চলতে থাকবে পুলিশের এই অভিযান। তবে যত দিন যাচ্ছে ততই বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীর বৃদ্ধি হওয়ায় রীতিমতো চিন্তিত জেলা পুলিশ প্রশাসন।

২০২৫ সালের জুন মাসে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পণ্য আনলোডিং ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে

মালিগাঁও, ২ জুলাই ঃ উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে বর্তমান বিত্তীয় বর্ষে পণ্যবাহী ট্রেন পরিচালনে ক্রমাগত গতিশীলতা বজায় রেখেছে। ২০২৫ বর্ষের জুন মাসেই, জোনটি ১,০৯৯ টি মালবাহী রেক আনলোডিং করেছে, যা গত বছরের একই মাসে ৯৩৯ টি রেকের তুলনায় উল্লেখযোগ্য ১৭ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২৪- ২৫ অর্থবছরে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে মোট ১৩,০৯১ টি মালবাহী রেক সফলভাবে

আনলোড করেছে, যা এর স্থিতিশীল পরিচালন দক্ষতা এবং বৃদ্ধিকেই প্রতিফলিত করছে। ২০২৫ সালের জুন মাসে, আসামে মোট ৬২৭ টি মালবাহী ট্রেন আনলোড করা হয়েছিল, যার মধ্যে ৩১৫ টি ছিল প্রয়োজনীয় পণ্যবাহী। ত্রিপুরায় ৭২ টি, নাগাল্যান্ডে ১৫ টি, মেঘালয়ে ৫ টি, মিজোরামে ৬ টি, অরুণাচল প্রদেশে ৭ টি এবং মণিপুরে ৯ টি করে মালবাহী ট্রেন আনলোডিং করা হয়েছিল। তাছাড়া, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অধিক্ষেত্রের পশ্চিমবঙ্গে ১৯৮ টি এবং বিহারে ১৬০ টি পণ্য রেকও এই মাসে আনলোড করা হয়। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে মাসে এফসিআই চাল, চিনি, লবণ, ভোজ্য তেল, খাদ্যশস্য, সার, সিমেন্ট, কয়লা, শাকসবজি, অটো, ট্যাঙ্ক এবং অন্যান্য পণ্য পরিবহন করেছে এবং যেগুলি এই রেলওয়ে অধিক্ষেত্রের বিভিন্ন গুডস শেডে আনলোড করা হয়। শুধুমাত্র সাধারণ মানুষের প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য আবশ্যক ও অন্যান্য পণ্যসমূহের নিয়মিত পরিবহন করা হচ্ছে তা নয় বরং এই অঞ্চলের স্থানীয় অর্থনৈতিক কার্যকলাপ সচল ও বৃদ্ধি করার জন্যও করা হয়েছে। সমগ্র স্তরে অবিরত নিরীক্ষণের পরিণামস্বরূপে টার্ণ এরাউণ্ড সময় হ্রাস হয়েছে এবং আনলোডিংয়ের দক্ষতাও বৃদ্ধি পেয়েছে।

UTTARPARA-KOTRUNG MUNICIPALITY
CORRIGENDUM NOTICE
Notice Inviting e-Tender No.: UKM/PWD/039(e)/2024-25(3rd Call)
Date- 12/06/2025
1. Construction of M.S. roof shed at Community hall Makhla (3rd Floor) near Debiswari in Ward No-23. The bid Submission Closing date is hereby extended up to **10-07-2025 in place of 30-06-2025.** Date Corrigendum published. For Details: **wbtenders.gov.in**
Sd/- Chairman, Uttarpara-Kotrung Municipality

The Assistant Engineer, PWD Hooghly Construction Sub Division No II, Arambagh, Hooghly invites Tender vide **NIT No.-07/ Sub-II of 2025-26** for 01(One) No works from bonafied resourceful agency having technical and financial capability of performing the job. The details will be available in the office notice board and from office within office hour. Last date of application:- **09.07.2025**. Last date of receiving tender paper- **11.07.2025.**
Sd/- N. Dey
Assistant Engineer (PWD)
Hooghly Construction Sub Division No-II Arambagh, Hooghly

LAGDA GRAM PANCHAYAT
Vill+PO-BELKURI, P.S.-PURULIA (M) Dist- PURULIA-723149 (WEST BENGAL)
Corrigendum Notice for Date Extension
This is to inform you that due to non participate of agency to the **NIT NO-02/LGP/2025-26 dated 23/06/2025, SL No-1 to 15** Tender Form issue time has been extended upto **07/07/2025 upto 1.00 PM** and Dropping time has been extended up to **07/07/2025 up to 2.00 PM** and Opening time **07/07/2025, 2.30 PM** onwards.
Sd/- Pradhan
Lagda Gram Panchayat

e-Tender
Kalekhantala-II Gram Panchayat
Parulia, Purba Bardhaman.
NIT no.222/NIT/SBM/K2GP/2025 (E-CART-2 NOS) date 30/06/2025 & NIT no.223/NIT/SBM/K2GP/2025 (Plastic Cage 15 nos) date **30/06/2025**. Published on eNIT site on **03/07/2025** Fund: SBM(24-25) For Details, Please Visit **www.wbtenders.gov.in**
Sd/-
Prodhan
Kalekhatala-II Gram Panchayat.

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে – টেন্ডার
ই-টেন্ডার নোটিস নং ঃ আরএসও-কেজিপি-এনএমপি-মিল-আরআর-৩-২৫, তারিখ ০১.০৭.২০২৫, ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্য ও পক্ষে, সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার/ওপি/খড়গপুর, ডিআরএম বিল্ডিং, ২য় তল, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, খড়গপুর-৭২১ ৩০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য দফায় উল্লিখিত তারিখে বিকেল ৩টের পূর্বে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে যেগুলি বিকেল ৩টে ৩০ মিনিটে খোলা হবে। **কাজের বিবরণ ঃ** ২ বছর অর্থাৎ ৭৩০ দিনের মেয়াদের জন্য বাইরের এজেন্সি দ্বারা রানিং রুম, নিমপুরাতে (এনএমপি) বাসিন্দাদের জন্য ভরতুকিযুক্ত এবং ব্যক্তিগত রেশন মিল প্রস্তুতি ও পরিবেশন এবং বাগান করার কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** জিএসটি সমেত ১,০০,৩৮,৭৩২.২০ টাকা। **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ২,০০,২০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** ৫,০০০ টাকা। **খোলার তারিখ ঃ** ২৪.০৭.২০২৫। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ০২ বছর (৭৩০ দিন)। **দাখিল করার তারিখ ঃ** ২৪.০৭.২০২৫ তারিখ বিকেল ৩টে পর্যন্ত। আগ্রহী টেন্ডারদাতাগণ টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিশদ/বিবরণ/নির্দিষ্টকরণ-এর জন্য এবং অনলাইনে তাঁদের দরপ্রস্তাব দাখিল করতে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট দেখতে পারেন। এই কাজের ক্ষেত্রে কোনো অবস্থাতেই হাতেহাতে দাখিল করা টেন্ডার গৃহীত হবে না। **দ্রষ্টব্য ঃ** সম্ভাব্য দরপ্রস্তাবদাতাগণ সকল টেন্ডারে অংশ নিতে নিয়মিত **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন। **(PR-348)**

জৌগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েত
(জামালপুর পঞ্চায়েত সমিতির আওতায়)
গ্রাম+ পোষ্ট- জৌগ্রাম, থানা-জামালপুর, জেলাঃ পূর্ব বর্ধমান, পিনঃ ৭১৩১৬৬
ই টেন্ডার আহ্বান করে বিজ্ঞপ্তি
প্রধান, জৌগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েত জেলা পরিষদ, পিডব্লুডি, সিপিডব্লুডি এবং অনুরূপ অন্যান্য সরকার কর্তৃক নিবন্ধীকৃত কো-অপারেটিভ সোসাইটি ও অনুরূপ কাজ করার অভিজ্ঞতা আছে এমন ইঞ্জিনিয়ারদের দ্বারা পরিচালিত প্রকৃত সম্পদশালী এবং অভিজ্ঞ কন্ট্রাক্টরদের কাছ থেকে নিম্নলিখিত ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে- **NIT -02/ 25-26(Jau/582). NIT-03/ 25-26(Jau/583), NIT-04/ 25-26 (Jau/ 584), NIT-05/25-26(Jau/ 585), NIT-06/ 25-26(Jau/586) Dated 30.06.2025.**
বিস্তারিত শর্তাবলী জৌগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের অফিসের নোটিশ বোর্ড এবং **www.wbtender.com**-তে উপলব্ধ। বিস্তারিত জানতে যে কোনো কার্যদিবসে সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টার মধ্যে গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে যোগাযোগ করুন।
স্বাক্ষর
প্রধান
জৌগ্রাম গ্রামপঞ্চায়েত

মালিগাওঁএ বৈদ্যুতিক কাজ
ই-টেণ্ডার নোটিস নং. ডিওয়াইসিইই-পিএস-এমএলজি-এইচকিউ-৫২-২৫-২৬ তারিখঃ ০১-০৭-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছে। **কাজের নামঃ** মালিগাওঁএ (মুখ্য কার্যালয়)ঃ যৌথ টয়লেট ব্লকের উন্নীতকরণ সহিত পিসিএসটিই, পিসিইই, পিসিপিও, পিসিএমডি, পিসিএসসি এবং পিসিওএম/এনএফআর এবং অন্যান্য আধিকারিকদের কার্যালয় কক্ষ এবং কার্যালয়ের নবীকরণের হেতু বৈদ্যুতিক কাজ। **টেণ্ডার রাশিঃ** ৭০,২২,৩২৬/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ১,৪০,৫০০/- টাকা। **টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ** ১৪-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেণ্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
ডিওয়াই.সিইই/পিএস/মালিগাওঁ/এইচকিউ
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
“প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়”

Billagram Gram Panchayat
Belari, Purba Bardhaman
Ausgram-I Panchayat Samity
Notice Inviting e-Tender/NIT No. 194/1/BGP/2025-26
Invites e-tender for the work: Construction of Concrete Road at 5(Five) different places. For details visit **http://wbtenders.gov.in**
Sd/- Prodhan
Billagram Gram Panchayat

CORRIGENDUM NOTICE-231, Dated-02/07/25
Jagatballavpur -II Gram Panchayet
Jagatballavpur-2 Gram Panchayet has been earlier published **NIT No.: JB PUR-II / 211/2025, Dated: 12/06/2025. Sl. No. 02, 04,08, 12,14** Now due to non availability of minimum no of bids, the last date of receiving bid is hereby extended for 07 days (as per availability of WB e-Tender portal).
Sd/-
Prodhan
Jagatballavpur -II Gram Panchayet
Jagatballavpur Block,Howarh

OFFICE OF THE PRADHAN
MANKIARY GRAM PANCHAYAT
VILL.+PO.: MANKIARY, DIST.: PURULIA (W.B.)
UNDER ARSHA DEVELOPMENT BLOCK
e-TENDER NOTICE
NIT Memo No.: MGP/NI-02/2025-2026 dt. 03/07/2025
Encrypted electronic bids are hereby invited by the Pradhan, Mankiary Gram Panchayat through a single stage two part e-procurement system (Part I: Techno-commercial Bid, Part II: Financial Bid) using website **https://wbtenders.gov.in/**. 1. Date and Time of Download/Sale: from **03/07/2025 10am to 10/07/2025 5:30pm.** 2. Date and Time of Bid Submission: from **03/07/2025 10am to 10/07/2025 5:30 pm.** 3. Date and time of Bid Opening: **14/07/2025 at 12 Noon.** The list of schemes & other details will be available in the office notice board of the undersigned as well as abovementioned website.
Sd/- Pradhan
Mankiary Gram Panchayat

Office of the Pradhan, Haturia-II Gram Panchayat
Under Bagnan-I Development Block, Dist.:- Howrah
Has invited E-tender Notice. List of Tender Notice:- 1) NIT No:-WB/HZP/BAG-I/HAT-II/NIT-01/15 th CFC(Untied)/2025-26 Sl. No:-01, Dated:-24/06/2025, 2) NIT No:-WB/HZP/BAG-I/HAT-II/NIT-01/15 th CFC(Untied)/2025-26 Sl. No:-02, Dated:-24/06/2025, 3) NIT No:-WB/HZP/BAG-I/HAT-II/NIT-01/15 th CFC (Untied)/ 2025-26 Sl. No:-03, Dated:-24/06/2025, 4) NIT No:-WB/HZP/BAG-I/HAT-II/NIT-01/15 th CFC(Untied)/2025-26 Sl. No:-04, Dated:-24/06/2025, 5) NIT No:-WB/HZP/BAG-I/HAT-II/NIT-01/15 th CFC(Untied)/2025-26 Sl. No:-05, Dated:-24/06/2025, 6) NIT No:-WB/HZP/BAG-I/HAT-II/NIT-01/15 th CFC(Untied)/2025-26 Sl. No:-06, Dated:-24/06/2025, Bid submission date:- **25/06/2025 to 10:00 AM** and End of Bid Submission:- **02/07/2025** to extended date:-**07/07/2025 at 03:00 PM**. Date of Opening Technical Bid:- **04/07/2025** to Extended date:- **09/07/2025 at 03:00 PM** and The Details tender notice along with Tender Documents and others Forms is available at **http://wbtenders.gov.in**
Sd/- Pradhan
Haturia-II Gram Panchayat

e- Tender invitation of Srinagar Gram Panchayat under Kakdwip Block, Memo no.195(1)SN/2025, dated 30/06/25, **Nit no. SNGP/NIT/-04(e)/2025-26** Publishing dated **30/06/2025,** Last date of your submission **09/07/25 before 14.00 PM** & Opening date, **11/07/2025/** in website. **www.wbtenders.gov.in**
Sd/- Pradhan,
Srinagar Gram Panchayat

Office of the
JHIKIRA GRAM PANCHAYAT
Vill–Jhikira, P.O–Jhikira, P.S–Joypur, Dist–Howrah
NOTICE INVITING e-TENDER No. (1) WB/HOWRAH/AMTA-II/JGP/NIET-2025-26/11, (2) WB/HOWRAH/AMTA-II/JGP/NIET-2025-26/12 & (3) WB/HOWRAH/AMTA-II/JGP/NIET-2025-26/13
The Prodhan, JHIKIRA GRAM PANCHAYAT, JHIKIRA, JOYPUR, HOWRAH invites e-tender for the 3 (Three) Nos. different works. Bid Submission closing date (online) **08/07/2025 at 5:30 P.M.** Bid opening date for Technical Proposals **11/07/2025 at 12:00 P.M.** For details please visit **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- Prodhan
JHIKIRA GRAM PANCHAYAT

SRIBATI GRAM PANCHAYAT
P.O – SRIBATI : DIST- PURBA BARDHAMAN
(UNDER KATWA- II PANCHAYAT SAMITY)
eTender Notice No. – SGP/02/15th CFC/2025-26, ID No.- 2025_ZPHD_872864_1 Dated 02/07/2025
eTender Notice No. – SGP/02/15th CFC/2025-26, ID No.- 2025_ZPHD_872864_2 Dated 02/07/2025
eTender Notice No. – SGP/02/15th CFC/2025-26, ID No.- 2025_ZPHD_872864_3 Dated 02/07/2025
eTender Notice No. – SGP/03/15th CFC/2025-26, ID No.- 2025_ZPHD_872921_1 Dated 02/07/2025
eTender Notice No. – SGP/03/15th CFC/2025-26, ID No.- 2025_ZPHD_872921_2 Dated 02/07/2025
eTender Notice No. – SGP/03/15th CFC/2025-26, ID No.- 2025_ZPHD_872921_3 Dated 02/07/2025
eTender Notice No. – SGP/03/15th CFC/2025-26, ID No.- 2025_ZPHD_872921_4 Dated 02/07/2025
eTender Notice No. – SGP/03/15th CFC/2025-26, ID No.- 2025_ZPHD_872921_5 Dated 02/07/2025
e-Tender is hereby invited by the Prodhan, Sribati Gram Panchayat from bonafied contractors to participate in the e-Tender from **02/07/2025 to 09/07/2025,** For further details visit the website **http://wbtenders.gov.in**
Sd/- Pradhan
Sribati Gram Panchayet

মোহনবাগানের বিরুদ্ধে নামার আগে আত্মবিশ্বাসী কালীঘাট স্পোর্টস লাভার্সের কোচ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ জুলাইঃ পুরোদমে শুরু হয়ে গিয়েছে আইএফএ পরিচালিত কলকাতা ফুটবল লিগের প্রিমিয়র ডিভিশন। ইতিমধ্যেই একটি করে ম্যাচ খেলে ফেলেছে দুই প্রধান ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগান। লাল-হলুদ ব্রিগেড নিজেদের প্রথম ম্যাচে মেসারার্সকে গোলের মালা পড়ালেও সবুজ-মেরুন জার্সিধারীরা নিজেদের প্রথম ম্যাচে পুলিশের কর্ডন ভাঙতে পারেনি। তারা এক গোলে হেরে মাঠ ছেড়েছে সোমবার। মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল গত কয়েক মরশুম ধরেই সেরা দল খেলাচ্ছে না কলকাতা লিগে। ময়দানের এই দুই প্রধান শতবর্ষ প্রাচীন এই লিগ থেকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে তুলে আনতে চাইছে। তবে তরুণ দল নিয়েও ইস্টবেঙ্গল গত কয়েক মরশুম ধরে এই লিগে সাফল্য বজায় রেখেছে, যেখানে মোহনবাগানকে ব্যর্থই বলা যায়। গত মরশুমে তারা সুপার সিক্সেও উঠতে পারেনি। বৃহস্পতিবার মেরিনার্স নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচ খেলতে নামবে কালীঘাট স্পোর্টস লাভার্স অ্যাসোসিয়েশনের বিরুদ্ধে। কালীঘাটের এই দলটিকে নিয়ে প্রচুর প্রত্যাশা রয়েছে। দলের টিডি হিসাবে যোগ দিয়েছেন প্রাক্তন জাতীয় ফুটবলার তথা আই লিগ জয়ী কোচ সাবির আলি। বাংলাকে কোচিং করিয়ে সন্তোষ ট্রফিও এনে দিয়েছেন ইস্টবেঙ্গল ও মহামেডানের এই প্রাক্তন ফুটবলার। একঝাঁক তরুণ ফুটবলারকে নিয়ে কালীঘাট এসএলএ-কে সুপার সিক্সে তুলতে তিনি বদ্ধপরিকর। তবে কালীঘাটের শুরুটাও অবশ্য ভাল হয়নি। দুই ম্যাচ খেলে তাদের পয়েন্ট এক। প্রথম ম্যাচে পুলিশের সঙ্গে ড্র করার পর শেষ ম্যাচে তারা ০-২ গোলে হেরে গিয়েছিল মামনি পাঠচক্রের বিরুদ্ধে। আগামিকাল নৈহাটিতে তাদের প্রতিপক্ষ মোহনবাগান। তবে প্রতিপক্ষের নাম দেখে মোটেও ভীত নন কালীঘাটের কোচ বিশ্বেশ্বর সিং। এই ম্যাচে ঘুরে দাঁড়ানোর বিষয়ে আশাবাদী তিনি। বিশেষ কাজে কলকাতার বাইরে গিয়েছেন দলের টেকনিক্যাল ডিরেক্টর সাবির আলি। তাই মোহনবাগান ম্যাচে দায়িত্ব থাকছে বিশ্বেশ্বর সিংয়ের কাঁধেই। কালীঘাটের কোচ বলেছেন, ''আমদের সিএফএলের ২টি ম্যাচ খেলা হয়ে গিয়েছে। সেখান থেকে আমরা একটি মাত্র পয়েন্ট সংগ্রহ করতে পেরেছি। মোহনবাগানের বিরুদ্ধে আমরা ড্রয়ের জন্য নামব না। আমদের আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলতে হবে। তবে আমরা অনুশীলনের জন্য খুব কম সময় পেয়েছি। পরবর্তী ম্যাচে আমরা ভাল ফল করব, আমরা আশাবাদী।'' প্রতিপক্ষ মোহনবাগান সম্পর্কে বিশ্বেশ্বর বলেছেন, ''আমরা পুলিশের সঙ্গে ড্র করেছি, অন্যদিকে মোহনবাগান পুলিশের সঙ্গে ম্যাচ হেরেছে। আমদের সুযোগ আছে, আশা করি মোহনবাগানকে হারাতে পারব। বৃহস্পতিবার মোহনবাগান বিরুদ্ধে ম্যাচ আমদের জন্য বিশাল গুরুত্বপূর্ণ।''

ভারতীয় ফুটবলের ভবিষ্যৎ নিয়ে সভাপতি কল্যাণ চৌবের রোডম্যাপ

নয়াদিল্লি, ২ জুলাইঃ বর্তমান সময়ে ভারতীয় ফুটবল এক কঠিন সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে। ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ে পতন, মাঠে হতাশাজনক ফলাফল এবং ইন্ডিয়ান সুপার লিগের ভবিষ্যৎ নিয়ে অনিশ্চয়তা। এরই মধ্যে সর্ব ভারতীয় ফুটবল সংস্থার সভাপতি কল্যাণ চৌবে এক নতুন পুনর্জাগরণের স্বপ্ন দেখছেন। স্পোর্টস্টারকে দেওয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে তিনি তুলে ধরেছেন ভারতীয় ফুটবলের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা, যুব উন্নয়ন এবং আইএসএলের চ্যালেঞ্জ। ভারতের ফিফা র‍্যাঙ্কিং উন্নত করতে হলে জাতীয় দলকে ম্যাচ জিততে হবে, আর তার জন্য গোল করা জরুরি। গত ১৬টি ম্যাচে সিনিয়র পুরুষ দল মাত্র একটি জয় পেয়েছে (মালদ্বীপের বিরুদ্ধে ৩-০) এবং মোট সাতটি গোল করেছে। ফেডারেশনের ভূমিকা হল সুযোগ তৈরি করা, কৌশল তৈরি করা এবং ফিফা উইন্ডোতে জাতীয় দলের খেলা নিশ্চিত করা। প্রধান কোচের পরামর্শে প্রশিক্ষণ শিবির, সেশন এবং প্রতিপক্ষ নির্বাচন করা হয়। তবে, মাঠে সাফল্যের জন্য খেলোয়াড়দেরই দায়িত্ব নিতে হবে। ভারতের বয়সভিত্তিক দল ফিফা অনূর্ধ্ব-১৭ কিংবা অনূর্ধ্ব-২০ বিশ্বকাপে, এমনকি মহাদেশীয় টুর্নামেন্টেও জায়গা করে নিতে পারেনি। সভাপতি কল্যাণ চৌবে বলেন, ''যুব উন্নয়নের কাজ শুরু হওয়া উচিত ১১ বছরের কম বয়স থেকে। এই সময়ে খেলোয়াড়দের প্রাথমিক কৌশল শেখানো দরকার। ১২-১৩ বছরে প্রতিযোগিতার জন্য প্রস্তুতি, ১৪-১৫ বছরে নিয়মিত ম্যাচ খেলা, ১৬-১৭ বছরে উচ্চ-কার্যক্ষমতার প্রশিক্ষণ, এবং ১৮-২০ বছরে পেশাদার স্তরে রূপান্তর-এই ধাপগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।'' তিনি প্রশ্ন তুলেছেন, ''আজ যারা খেলছে, ১০ বছর আগে তাদের জন্য কি কাঠামোগত যুব উন্নয়ন ব্যবস্থা ছিল?

যদি না থাকে, তবে আজকের তরুণদের জন্য আমাদের এই ঘাটতি পূরণ করতে হবে।'' ফুটবল স্পোর্টস ডেভেলপমেন্ট লিমিটেড আইএসএলে পদোন্নতি ও অবনমনের উপর ১০ বছরের নিষেধাজ্ঞার প্রস্তাব দিয়েছে, যা ২০১৯ সালে এএফসি-র সঙ্গে স্বাক্ষরিত রোডম্যাপের বিরুদ্ধে যায়। ফেডারেশন এই প্রস্তাবের জবাবে একটি পাল্টা প্রস্তাব পাঠিয়েছে, তবে বিষয়টি আদালতে বিচারাধীন থাকায় চৌবে এই নিয়ে বিস্তারিত মন্তব্য করতে পারেননি। এছাড়া, আইএসএলের শুরু ও শেষের তারিখ এখনও চূড়ান্ত না হওয়ায় এটি এআইএফএফ-এর ক্যালেন্ডারে অন্তর্ভুক্ত হয়নি। প্রবাসী ভারতীয় (পিআইও) এবং ওভারসিজ সিটিজেন অফ ইন্ডিয়া কার্ডধারীদের জাতীয় দলে অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়টি জটিল। ভারত দ্বৈত নাগরিকত্ব স্বীকার না করলেও, এই কার্ডধারীদের ভারতের সঙ্গে পারিবারিক বা ঐতিহাসিক সংযোগ থাকে, যা ক্রীড়া যোগ্যতার ক্ষেত্রে বিবেচনাযোগ্য। ফিফা নিয়ম, ভারতীয় নাগরিকত্ব আইন এবং জাতীয় ক্রীড়া নীতির সঙ্গে সমন্বয় করে এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে। তবে ফিফা ও ভারত সরকারের কাছ থেকে স্পষ্টতা না পাওয়া পর্যন্ত ৩৩ জন খেলোয়াড়ের নাম প্রকাশ করা সম্ভব নয়। ইন্ডিয়ান উইমেন্স লিগ (আইডব্লিউএল) ক্রমশ সম্প্রসারিত হচ্ছে। আইডব্লিউএল-২ চালু হয়েছে এবং অস্মিতার মতো উদ্যোগের মাধ্যমে প্রতিভার ভাণ্ডার বাড়ানোর লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। এআইএফএফের উদ্দেশ্য মহিলা ফুটবলের ইকোসিস্টেমকে শক্তিশালী করা। আইএসএলে অনেক খেলোয়াড় উচ্চ বেতন পেলেও জাতীয় দলে তাদের পারফরম্যান্স হতাশাজনক। তবে, খেলোয়াড়দের বেতন ক্লাব ও ব্যক্তির মধ্যে চুক্তির বিষয় এবং এআইএফএফ এতে হস্তক্ষেপ করতে পারে না বলেই জানিয়েছেন কল্যাণ চৌবে। অনেক রাজ্যে কাঠামোগত লিগের অভাব এবং দলাদলি ও আইনি মামলার কারণে উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। রাজ্য পর্যায়ে স্পনসরশিপের অভাব দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনাকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। এআইএফএফ রাজ্য সংগঠনগুলোকে তাদের নিজস্ব সংবিধানের অধীনে কাজ করতে উৎসাহিত করছে, তবে মামলা এবং দলাদলি বড় বাধা। কল্যাণ চৌবে'র শুরুর লক্ষ্য ছিল গ্রাসরুট উন্নয়ন, কিন্তু ২০৩১ এএফসি এশিয়ান কাপের জন্য বিড করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তিনি বলছেন, দৃষ্টিভঙ্গি অপরিবর্তিত, তবে গ্রাসরুট, আন্তর্জাতিক ইভেন্ট, কোচিং এবং কাঠামোগত সহায়তা একসঙ্গে এগোতে হবে। ২০২৭ সালের বিড প্রত্যাহার করা হয়েছিল অবকাঠামোগত দেরি, শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী এবং প্রস্তুতির অভাবের কারণে। ২০৩১-এর জন্য ভালো প্রস্তুতির লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে।

'গ্রিন সিগন্যাল' দেয়নি দিল্লি, ভারতের বাংলাদেশ সফর নিয়ে ঘোর অনিশ্চয়তা

মুম্বই, ২ জুলাইঃ গত বছরের জুলাই মাসেই বাংলাদেশে শুরু হয়েছিল বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন। এরপর পড়শি দেশের রাজনীতিতে পালাবদল ঘটে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশ থেকে একপ্রকার পালিয়ে এসে ভারতে আশ্রয় নেন। এরপর থেকেই ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি হতে শুরু করে। হাসিনা অধ্যায় শেষ হওয়ার পর বাংলাদেশে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার প্রতিষ্ঠা হয় নোবেলজয়ী মহম্মদ ইউনুসের তত্ত্বাবধানে। কিন্তু ইউনুসের আমলে অভিযোগ উঠতে শুরু করে, বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের উপর নিপীড়ণ শুরু হয়েছে। ভারত এর তীব্র প্রতিবাদ জানায় ও দেশটির বিরুদ্ধে বেশ কিছু সিদ্ধান্ত নেয়। এই আবহে আগামী মাসের মাঝামাঝি সময় টিম ইন্ডিয়ার বাংলাদেশ সফরে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু এই সফরের জন্য এখনও ভারতীয় ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থাকে সবুজ সঙ্কেত দেয়নি কেন্দ্রীয় সরকার। ফলে এই সিরিজটি নির্দিষ্ট সময়ে অনুষ্ঠিত হবে কি না, সেই নিয়ে প্রশ্ন উঠে গিয়েছে। পূর্ব সূচি অনুযায়ী কথা ছিল, আগস্ট মাসের ১৭ থেকে ৩১ তারিখের মধ্যে ঢাকা ও চট্টগ্রামে ভারত তিনটি একদিনের আন্তর্জাতিক ও তিনটি টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলবে বাংলাদেশের জাতীয় দলের বিরুদ্ধে। তবে নয়াদিল্লি সূত্রে জানা গিয়েছে, বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে না আসা পর্যন্ত এই সফরে সায় নেই কেন্দ্রের। দিল্লি মনে করছে, এই মুহূর্তে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে শীতল কূটনৈতিক সম্পর্ক বিরাজ করছে এবং বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি নিয়ে ভারতে যে ধরনের বিরূপ মনোভাব দেখা যাচ্ছে, তাতে এই সফর নিয়ে ইতিবাচক বার্তা দেওয়া উচিত হবে না। সরকারের এই মনোভাবের পর বিসিসিআই এই সফর 'রিশিডিউল' করার জন্য বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক আলোচনাও শুরু করেছে, যে কথা বিসিবির কর্মকর্তারাও নিশ্চিত করে জানিয়েছেন।

দলের আটজন ফুটবলারকে রিলিজ করে দিল শ্রীনিধি ডেকান

হায়দরাবাদ, ২ জুলাইঃ শেষ মরসুমটা খুব একটা ভালো কাটেনি শ্রীনিধি ডেকান ফুটবল ক্লাবের। আইলিগের প্রথম ম্যাচেই পরাজিত হতে হয়েছিল শক্তিশালী গোকুলাম কেরালা এফসির কাছে। তাঁদের কাছে বড় ব্যবধানে পরাজিত হওয়ার পর দ্বিতীয় ম্যাচ থেকেই ঘুরে দাঁড়াতে মরিয়া ছিল হায়দরাবাদের ক্লাব। যারফলে চ্যাম্পিয়নশিপের দৌড় থেকে অনায়াসেই ছিটকে গিয়েছিল শ্রীনিধি দল। তবে ভালো পারফরম্যান্স করে আইলিগ অভিযান শেষ করতে বদ্ধপরিকর ছিল দল। কিন্তু সেখানেও খুব একটা সুবিধা করা সম্ভব হয়নি। টুর্নামেন্টের শেষ ম্যাচে স্পোর্টিং ক্লাব বেঙ্গালুরুর কাছে আটকে যেতে হয়েছিল এই

এই ফুটবল ক্লাব। সেইমতো অনায়াসেই দ্বিতীয় ম্যাচে তাঁরা পরাজিত করেছিল শক্তিশালী চার্চিল ব্রাদার্স দলকে। দল জয়ের সরণিতে ফিরতেই আত্মবিশ্বাস বাড়তে শুরু করেছিল ফুটবলারদের মধ্যে। যারফলে তৃতীয় ম্যাচেও বজায় ছিল সেই ধারাবাহিকতা। সেখানে তাঁরা পরাজিত করেছিল টুর্নামেন্টে অন্যতম শক্তিশালী দল রাজস্থান ইউনাইটেডকে। কিন্তু দিল্লী ম্যাচ থেকে ফের পুরনো পারফরম্যান্সে ফিরে আসে শ্রীনিধি ডেকান। সেই ম্যাচে একটি গোলে পরাজিত হওয়ার পর গোয়ার আরেক শক্তিশালী দল তথা ডেম্পো স্পোর্টস ক্লাব থেকে শুরু করে বারাণসীর শক্তিশালী দল তথা ইন্টার কাশীর কাছে পরাজিত হতে হয়েছিল এই ফুটবল দলকে। স্বাভাবিকভাবেই যার প্রভাব পড়েছিল দলের পয়েন্ট টেবিলে। তারপরেও বেশ কিছু ম্যাচে পয়েন্ট নষ্ট করে হায়দরাবাদের এই দলকে। তাই শেষ পর্যন্ত ২২ ম্যাচ খেলে ২৮ পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবিলের নবম স্থানেই শেষ করে এই ফুটবল ক্লাব। সেই নিয়ে যথেষ্ট হতাশ সকলে। তাই এখন থেকেই নতুন সিজনের জন্য ঘর গোছাতে ব্যস্ত শ্রীনিধি। সেক্ষেত্রে নয়া ফুটবলার সই করানোর পাশাপাশি দলের মধ্যে ও বেশকিছু বদল আনতে চাইছে এই দল। সেই অনুযায়ী এবার একসাথে দলের আটজন ফুটবলারদের বিদায় জানাল শ্রীনিধি ডেকান ফুটবল ক্লাব। যাদের মধ্যে রয়েছেন শাহাবাজ আলি, লালনুনটলুঙ্গা, পবন কুমার, সৌরভ মেহের, সাজিদ ধোট, কেন লুইস, উবেইদ সিকে, সিলেন্টহ্যাং লটজেম। বলাবাহুল্য, এই সমস্ত ফুটবলারদের সামনে রেখেই গত সিজনে চূড়ান্ত সাফল্য পাওয়ার পরিকল্পনা ছিল শ্রীনিধি দলের। কিন্তু সেটা সম্ভব হয়নি। সেই হতাশা কাটিয়ে এবার ঘুরে দাঁড়ানোর লড়াই।

'অলৌকিক ওষুধ' খেয়ে জকোভিচ দ্বিতীয় রাউন্ডে

উইম্বলডনে গতকাল প্রথম রাউন্ডে আলেক্সান্দ্রে মুলারকে ৬-১, ৬-৭ (৭/৯), ৬-২, ৬-২ গেমে হারিয়ে দ্বিতীয় রাউন্ডে উঠেছেন সার্বিয়ান কিংবদন্তি নোভাক জকোভিচভ। ফিলিপাইনের আলেক্সান্দ্রাএয়ালাকে ৩-৬, ৬-২, ৬-১ গেমে হারিয়ে দ্বিতীয় রাউন্ডে উঠেছেন মেয়েদের এককে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন বারবারা ক্রেইচিকোভা। ইউক্রেনের দায়ানা ইসত্রেমেস্কার কাছে ৭-৬ (৭/৩), ৬-১ গেমে হেরে বিদায় নিয়েছেন গত মাসে ফ্রেঞ্চ ওপেনজয়ী কোকো গফ।

লন্ডন, ২ জুলাইঃ উইম্বলডনে মেয়েদের এককে দ্বিতীয় বাছাই যুক্তরাষ্ট্রের কোকো গফ গতকাল প্রথম রাউন্ডেই বিদায় নিয়েছেন।

ম্যাচ চলাকালীন ওষুধ খান জকোভিচ।

র‍্যাঙ্কিংয়ে ৪২তম ইউক্রেনের দায়ানা ইসত্রেমেস্কার কাছে মাত্র ৭৮ মিনিটের লড়াইয়ে ৭-৬ (৭/৩), ৬-১ গেমে হেরেছেন গত মাসে ফ্রেঞ্চ ওপেনজয়ী গফ। বিদায়বেলায় অশ্রুসিক্ত গফ স্বীকার করেন, ফ্রেঞ্চ ওপেনে ক্লে কোর্ট থেকে উইম্বলডনের ঘাসের কোর্টে ভালোভাবে মানিয়ে নিতে পারেননি। গফের বিদায়ের মধ্য দিয়ে গতকাল একটি অপ্রত্যাশিত রেকর্ডও হয়েছে। উইম্বলডনের ইতিহাসে এবারই প্রথমবারের মতো ছেলে ও মেয়েদের একক মিলিয়ে শীর্ষ ১০ বাছাইয়ের মধ্যে চারজন বিদায় নিলেন প্রথম রাউন্ড থেকে। এর আগে ছেলেদের তৃতীয় বাছাই আলেক্সান্দার জভেরেভ, মেয়েদের তৃতীয় বাছাই জেসিকা পেগুলা এবং মেয়েদের পঞ্চম বাছাই ও অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন চিনের ঝেং কিনওয়েনও হেরে প্রথম রাউন্ড থেকে বিদায় নেন। রেকর্ড ২৫তম গ্র্যান্ড স্লামের খোঁজে গতকাল সেন্টার কোর্টে নামা সাতবারের উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ন নোভাক জকোভিচ অবশ্য উঠেছেন দ্বিতীয় রাউন্ডে। র‍্যাঙ্কিংয়ে ৪১তম ফ্রান্সের আলেক্সান্দ্রে মুলারকে প্রথম রাউন্ডে ৬-১, ৬-৭ (৭/৯), ৬-২, ৬-২ গেমে হারিয়েছেন সার্বিয়ান এই ষষ্ঠ বাছাই। দ্বিতীয় সেটের খেলা চলাকালে পেটের ব্যথায় ভুগেছেন জকোভিচ এবং জয়ের পর স্বীকার করেন, ম্যাচটি তাঁর জন্য কঠিন হয়ে উঠেছিল। নিজস্ব ব্র্যান্ডের ইলেকট্রোলাইট পানীয়র সঙ্গে ওষুধ খাওয়ার পর ছন্দে ফেরেন ছেলেদের এককে রেকর্ড ২৪ গ্র্যান্ড স্লামজয়ী কিংবদন্তি। জয়ের পর জকোভিচ বলেছেন, ''একটি সেটে নিজের সেরাটা অনুভব করার পর ৪৫ মিনিটের জন্য সবচেয়ে বাজে অনুভূতির মধ্যে ছিলাম। এটা পেটের পীড়া কি না, তা আমি জানি না। এটা নিয়ে আমি ভুগেছি। তবে চিকিৎসকের দেওয়া অলৌকিক ওষুধ খাওয়ার পর শক্তি ফিরে পেয়েছি এবং ম্যাচটা ভালোভাবে শেষ করতে পেরেছি।'' পরের ম্যাচ নিয়ে জকোভিচ বলেছেন, ''টুর্নামেন্ট কেবল শুরু হলো। দারুণ কিছু খেলোয়াড় আছে ড্রয়ে। পরের রাউন্ডে আমার প্রতিপক্ষ ব্রিটন। এটা কঠিন হবে।'' মেয়েদের ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন বারবারা ক্রেইচিকোভা ফিলিপাইনের আলেক্সান্দ্রা এয়ালাকে ৩-৬, ৬-২, ৬-১ গেমে হারিয়ে দ্বিতীয় রাউন্ডে উঠেছেন। গত বছর উইম্বলডনের ফাইনাল জয়ের পর বেশ বাজে সময় কেটেছে চেক

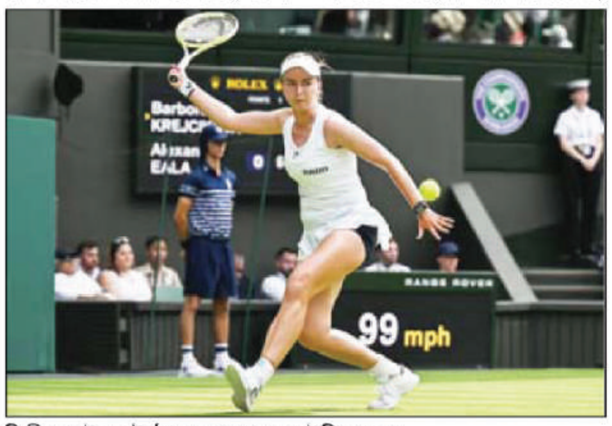

দ্বিতীয় রাউন্ডে উঠেছেন বারবারা ক্রেইচিকোভা।

তারকার। পিঠে চোট পাওয়ায় গত মে মাস পর্যন্ত কোর্টের বাইরে ছিলেন। চোটের কারণে গত সপ্তাহে ইস্টবোর্ন ওপেনের কোয়ার্টার ফাইনাল থেকেও নিজেকে সরিয়ে নেন। এ বছর মাত্র ৬টি ম্যাচ খেলে উইম্বলডনে এসেছেন এই ১৭তম বাছাই। ছেলেদের র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষস্থানীয় ইয়ানিক সিনার ১ ঘণ্টা ৪৮ মিনিটে তাঁর ইতালিয়ান স্বদেশি লুকা নার্দিকে ৬-৪, ৬-৩, ৬-০ গেমে হারিয়ে দ্বিতীয় রাউন্ডে উঠেছেন। মেয়েদের পাঁচবারের গ্র্যান্ড স্লামজয়ী পোল্যান্ডের ইগা সোয়াতেকও দ্বিতীয় রাউন্ডে উঠেছেন। তাঁর কাছে ৭-৫, ৬-১ গেমে হেরেছেন রাশিয়ার পলিনা কুদেরমেতোভা। দুবারের উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ন চেক প্রজাতন্ত্রের পেত্রা কেভিতোভা প্রথম রাউন্ডে সরাসরি (৬-৩, ৬-১) সেটে হেরেছেন যুক্তরাষ্ট্রের এমা নাভারোর কাছে। ৩৫ বছর বয়সী কেভিতোভার এটাই শেষ উইম্বলডন টুর্নামেন্ট। ছেলেদের চতুর্থ বাছাই জ্যাক ড্রাপার ও পঞ্চম বাছাই টেইলর ফ্রিজও নিজ নিজ ম্যাচ জিতেছেন।

জুভেন্তাসকে হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে রিয়াল মাদ্রিদ

আক্রমণ, পাল্টা আক্রমণে জমে ওঠা ম্যাচের দ্বিতীয়ার্ধে দারুণ হেডে 'ডেডলক' খুললেন গন্সালো গার্সিয়া। এগিয়ে গেল রিয়াল মাদ্রিদ। সমতায় ফিরতে মরিয়া জুভেন্তাসও হাল না ছেড়ে লড়ে গেল শেষ পর্যন্ত, কিন্তু পেল না সমতায় ফেরা গোলের দেখা। স্বস্তির জয়ে ক্লাব বিশ্বকাপের কোয়ার্টার-ফাইনালের মঞ্চে উঠল শাবি আলোন্সোর দল।

ফ্লোরিডা, ২ জুলাইঃ ফ্লোরিডার হার্ড রক স্টেডিয়ামে মঙ্গলবার রাতে শেষ ষোলোর ম্যাচে জুভেন্তাসকে ১-০ গোলে হারিয়েছে প্রতিযোগিতার রেকর্ড পাঁচবারের চ্যাম্পিয়ন রিয়াল। এই হাই-ভোল্টেজ ম্যাচ দিয়ে চলতি আসরে প্রথম খেলতে নামলেন কিলিয়ান এমবাপে। জ্বরের কারণে আগের ম্যাচগুলো খেলতে পারেননি এই ফরাসি ফরোয়ার্ড। বলের নিয়ন্ত্রণে দুই দল প্রায় সমানে-সমান। আক্রমণে এগিয়ে ছিল রিয়াল, তাদের ২২টি প্রচেষ্টার ১১টি থাকে লক্ষ্যে, ঠিকানা খুঁজে পায় কেবল গন্সালোর হেড। অন্যদিকে ৬ আক্রমণের ২টি লক্ষ্যে রাখে জুভেন্তাস। অবশ্য আক্রমণগুলো ধারালো না হলেও ম্যাচে প্রথম সুবর্ণ সুযোগটি পেয়েছিল জুভেন্তাসই। সপ্তম মিনিটে পাল্টা আক্রমণ থেকে দারুণ ফ্লিকে কেনান ইলডিজকে বল বাড়িয়ে ছুটতে থাকেন কোলো মুয়ানি। সতীর্থের থ্রু পাস ধরে আন্টোনিও রুডিগারকে গতিতে পেছনে ফেলে বক্সে ঢুকে গোলরক্ষক থিবো কোর্তোয়াকে একা পেয়েও গিয়েছিলেন তিনি, কিন্তু এই ফরাসি ফরোয়ার্ডের চিপ শট ক্রসবার ঘেঁষে উপরের জাল কাঁপায়। ২৪তম মিনিটে অহেলিয়া চুয়ামেনি বক্সের বাইরে থেকে আচমকাই শট নেন, কিন্তু এক ডিফেন্ডারের পায়ে লেগে বাইরে দিয়ে যায়। সেই কর্নারও কাজে লাগাতে পারেনি রিয়াল। স্পেনের সফলতম দলটির সেরা সুযোগটি নষ্ট হয় ২৯তম মিনিটে। ভালভের্দের আড়াআড়ি ক্রসে ছোট বক্সের ভেতর থেকে শটও নিয়েছিলেন জুড বেলিংহ্যাম, কিন্তু গোলরক্ষকের গায়ে লেগে

বল বেরিয়ে যাওয়ার পর গোললাইনের একটু উপর থেকে ফেরান দানিয়েল রুগানি। কুলিং ব্রেকের পর ৩৭তম মিনিটে আর্দা গিলেরের ক্রসে বক্সের ভেতর থেকে চুয়ামেনি মাথা ছোঁয়াতে ব্যর্থ, এরপর ডিন হাউসেন পা চালালেও বলের সাথে সংযোগ ঘটাতে পারেনি। তাতে আরেকটি ভালো সুযোগ নষ্ট হলেও ম্যাচে বাড়তে থাকে রিয়ালের আধিপত্য। যোগ করা সময়ে জুভেন্তাসের বক্সে বেশ চাপ দিতে থাকে রিয়াল। কিন্তু গোল আদায় করে নিতে পারেনি এই প্রতিযোগিতার ২০২২ সালের চ্যাম্পিয়নরা। প্রথম মিনিটে ভালভের্দের দূরপাল্লার শট ঝাঁপিয়ে ব্যর্থ করে দেন জুভেন্তাস গোলকিপার। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে বেলিংহ্যামের পাস ধরে ভালভের্দের শট থাকেনি লক্ষ্যে। ৫২তম মিনিটে বেলিংহ্যামের প্রচেষ্টাও দেখেনি আলো মুখ। তবে জুভেন্তাসের রক্ষণে চাপ ধরে রাখার ফল দ্রুতই পেয়ে যায় রিয়াল। ৫৪তম মিনিটে ট্রেন্ট অ্যালেক্সান্ডার-আর্নল্ডের ক্রসে অনেকটা লাফিয়ে হেডে জাল খুঁজে নেন গার্সিয়া। চলতি আসরে এই তরুণ স্প্যানিশ ফরোয়ার্ডের গোল হলো ৩টি। দুই মিনিট পরই সমতার স্বস্তি সঙ্গী হতে পারত জুভেন্তাসের। কিন্তু ফ্রান্সিসকোর গতিময় নিচু শট দারুণ ক্ষিপ্রতায় আটকে দেন কোর্তোয়া। একটু পর ভালভের্দের ওভারহেড কিক ফিস্ট করে ফিরে ব্যবধান দ্বিগুণ হতে দেননি জুভেন্তাস গোলকিপার মিশেল দি গ্রেগরিও। ৬৮তম মিনিটে গার্সিয়াকে তুলে নেন রিয়াল কোচ। ভক্তদের তুমুল করতালির মধ্যে চলতি টুর্নামেন্টে প্রথম খেলতে নামেন এমবাপে। কিছু ঝলক দেখালেও তিনি ছিলেন না সেরা ছন্দে। দি গ্রেগরিও ৭২তম মিনিটে আবারও হতাশ করেন রিয়ালকে। লেফট উইং ধরে আক্রমণে ওঠা ভিনিসিউস জুনিয়রের পাস ধরে এমবাপে ক্রস বাড়ান বক্সে। ভালভের্দের ব্যাক পাসে গিলেরের বুলেট গতির শট কোনোমতে পা দিয়ে আটকান গোলরক্ষক। প্রচন্ড গরমের কারণে ৭৫তম মিনিটে দেওয়া হয় দ্বিতীয় কুলিং ব্রেক। সাত মিনিট পর চুয়ামেনির শট ঝাঁপিয়ে আটকে জুভেন্তাসের আশা কিছুটা হলেও বাঁচিয়ে রাখেন দি গ্রেগরিও। শেষ দিকে কোলো মুয়ানি বক্সে পড়ে গেলে পেনাল্টি আবেদন করে জুভেন্তাস, কিন্তু রেফারির সাড়া না মেলায় হারের হতাশা নিয়েই মাঠ ছাড়তে হয় তাদের।

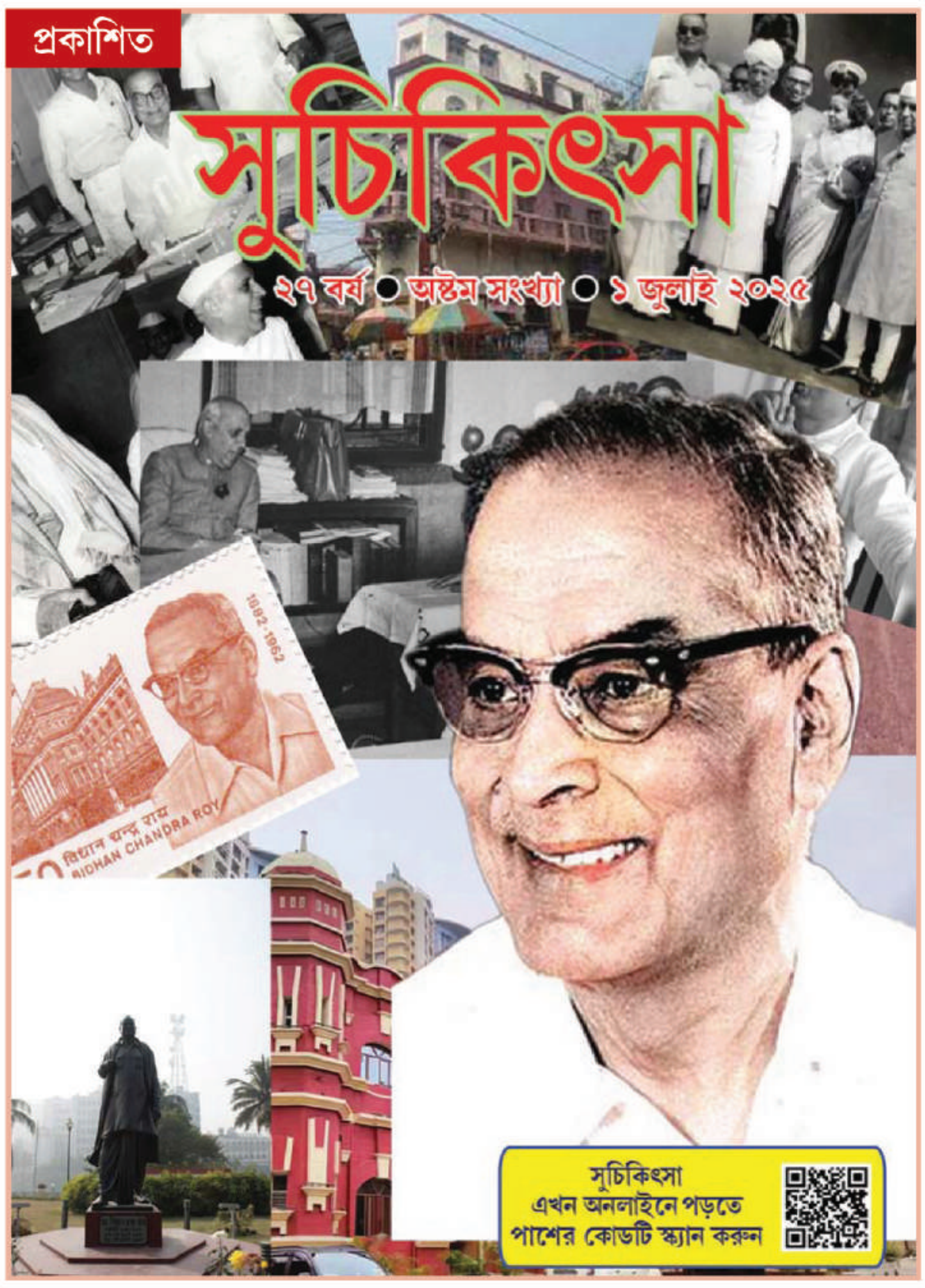

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com